উর্বশী

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ !!

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম,এ, প্রণীত--

নূতন পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

স্বর্ণলঙ্কা

[বাণী নাট্য-সমাজ কর্তৃক অভিনীত।]

শ্রীরামচন্দ্রের সীতা-অন্বেষণ—বিভীষণসহ মিত্রতা—রাবণসভায় অঙ্গদের বীরত্ব—শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্র-শাসন—মন্দোদরী[illegible] তিরস্কার—তরণীর স্বদেশ-প্রেম—মহাসমরে বীরবাহু ও তরণীর পতন—নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিতবধ—লক্ষ্মণের আত্মগ্লানি—প্রমীলার চিতারোহণ—শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব—দশাননবধে মহামায়ার বরদান—রাবণবধ—সীতার অগ্নি-পরীক্ষা প্রভৃতি।

নাটকখানির ভাব, ভাষা, রচনা সম্পূর্ণ নূতন—সকল সম্প্রদায়ের অভিনয়ের [illegible]

সুন্দর ফটোচিত্রসহ [illegible]

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী।

১০৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

PRINTED BY K. L. MAITY. AT THE

PONCHANON PRESS.

25/3, Taruck Chatterjee Lane,

CALCUTTA.

ঊর্ব্বশী

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীকেদারনাথ মালাকার
কাব্যভূষণ প্রণীত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আর্য্য অপেরায়
সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৩৮ সাল।

ভূমিকা।

নটগুরু গিরীশচন্দ্রের অন্যতম শিষ্য এবং তন্বী, মঞ্জরী, প্রাণের টান, রূপের ফাঁদ প্রভৃতি পুস্তকপ্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় ভারতের অমর মহাকবি কালিদাসের অমৃতনির্ঝরিণী লেখনী-প্রসূত "বিক্রমোর্ব্বশী" নামক নাটকের ছায়াবলম্বনে আমাকে একখানি নাটক রচনা করিতে উপদেশ দান করেন। আমি তাঁহার উপদেশকে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ মস্তকে ধারণ করিয়া এই অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; জানি না, কতদূর কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছি।

সুধিগণ অবগত আছেন, কল্পনাদেবী কবির এক প্রধান আরাধ্যা-দেবী; স্থানে স্থানে আমাকেও তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হইয়াছে। তবে উচ্চবর্ণের যে নীচবর্ণের হস্তে যুগে যুগে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে এবং উচ্চবর্ণের তাহাতে নানাপ্রকার অধঃপতন ঘটিয়াছে, ইহা অসত্য নহে। উর্ব্বশীর জন্ম-বৃত্তান্ত-কাহিনী সম্পূর্ণ পৌরাণিক।

উল্লিখিত সুরেন্দ্রবাবু আমার এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন; তাঁহাকে আমার আন্তরিক ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি-তেছি। নাট্যকার শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসু মল্লিক তাঁহার "আর্য্য অপেরা" নামক সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাদলে আমার এই "উর্ব্বশী" নাটকখানি অভিনয় করিয়া এবং ডায়মণ্ড লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ, সুদক্ষ নাট্যশিল্পী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীল আমার এই নাটকে রূপ পরিকল্পনা করিয়া আমাকে উৎসাহিত এবং বাধিত করিয়াছেন। আমার এই পুস্তক পাঠে বা ইহার অভিনয় দর্শনে যদি কেহ একটুও আনন্দ কিম্বা তৃপ্তি অনুভব করেন, তবেই আমার সমস্ত শ্রম এবং উদ্যম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ, শিব, ইন্দ্র, বরুণ, পবন, নারদ, মদন, পুলস্ত্য,
নারায়ণ ঋষি, জ্ঞান, লোভ, কর্ম্মফল।

কেশীধ্বজ	...	...	দৈত্যরাজ।
চণ্ড	...	...	ঐ সেনাপতি।
সঙ্গ	...	...	ঐ সহকারী।
সম্বর	...	...	ঐ পুত্র।
শুক্রাচার্য্য	...	...	দৈত্যগুরু।
পুরুরবা	...	...	প্রয়াগাধিপতি।
রুদ্রসিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি।
আয়ু	...	...	ঐ পুত্র।
ভরত মুনি	...	...	স্বর্গ-নাট্যাচার্য্য।

চট্টরাজ, বিদূষক, পারিষদ, গুপ্তচর, ঘোষবাদক, বৃদ্ধ-পতি, বৃদ্ধ-নীলাম্বর,
মন্ত্রী, মাধব, রক্ষী, প্রহরী, ঘাতক, দৈত্যদ্বয়, শিশুপুত্র, সাধুগণ,
সৈন্যগণ, স্তাবকগণ, ঋষিকুমারগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লক্ষ্মী, রতি, উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, অবিদ্যা, লালসা।

সুচিতা	...	...	দৈত্যরাণী।
অপর্ণা	...	...	ঐ কন্যা।

যুবতী পত্নী, অপ্সরীগণ, নর্ত্তকীগণ, সহচরীগণ,
গ্রাম্যরমণীগণ ইত্যাদি।

উর্ব্বশী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্বর্গ—নন্দন-কানন।

ইন্দ্র, পবন, বরুণ ও অপ্সরীগণের প্রবেশ।

অপ্সরীগণ।—

গীত।

(সই) পারিজাতের পরিমলে আকুল করে প্রাণ,
আপনি ওঠে সুর-তরঙ্গ আপনি ফোটে গান।
(আজ) কোন্ মদিরায় মত্ত চিত ক্ষিপ্ত হ'য়ে ছোটে,
যেন মন্দাকিনীর তরঙ্গ সই হৃদয় ছেপে ওঠে,
প্রাণ কার চরণে লোটে লো সই কার চরণে লোটে,
কোন্ সুদূরের অচিন বাঁশী তোলে আকুল তান।

ইন্দ্র। মধুর মধুর স্বর,—কিঙ্কিণী-নিক্কণ
মধু প্রাণে করে বরিষণ,
মধুর বিহগ-তান,
মধুর সুবাসে আকুলিত প্রাণ,
মধুর অমরধাম,
মধুময় সব আজ!

ছুটিছে তরঙ্গে উল্লাস-প্রবাহ !
গাও লো অঙ্গনাগণ !
গাও লো আবার,
মনোহর সঙ্গীত-ঝঙ্কারে
মুগ্ধ করি রাখ সবে।

পবন। গাও—গাও অনঙ্গ-রঙ্গিনী
অনন্তযৌবনা নারী !
সুরলহরীর তরঙ্গ-হিল্লোলে
আমারে জাগাও সখি !
মত্ত করি তোল
তুলি নবীন হিল্লোল,
স্নিগ্ধ হোক্ দেহ মন ;
আমার হিল্লোলে
হিল্লোলিত হোক্ ত্রিভুবন ;
আমোদিত স্বর্গ, মর্ত্ত্য উল্লাস-ব্যাকুল ;
ছুটুক্ নবীন উৎস,
লাভ হোক্ নবীন জীবন।

বরুণ। গাও লো সুন্দরীগণ !
দ্রব হোক্ গাঢ়ত্ব আমার,
ঝরুক্ উল্লাসে স্নিগ্ধ বারিরাশি ;
নদ, নদী পূর্ণ হোক্,
শ্যাম শস্পে তীরভূমি হাসুক্ আনন্দে ;
বিকসিত পত্র-পুষ্পে
হোক্ ধরা শ্যামল সুন্দর।

অপ্সরীগণ।—

গীত।

রূপ নিয়ে খেলি সদা রূপ ভালবাসি,
রূপে নাচি রূপে গাই রূপ-গরবে হাসি।
রূপের আকর শ্যাম-কলেবর,
যার রূপ রসে ত্রিলোক সুন্দর,
সাগর ভূধর রূপে মনোহর,
ডুবে থাকি নিয়ে মোরা সেই রূপরাশি।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। অতুল এ স্বর্গের বিভব ;
এই স্বর্গবাস হেতু
নিত্য জপ, নিত্য তপ ;
এই স্বর্গ হেতু মর্ত্ত্যবাসিগণ,
লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরি জন্ম-জন্মান্তর
ঊর্দ্ধপদ হেঁটমুণ্ডে,
শীতে অবগাহি শীতল সলিলে,
নিদাঘে অনলকুণ্ডে
করে তপ কঠোর ভীষণ।
এই স্বর্গ হেতু
দানবের চিরবাদ দেবতার সাথে।
ভোগ—ভোগ—শুধু ভোগ,
বিরামবিহীন ভোগ ;
সব যাক্ ভেসে,
অবিশ্রান্ত চলুক এ আনন্দ-উৎসব।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। দেবরাজ!
উৎস রুদ্ধ হ'তে বিলম্ব নাহিক আর।

ইন্দ্র। আসুন দেবর্ষে!

[দেবগণ নারদকে প্রণাম করিলেন]

একি কহ প্রভু,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!
প্রকাশিয়া কহ মোরে,
আবার কি দৈত্য কেহ
স্বর্গলাভ হেতু
করিতেছে মহাতপ বৃত্রাসুর সম?
কিম্বা কোন নর,
কেড়ে নিতে ইন্দ্রত্ব আমার
মহাযজ্ঞ করে অনুষ্ঠান,
রাজা পৃথুর মতন?
বল—বল প্রভু!
ত্রাসে মোর কাঁপিছে অন্তর।

নারদ। শুন বৎস!
মহাতপা ঋষি নারায়ণ,
গঙ্গাতীরে বদরী পর্ব্বতে
করিছে কঠোর তপ;
ইন্দ্র-পদ বুঝি তব রহে নাকো আর।

ইন্দ্র। শত অশ্বমেধ-যজ্ঞ করি সমাপন,

স্বর্ণ, ভূমি, পয়স্বিনী গাভী
তীর্থভূমে দান করি দ্বিজগণে,
স্বর্গসুখভোগ তরে
আসিয়াছি এই ত্রিদিব ভুবনে ।
অকস্মাৎ আসি কেহ
চূর্ণ করি ফেলিবে সকল ?
এত সুখ, এত ভোগ
মুহূর্ত্তে মিশিয়া যাবে স্বপ্নের মতন ?

নারদ । এই ভোগ দেবরাজ !
দুর্ভোগ প্রসব করে ।
অতুল বিলাস-বক্ষে করিয়া শয়ন,
মত্ত হ'য়ে সুখ-মোহ-মদিরায়
জড়বৎ অকর্ম্মণ্য উদ্যমবিহীন
হইয়াছ সবে ।
অনন্ত সুপ্তির ঘোরে
নাহি কর নেত্র-উন্মীলন ;
অশান্তি ব্যথার মুখ করিলে দর্শন,
হেন বীর্য্যহীন রহিতে না কভু ।

ইন্দ্র । সত্য বটে সুখ বিলাসিতা
শক্তিহীন করেছে মোদেরে।
কিন্তু প্রভু !
শুভক্ষণে আগমন তব ;
পতনের মুখে
জাগায়ে দিয়েছ আজি ।

বিলাস বিভব সব যাক্ ভেসে,
প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে
সর্ব্বস্ব করিব পণ।
কহ দেব! কি উপায় করি নির্দ্ধারণ ?

নারদ। চিন্তা কেন কর বৎস ?
ভোগ-বাঞ্ছা হেতু তপস্যা যাহার,
পদে পদে প্রবঞ্চিত সেই জন ;
সতত সম্ভব পতন তাহার।
কামিনী কাঞ্চন শ্রেষ্ঠ প্রলোভন—
আকিঞ্চন যদি থাকে তার,
পরাজয় হইবে নিশ্চয়।
আসি তবে,
কহিলাম সার বাক্য এই ;
করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক্ মনস্কাম তব।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। আভাসে কহিলা ঋষি
অতি সত্য কথা ;—
কামিনী, কাঞ্চন ভীষণ সে প্রলোভন।
উগ্রতপা বিশ্বামিত্র তপস্বীপ্রধান
লভিলা যে ব্রাহ্মণত্ব তপের প্রভাবে,
আমার চক্রান্তে পড়ি মেনাকার ফাঁদে,
বিসর্জ্জিলা জপ তপ
মত্ত হ'য়ে হীন মোহে।

রমণীর রূপ-মোহ নয়ন-কটাক্ষ
পরাজিত করে ত্রিভুবন।
বিদ্যমানে স্বর্গ-বিদ্যাধরী
দেবতার নাহি কোন ভয়।
মাতলি ! মাতলি !
রতিসহ কামদেবে
শীঘ্র হেথা করহ আহ্বান।

পবন। অতীব সঙ্কটকাল দেবভাগ্যে আজি,
নাহি জানি কিবা আছে অদৃষ্ট-লিখন !
মরণ নাহিক ভালে,
সুধার প্রভাবে অমর দেবতাগণ ;
ক্ষোভ, শোক, হৃদি-দ্বন্দ্ব
সব আছে বর্ত্তমান,
সঙ্কটের কালে
দুর্ভাগার মৃত্যু বন্ধু নিকটে না আসে।

বরুণ। ছিঃ—ছিঃ, মহাভ্রম অমরত্ব-লোভে
সুধাভ্রমে বিষপান
করিয়াছে দেবগণ।
মরণ অধীন জীব শ্রেষ্ঠ বহুগুণে ;—
নবীনত্ব লাভ আছে তার,
দেবতার তাও নাহি অধিকার।

মদন ও রতির প্রবেশ।

মদন। কি আদেশ দেবরাজ ?

ইন্দ্র। গঙ্গাতীরে বদরী পর্ব্বতে,
মহাতপা ঋষি নারায়ণ
করিছে কঠোর তপ।
চল হে অনঙ্গ দেব!
রতিসহ তথা,
সঙ্গে ল'য়ে বিদ্যাধরীগণে
নব রঙ্গ করহ আবার।
ভুলাও তাপসে,
নাশ কর তপ, জপ,—
কাম-মোহে মুগ্ধ করি
ফেল তারে অনন্ত নিরয়ে।
যুগ, যুগ মোহ-মুগ্ধ হ'য়ে
কাটাক্ সে লাঞ্ছিত জীবন,—
পৌরুষ-গৌরবে
ভোগ করি স্বর্গ-সুখ মোরা।

মদন। চিন্তা ত্যজ সুররাজ!
মুহূর্ত্তে করিব তব অভীষ্ট পূরণ।

[দেবগণের প্রস্থান।

মদন ও রতি।—

গীত।

মদন।— কত এল কত গেল কালে কালে,
কত ইন্দ্র, কত চন্দ্র ডুবে গেল অতলে।
এই যে হাসির নাহিক ক্ষয়,
হ'য়ে আছি চিরবিজয়,

রতি ।— এ যৌবনে নাহিক জরা
নাইক এর লয় বিলয় ;
মদন ।— এ মোহ কি মদিরা ভরা,
বর্ষে অবিশ্রান্ত ধারা,
উভয়ে ।— লয় বিলয়ের সাক্ষী এরা,
কখন কি হয় কার ভালে ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বদরি পর্ব্বত—নারায়ণ ঋষির আশ্রম সম্মুখ ।

চট্টরাজের প্রবেশ ।

চট্টরাজ । ধাঁধাঁ বাবা—বিষম ধাঁধাঁ ! ও সব ফাঁকি—সব ফাঁকি ! ভেবেছিলাম এক আধটা বিদ্যে মেরে নেওয়া যাবে, জায়গা বুঝে বস্‌তে পারলেই একেবারে মঠধারী । তা ছাই কি একটা জলপড়াও শেখালে, না একটা জড়ি বুটিও শিখ্‌তে পারলাম ! এই যে কত বশীকরণ-মন্ত্রের কথা শুনেছি, সিন্দুরের টিপ্‌টি যেই ছুঁইয়েছ, অমনি ছুঁড়ীগুলো গুড়-গুড় ক'রে পেছনে পেছনে ঘুরতে লাগ্‌লো । কিছু নয়—কিছু নয়, কেবল ফল খাওয়া আর জটা রাখা । জটায় তো যেমো গন্ধে ভূত পালায় । তারপর উকুন, সারারাত চুল্‌কে মরি । সব বৃথা হ'লো বাবা, সব বৃথা হ'লো ! শুকিয়ে আম্‌সি হ'য়ে গেলাম,—শুধু অনাহার—উপবাস । কোথায় ভেবেছিলাম, মাল্‌পো লুস্‌বো আর ঘি আটার শ্রাদ্ধ করবো ; দু'দিনে ভুঁড়িটে

বাগিয়ে নিয়ে একটা মোহান্ত হ'য়ে বস্‌বো। তারপর অম্লশূল অর্শের ওষুধ ঝাড়্‌তে পার্‌লেই একেবারে বড়লোক। কিছু না বাবা, কিছু না—কেবল গুরুসেবা। যাই, প্রভু এখনই স্নান ক'রে এসে তপে বস্‌বেন, ত্রুটি হ'লেই ভস্ম! কি বিপদেই পড়েছি বাবা! এ সাপের ছুঁচো গেলা হয়েছে।

[প্রস্থান।

নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। খণ্ডন—খণ্ডন,—
শুধু তর্ক—শুধু যুক্তি,
যুক্তির সংগ্রাম শুধু।
ক্লান্ত মন—স্তব্ধ চিন্তাশক্তি,
ভ্রান্তি শুধু পদে পদে।
কে আমি? ঈশ্বর বা কে?
কি সম্বন্ধ আত্মা সনে তাঁর?
লুপ্ত চিন্তাশক্তি,—
মুক্তি কিসে পাবে জীব?
ধ্যান—ধ্যান—
ধ্যানে হয় জ্ঞানের বিকাশ,
আলোক প্রকাশ;
সত্য মিথ্যা হইবে নির্ণয়।
নির্ণয়? নির্ণয় কি আছে কিছু?
আসে যায় স্বপ্ন সম;
স্বপ্ন এই বিশ্ব-সৃষ্টি।

উন্মাদ এ সৃষ্টির প্রবাহ,
বন্ধনবিহীন ধারা ;
ভ্রান্তিভরা সৃষ্টি—ভ্রান্তি জ্ঞান।
না—না, জ্ঞান সত্য ;
জ্ঞানে হয় আত্মার বিকাশ,
জ্ঞানে হয় বিশ্বের প্রকাশ,
লয়হীন অনন্ত অক্ষয়।
আছে—আছে সত্য পথ,
ধ্যান-ধারণায় প্রস্ফুটিত হয় হৃদে,
বোঝে জীব সত্য মিথ্যা।
ধ্যান—ধ্যান—শুধু ধ্যান !

[প্রস্থান।

মদন ও রতিসহ ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। হের ঐ অদূর কুটিরে,
যোগমগ্ন ঋষি নারায়ণ ;
মুগ্ধ করি গীতের ঝঙ্কারে
ভোগ-লিপ্সা তার জাগাও হৃদয়ে ;
স্বর্গ-বাঞ্ছা চূর্ণ হোক্ জনমের মত।

মদন। কোন চিন্তা নাই দেবরাজ !
দেখ, অঘটন সৃষ্টি করি
মুহূর্ত্তের মাঝে।
এস—এস মম সঙ্গিনীনিচয় !
তপস্বীর তপ ব্রত ভঙ্গ কর আজি।

গীতকণ্ঠে অপ্সরীগণের প্রবেশ।

অপ্সরীগণ।—

গীত।

পুলকভরা প্রাণ নিয়ে সই,
গাও ভুবনভরা গান।
আজ শুক্‌নো মাটি রসাল হবে,
বইবে শ্রাবণ-ধারার বান।
পাপিয়া ডাক্‌বে পিয়া,
কোকিলের প্রাণমাতানো স্বর,
মাতাল হাওয়ার সুখের পরশ
কর্‌বে আজ সকল ব্রত চূর;
বাসনার জাগরণ আজ
লালসার ললিত মোহন তান,
কে রাখ্‌বি গরব রাখ্‌ দেখি আর,
হবে গরবের অবসান।

ইন্দ্র। অতীব বিস্ময় হে অনঙ্গদেব!
রোমাঞ্চিত নাহি হ'লো ঋষিদেহ,
স্থবির প্রস্তর সম!
কি হবে উপায় কামদেব?
ইন্দ্রপদ বুঝি মম যায়

মদন। চিন্তা ত্যজ হে রাজন্‌!
অবশ্য অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে তোমার।
এই পুষ্পশর ভূলোকে দ্যুলোকে
প্রলয় আনিতে পারে।

তুচ্ছ ঋষি নারায়ণ!
কম্পিত যে শরে যোগেশ্বর মহেশ্বর,
কামোন্মত্ত হ'য়ে
ছুটিলা হিমাদ্রীসুতা গৌরীর পশ্চাতে।
তুচ্ছ নর—কত তপোবল!
করিনু সন্ধান,
হের শর কি করে আমার?

মদন ও রতি।—

গীত।

মদন।— (আজি) পাষাণ গলিয়ে দেবো এই ফুলবাণে,
রতি।— ফোটাবো প্রেমের ফুল মরুময় প্রাণে।
মদন।— জাগাইব আমি আকুল আশা,
রতি।— আমি ঢেলে দেবো প্রাণে ভালবাসা,
উভয়ে।—জপ, তপ যাবে ভেসে হাসিভরা গানে।
মদন।— আলোকে উঠিবে শিহরি,
রতি।— পড়িবে ঝাঁপিয়া সকল পাসরি,
উভয়ে।—মেতে রবে কামিনীর মুখসুধাপানে।

[শর সন্ধান]

মদন। হের দেবরাজ!
অচিরে হইবে পূর্ণ মনস্কাম তব।

[মদন ও রতির প্রস্থান।

ইন্দ্র। একি হেরি অতীব অদ্ভুত!
ঋষি-উরু ভেদি
আশ্চর্য্য নারীর এক হ'লো অভ্যুদয়!

ঋষি-উরু-রক্ত মধ্য হ'তে,
রক্ত কমলের সম
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব এক নারীর বিকাশ!
উরু ভেদি জন্ম রমণীর
শোনে নাই দেব নর কোন দিন।
দেখ—দেখ কিবা অপূর্ব্ব রূপসী!
মরি মরি সুচারুনয়না,
সুকেশিনী চম্পকবরণা,
নধর অধর,
দেবলোকে নাহি হেন রূপ।
তুচ্ছ স্বর্গ, তুচ্ছ ইন্দ্রত্ব আমার,
হেন নারী অধিকারে নাহি যদি পাই।
যাক্ স্বর্গ, যাক্ রাজ্য,
হই আমি দীন হীন পথের কাঙ্গাল,
লব ঋষিপদে
ভিক্ষা মাগি এ নারী-রতন;
নহে বিড়ম্বনা জীবনধারণ।

উর্ব্বশীসহ নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। কে এ?—দেবরাজ!
সঙ্গে ল'য়ে স্বর্গ-বিদ্যাধরীগণে
অভ্যাগতরূপে আজি
উপনীত কুটীরে আমার!
মহাভাগ্য মোর।

কর ক্ষোভ পরিহার,
লহ এই রমণী-রতন,—
মম উরু হ'তে সৃষ্টা নারী,
নাম এর উর্ব্বশী সুন্দরী—
স্বর্গের গৌরব তব করুক্ বর্দ্ধন।

উর্ব্বশী। একি কহ পিতা!
করেছিনু আশা,
তব পদ পূজা করি
সার্থক করিব মম এ হীন জীবন;
তা হ'তে আমায় করিয়া বঞ্চিতা,
বিলাসিনী করি পাঠাইছ স্বর্গপুরে!
পিতা! পিতা!—

নারায়ণ। দুঃখ নাহি কর বৎসে!
জন্ম পুষ্পশর হ'তে,
মজ্জাগত তব লালসা কামনা।
তবু তুমি ভাগ্যবতী,
স্বর্গে তব হবে স্থান।
আশীর্ব্বাদ করি,
দেবস্পর্শে ঘটুক্ প্রালব্ধ ভোগ;
উচ্চ কার্য্যে উচ্চ জন্ম পুনঃ হবে তব।
এস দেবরাজ!
আতিথ্যে ধন্য কর আশ্রম আমার।

ইন্দ্র। প্রভু! দেব!
বুঝি নাই মহত্ত্ব তোমার।

ভেবেছিনু হীন কামনার বশে,
চাহ বুঝি তপোবলে ইন্দ্রত্ব আমার।
নিজ মনোভাব দিয়া চিনেছি তোমারে,
ক্ষমা কর ঋষিবর!
অজ্ঞানের অপরাধ।

নারায়ণ। কোন অপরাধ নাই দেবরাজ!
কাম্য সৃষ্টি কামপূর্ণ এই ত্রিভুবন,
আকিঞ্চনহীন নহে কোন জন।
কেহ চায় স্বর্গ, নারী, বিষয়-বৈভব,
কেহ চায় নারায়ণপদসেবা;
কেহ চায় জ্ঞানচর্চ্চা নিয়ে
জীবন উৎসর্গ করে।
কামনা সবার, কেবল প্রকারভেদ।

ইন্দ্র। প্রভু! অজ্ঞান অধম আমি,
ভুলিয়াছি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মশক্তি কত।
এই সে আশ্রম—বশিষ্ঠের পুণ্যক্ষেত্র,
একদিন মহাবলী রাজা বিশ্বামিত্র
অভ্যাগত রূপে
লক্ষ্য সৈন্য সহ হেথা হ'লে উপনীত,
জানি আমি, কিরূপে মহর্ষি
করিলেন সম্বর্দ্ধনা তাঁর?
দেখিতে দেখিতে গভীর অরণ্যে,
যোগবলে মুহূর্ত্তের মাঝে,
বাসহেতু নৃপতির

সুরম্য প্রাসাদ এক হইল রচিত
সহ লক্ষ সেনানী-নিবাস ;
স্তম্ভিত বিস্মিত ভূপ
হেরি এই অপূর্ব্ব ঘটনা।
করযোড়ে মুনিবরে জিজ্ঞাসিলা রাজা,—
"কোন্ শক্তিবলে শক্তিমান্ তুমি মুনি,
রাজশক্তি তুচ্ছ তার কাছে ?"
কহিলেন মুনিবর,—
"হোম-ধেনু গৃহে মোর,
কামনাপূরণ মম গোমাতা-কৃপায় ।"
ধেনু তরে লিপ্সা প্রাণে জাগিল রাজার,
বাধিল ভীষণ রণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে ;
ছারখার ব্রহ্মতেজে ক্ষত্রিয়ের বল,
পরাজিত ক্ষত্রিয়মণ্ডলী।
ভিখারী অধম রাজা,
রাজশক্তি তুচ্ছ ভাবি মনে
তপ করে ব্রহ্মশক্তি হেতু।
জানি দেব ! ঋষির গৌরব,
তপস্বী ঈশ্বররূপী, ত্রিলোকপূজিত।

নারায়ণ। দেবরাজ ! তুষ্ট আমি বিনয়ে তোমার।
তুষ্ট কর আজি,
আতিথ্য আমার করিয়া গ্রহণ।
অভ্যাগত নারায়ণ শাস্ত্রের বচন,
অতিথি সন্তুষ্ট হ'লে তুষ্ট নারায়ণ।

অতিথি বিমুখ গৃহে যার,
যাগ, যোগ, দান, ধর্ম্ম আদি
সকলি বিফল তার বিফল জীবন ।
এস, পূর্ণ কর আগে বাসনা আমার,
তারপর ল'য়ে উর্ব্বশীরে
স্বর্গপুরে করহ গমন ।

ইন্দ্র । যথা আজ্ঞা দেব !
অতি স্নেহ অধম জনের প্রতি তব ।

[ইন্দ্র ও নারায়ণের প্রস্থান ।

অপ্সরীগণ ।—

গীত ।

এ নারী হেরে নারীদেরই চোখ্ ফেরান দায়, (সই)
এ ভুবনভরা রূপের আলো, ত্রিদিব ভুলে যায় ।
এ বেণী ভুজঙ্গিনী,
আঁখি হেরে কুরঙ্গিনী লাজে বনেতে লুকায়,
তরঙ্গিনী অঙ্গে খেলে, চপলা লোটে পায় ।

[উর্ব্বশীকে লইয়া প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

দৈত্যরাজ-ভবন।

শুক্রাচার্য্য, কেশীধ্বজ ও সঙ্গ।

কেশীধ্বজ। নিতান্ত অসহ্য ইহা!
দুই ভগ্নী,—দিতি ও অদিতি,
একই কশ্যপ মুনি ভর্ত্তা উভয়ের,
অদিতি-নন্দন দেবতামণ্ডলী
জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন স্বর্গ-অধিকারী।
উচ্চৈঃশ্রবাঃ, ঐরাবত, পারিজাত ফুল,
নৃত্যগীত-পটিয়সী সুন্দরী ললনা
স্বর্গ-বিদ্যাধরীগণ ভোগ্য তাহাদের ;
দিতিসুত দৈত্য মোরা,
জরা-মৃত্যুযুত অশান্তি-নিলয়
মর-রাজ্যে করি বাস।
কিসে মোরা হীন তাহাদের কাছে?
শাস্ত্রমত অর্দ্ধ স্বর্গ প্রাপ্য আমাদের ;
ন্যায্য অংশ
অবশ্য জীবনপণে করিব গ্রহণ।
গুরুদেব! করুন ব্যবস্থা তার।

শুক্রাচার্য্য। শুন বৎস!
বৃথা ক্ষোভ বাড়ায় সন্তাপ শুধু,
ঘৃণ্য পথে করয়ে চালিত ;

দ্বেষ, হিংসা সহচর তার ডুবায় নরকে,
জ্বলে জীব অহর্নিশ।

সঙ্গ। অবিচার নহে কি এ প্রভু ?
দেবাসুর মিলি মথিনু সমুদ্র,
শ্রেষ্ঠ বস্তু যাহা হ'লো আহরণ,
দেবতার ভোগ্য হ'লো তাহা ;
সুধা হ'তেও বঞ্চিত দৈত্যগণ—
দেবতা অমর, মরণ-অধীন মোরা।
অবিচার—অবিচার সব,
অসহ্য এ অত্যাচার !

শুক্রাচার্য্য। বৎসগণ ! কর ক্ষোভ পরিহার।
হীন প্রবৃত্তির বশে
নারী-মোহে উন্মত্ত হইয়া
না বুঝিলে বিষ্ণুর ছলনা ;
হেরি তাঁর ছদ্ম মোহিনী মূরতি,
আত্ম-দ্বন্দ্বে মত্ত হ'য়ে হারাইলে অবসর,
সুধালাভ দেবভাগ্যে হ'লো,—
তাহে দোষী নহি দেবতামণ্ডলী।

কেশীধ্বজ। ক্ষমা কর প্রভু !
চিরদিন তব প্রিয় দেবগণ ;
শত দোষে দোষী তারা,
তবু দোষারোপ কর আমাদের প'রে।
না জানি কি দোষে মোরা দোষী শ্রীচরণে,
তাই এ অকৃপা দৈত্যগণ প্রতি।

শুক্রাচার্য্য। ভুল বৎস!
অতি প্রিয় তোমরা আমার।
সদা বাঞ্ছা মোর,
সর্ব্বরূপে তোমাদিগে
দেবসম করিব গঠিত।
চরিত্র-মহত্ত্বে
দেব'পরে স্থান হবে তোমাদের।
যোগ্য নাহি হ'লে,
যোগ্যতার আধিপত্য
স্থায়ী নাহি হয় কোন দিন।
প্রমাণ দেখহ তার—
কত তপ জপ করি, সহি কত ক্লেশ,
স্বর্গত্বলাভের জীব হয় অধিকারী,
সেই অধিকারচ্যুত হয় নিজ কর্ম্মদোষে;
ভ্রমে মত্ত হয়, ভুলে যায় পূর্ব্ব ক্লেশ,
স্বেচ্ছাচারে, অহঙ্কারে
পাপ বৃদ্ধি করে,
হয় স্বর্গভ্রষ্ট, যায় অনন্ত নিরয়ে।
কত ইন্দ্র, কত চন্দ্র,
বরুণ, পবন কত
দেবত্বের অহঙ্কারে হারাইয়া স্বর্গ,
পুনঃ অন্য লোকে করে বাস।
দেখ, কত ত্রাস
দেবরাজ ইন্দ্রের সতত,

স্বর্গচ্যুত হয় পাছে !
ভ্রম মাত্র হেতু তার।
ভুলেছে দেবত্ব,
গত কর্ম্ম, জপ, তপ,
নিষ্ঠা, শিক্ষা, প্রেম, ভক্তি
ভুলে গেছে সব।
আত্মোৎসর্গ দেবত্ব-লক্ষণ,
ভুলিয়াছে তাহা।
মায়া, মোহ, ভ্রান্তিবশে
শোক, দুঃখে কাতর চঞ্চল,
এবে অমরত্ব
বিড়ম্বনা মাত্র দেবতার।
নহে হেন ত্রাস
সম্ভব কি হ'তো কভু ?
দৈত্যত্রাসে ভীত হ'তো দেবগণ।

কেশীধ্বজ। তবু দেব অমর তাহারা ;
ক্ষয় নাহি তাহাদের।
মর এ দানবকুল,
জনবল ক্ষয়ে দুর্ব্বল সতত।
প্রভু ! করহ বিধান তার,
নহে স্বর্গলাভ দৈত্যভাগ্যে
সম্ভব না হবে কদাচন।

শুক্রাচার্য্য। চিন্তা নাহি রাজা কর সে কারণ।
যাবো আমি কঠোর তপস্যা হেতু

দূর বনে বহুদিন তরে,
মৃত-সঞ্জিবনী-সুধা করিব সৃজন ;
দৈত্যগণ মৃত্যুরে করিবে জয়,
সমবলী হবে দেবসনে।
আসি তবে বৎস !

কেশীধ্বজ। প্রণাম চরণে দেব !

[শুক্রাচার্য্যকে প্রণাম করণ]

শুক্রাচার্য্য। মঙ্গল হউক্ তোমাদের।

[প্রস্থান।

কেশীধ্বজ। অতীব কঠোর এই ঋষি,
কঠোর শাসন এঁর,
সাধ্য নাহি এক চুল করিতে অন্যথা ;
সময়েতে ধৈর্য্যচ্যুতি করে আনয়ন।

সঙ্গ। সত্য মহারাজ !
সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকা,
একি লাগে ভাল ?
এস—এস, কোথায় সুন্দরীগণ !
নৃত্য-গীতে দৈত্যপুরী কর আমোদিত।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

এসেছি তোমারে বঁধু সঁপিতে নবীন পরাণখানি ;
ঠেলো না চরণে, মরিব পরাণে, মোরা অবলা রমণী।

প্রেমের সাগর উঠেছে ছাপিয়া, লহরে লহরে চলেছি ভাসিয়া,
বাজিছে হৃদয়ে মধুর তান, শিহরে আবেশে নারী-পরাণ,
আজি গগণে গহনে মিলন-গান, পিয়াসা-ব্যাকুল পরাণী।

সঙ্গ। উত্তম! উত্তম!
যাও সবে বিশ্রাম-আগারে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

শুন দৈত্যপতি!
স্বর্গে চর আমি করেছি প্রেরণ,
দেবতারা সংগ্রহ করেছে এক
অপূর্ব্ব রতন;
তুচ্ছ তার কাছে সুধা,
তুচ্ছ পারিজাত,—
উর্ব্বশী তাহার নাম;
স্বর্গের সৌন্দর্য্যরাশি করিয়া সমষ্টি
হইয়াছে সৃষ্টি রমণীর;
স্বর্গ-বিদ্যাধরী পরাজিত রূপে তার।
হেন নারী অধিকারে নাহি যার,
বৃথা জন্ম তার,
বৃথা এই রাজ-সিংহাসন।

চরের প্রবেশ।

সঙ্গ। কি সংবাদ চর?

চর। অতি সুসংবাদ প্রভু! কুবের-ভবনে উর্ব্বশী, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরীগণ নৃত্য-গীতের জন্য গমন করেছে; তারা না কি মর্ত্ত্যলোকেও

ভ্রমণ করতে আসবে। এ সুযোগে উর্ব্বশী-হরণ অতি সহজেই সম্পন্ন হবে।

কেশীধ্বজ। উত্তম সংবাদ; যাও, তুমি বিশ্রাম কর গে। [চরের প্রস্থান] চল সঙ্গ! আমরা এখন উর্ব্বশী-হরণের উদ্যোগ দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

তপোবন।

পুলস্ত্যের প্রবেশ।

পুলস্ত্য। আজ ক্ষত্রিয়নিধন-যজ্ঞ করবো। যে ব্রাহ্মণের তপ-যজ্ঞের উপর জগতের শুভাশুভ ন্যস্ত, যাদের রক্ষার জন্য এ যাবৎ পৃথিবীর কত ক্ষত্রিয় রাজা অম্লানবদনে রাজ্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন, স্বয়ং নারায়ণ পর্য্যন্ত যাদের সম্মানবর্দ্ধনের জন্য যুগে যুগে ধরণীতে অবতীর্ণ হন, পৃথিবীতে এত ক্ষত্রিয় থাকতে দুরন্ত দৈত্যের অত্যাচারে তাদের যদি জপ-তপহীন হ'তে হয়—যদি ব্রহ্মত্ব হারাতে হয়, তবে সে ক্ষত্রিয়ের জগতে প্রয়োজন কি? সব ক্ষত্রিয় পৃথিবী হ'তে লুপ্ত হ'য়ে যাক্, আবার ব্রহ্মতেজ জ্ব'লে উঠুক্, ব্রাহ্মণ স্বশক্তিতে নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করতে শিক্ষা করুক্।

সবেগে জনৈক ঋষির প্রবেশ।

ঋষি। মহাভাগ! একদল দৈত্য আমাদের আশ্রমে প্রবেশ ক'রে যজ্ঞীয় অগ্নিকুণ্ডে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করছে। প্রভু! প্রভু! কোথায়

যাবো ? কোথায় গিয়ে ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখ্‌বো ? নিত্য জপ, তপ এবং হোম ব্যতীত ব্রাহ্মণের জলগ্রহণ নিষিদ্ধ ; আজ সপ্ত দিবস দুষ্ট দৈত্যের অত্যাচারে তপ-জপ বন্ধ,—আমরা অনশনে রয়েছি। দেব! ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব কি আর রক্ষা হবে না ?

বুকে বাণবিদ্ধ জনৈক ঋষিকুমারের প্রবেশ।

ঋষিকুমার। গুরুদেব ! গুরুদেব ! ক্ষমা কর ; তোমার পূজার পুষ্পচয়ন কর্‌তে পার্‌লাম না। দুষ্ট দৈত্যের গুপ্ত শরাঘাতে আমার হৃৎ-পিণ্ড ছিন্ন হ'য়ে গেছে। প্রভু ! নারায়ণ —উঃ—[মৃত্যু]

পুলস্ত্য। ওঃ ! কি অত্যাচার ! আর সহ্য হয় না ! পুণ্ডরীক ! পুণ্ডরীক ! শীঘ্র যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত কর ; আমি এখনই সমস্ত ক্ষত্রিয়কে বিনাশ কর্‌বো। [ঋষির যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করণ।] ওঁ ক্ষত্রিয়নিধনায়—[হবিঃ উত্তোলন]

সবেগে পুরূরবার প্রবেশ।

পুরূরবা। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ঋষিবর ! ক্ষত্রিয়নিধন-যজ্ঞ হ'তে নিবৃত্ত হোন।

পুলস্ত্য। কে তুমি ক্ষত্রিয়, চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবা ? দেখ—দেখ, তোমার কীর্ত্তি দেখ ; তোমার শাসনগুণে ব্রহ্মরক্তপাত দেখ—আর সেই সঙ্গে দেখ, অপদার্থ ক্ষত্রিয়বংশ মুহূর্ত্তে কেমন ক'রে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ওঁ ক্ষত্রিয়নিধনায় ইদম্ হবিঃ—[যজ্ঞকুণ্ডে হবিঃ প্রদান করিতে উদ্যত।]

পুরূরবা। ক্রোধ সম্বরণ করুন দেব ! আমি এখনই এর বিহিত কর্‌বো। দৈত্যবংশধ্বংসই আজ হ'তে আমার প্রতিজ্ঞা। এই পুরূরবার নিষ্কোষিত অসি দৈত্যকুলনাশ ব্যতীত কোষবদ্ধ হবে না।

পুলস্ত্য। সন্তুষ্ট হ'লাম রাজা! এখনও দেখ্‌ছি ক্ষাত্রবীর্য্য বর্ত্তমান। আমি এই হবিঃ ক্ষত্রিয়নিধনের পরিবর্ত্তে ক্ষত্রিয়ের বলবীর্য্যবর্দ্ধনের জন্য বৈশ্বানরবদনে আহুতি প্রদান কর্‌লাম। [যজ্ঞে হবিঃ প্রদান]

পুরূরবা। আশীর্ব্বাদ করুন প্রভু! ক্ষত্রিয়ের বাহু লৌহবৎ দৃঢ় হোক্‌, অসিতে বিদ্যুৎশক্তি প্রকাশিত হোক্‌, দেহে শত মাতঙ্গের বল আসুক্‌।

পুলস্ত্য। তথাস্তু রাজন্‌! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি জয়শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে ক্ষত্রকুলের গৌরব বর্দ্ধন কর।

[পুরূরবা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আশীর্ব্বাদীয় নির্ম্মাল্যহস্তে মুনিকুমারগণের প্রবেশ।

মুনিকুমারগণ।—

গীত।

লহ আশিস্‌ কর গ্রহণ।
মঙ্গলময়ি, মঙ্গল করে মঙ্গল কর বরিষণ।
দেহ তেজঃপুঞ্জ প্রদীপ্ত তপন, অতুল শকতি সাগর পবন,
অরাতিদলনে, আশ্রিতরক্ষণে অভয় দেহ ভয়-বারণ।
বিজয়-শঙ্খ উঠুক বাজিয়া, স্বরগ মর্ত্ত্য বিমান জুড়িয়া,
সুযশঃ-সৌরভে মহত্ত্ব-গৌরবে, হউক্‌ মুগ্ধ বিশ্বভুবন।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে উর্ব্বশী। কে আছ শক্তিমান! রক্ষা কর—অবলার মান-মর্য্যাদা বাঁচাও; স্বর্গের অপ্সরী দৈত্যকরে লাঞ্ছিতা হ'চ্ছে!

পুরূরবা। ওকি—ওকি! সারথি! সারথি! শীঘ্র আমার রথ প্রস্তুত কর। ঐ—ঐ দুষ্ট দৈত্য নারীহরণ কর্‌বার জন্য ছুটে চলেছে; এখনই তার পশ্চাদ্ধাবন কর্‌তে হবে। [প্রস্থানোদ্যত]

তিলোত্তমার প্রবেশ।

তিলোত্তমা। রক্ষা কর—রক্ষা কর—কে কোথায় আছ, রক্ষা কর। দুষ্ট কেশীদৈত্য আমার প্রিয়সখি উর্ব্বশীকে হরণ কর্‌তে যাচ্ছে, তাকে উদ্ধার কর।

পুরূরবা। কে তুমি ললনে! বিবরিয়া কহ মোরে?
চন্দ্রবংশরাজ পুরূরবা আমি,
সম্মুখে আমার রমণীনিগ্রহ
পারিবে না ঘটিতে কখন।
ভয় নাই, বল ত্বরা—
এখনই দুষ্ট দৈত্যে করিয়া নিধন,
উদ্ধারিব সখিরে তোমার।

তিলোত্তমা। মহারাজ! আমরা স্বর্গ-বিদ্যাধরী, আমার নাম তিলোত্তমা। আমরা কুবের-ভবনে নিমন্ত্রিতা হ'য়ে নৃত্য-গীতের জন্য গিয়েছিলাম। আমাদের প্রিয়সখি উর্ব্বশীও সঙ্গে ছিল। সেখান হ'তে ফের্‌বার সময় নাট্যাচার্য্য ভরতের আদেশে আমরা মর্ত্ত্যভ্রমণের জন্য এসেছিলাম। পথে বিমান-রথ হ'তে মর্ত্ত্যলোকে অবতরণকালে দুষ্ট কেশী-দৈত্য আমাদিগে আক্রমণ ক'রে আমাদের প্রিয়সখি উর্ব্বশীকে হরণ কর্‌তে যাচ্ছে। মহারাজ! মহারাজ! রক্ষা করুন; আমাদের সখি উর্ব্বশীকে দৈত্যকবল হ'তে উদ্ধার করুন।

পুরূরবা। পুরূরবার জীবন থাক্‌তে কখন নারী-নিগ্রহ হ'তে পার্‌বে না। ভয় নাই, আমি এখনই তোমার সখি উর্ব্বশীকে উদ্ধার কর্‌বো।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

উপত্যকা।

সবেগে উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উর্ব্বশী। কোথা যাই—কোথা যাই?
দুষ্ট দৈত্য রক্তপ্রিয় শার্দ্দূলের মত
ফিরিছে পশ্চাতে মোর;
সব দৈত্য-সৈন্য ঘিরেছে আমায়,
কোন পথে করি পলায়ন?
হায় রে!
স্বর্গ-বিদ্যাধরী আমি—ইন্দ্রের উর্ব্বশী,
বিপাকে পড়িয়া মর্ত্ত্যে,
নিঃসহায়া দৈত্যকরে হতেছি লাঞ্ছিতা!
রক্ষিতে আমারে কেহ নাহি কি ধরায়?
ইন্দ্রের উর্ব্বশী হ'য়ে
ভোগ্যা হবো হীন দানবের?
ওই—ওই আসিছে পামর,
কোথা যাই—
কেমনে লাঞ্ছনা হ'তে পাই পরিত্রাণ!

[প্রস্থান।

দ্রুত কেশীধ্বজের প্রবেশ।

কেশীধ্বজ। ওই—ওই যে উর্ব্বশী!

মরি মরি ধরায় ফুটেছে ফুল,
পারিজাত যেন ভূমিতলে !
লঘু-ভঙ্গী—কি বিচিত্র গতি !
প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে
লাবণ্যের অপূর্ব্ব বিকাশ।
অরুণলাঞ্ছিত পদতল,
আহা ! কত ব্যথা
লাগে যেন কর্কশ ভূমিতে ।
কোথা যাও—কোথা যাও
নয়ন-আনন্দময়ি ?
হৃদে তুলে রাখি,
বুক হ'তে নামাবো না কভু ।
নন্দনের ফুলহার সযত্নে পরিব কণ্ঠে,
দাস হ'য়ে রবো চিরদিন ।

[প্রস্থান ।

উর্ব্বশীর পুনঃ প্রবেশ ।

উর্ব্বশী । এখনও দুষ্ট ত্যজিল না পশ্চাৎ আমার,
ছুটিতেছে অবিরাম পবনগতিতে ।
বন, উপবন, পর্ব্বত, প্রান্তর,
যথা যাই আমি,
সেই দিকে দৈত্যপতি হতেছে ধাবিত ;
কোথা যাই—কি করি উপায় ?

[প্রস্থান ।

কেশীধ্বজের পুনঃ প্রবেশ ।

কেশীধ্বজ । কোথা যাও—কোথা যাও ?
ক্ষণেক দাঁড়াও,
পলকে প্রলয় হেরি অদর্শনে তব ;
এ যেমন রৌদ্র মেঘে লুকোচুরি খেলা ।
খেল—খেল বিধুমুখি !
অবিশ্রান্ত জীবন ব্যাপিয়া,
চলুক্ এ লুকোচুরি খেলা ।

[প্রস্থান ।

উর্ব্বশীর পুনঃ প্রবেশ ।

উর্ব্বশী । [প্রবেশ করিতে করিতে]
উঃ—কণ্টক বিঁধিল পায় !
[ভূতলে উপবেশন]
নিরুপায়—নিরুপায় এবে ;
স্বর্গের অপ্সরী, হীন দানবের করে
আজি তার এ হেন লাঞ্ছনা !

কেশীধ্বজের দ্রুত প্রবেশ ।

কেশীধ্বজ । ভয় কি সুন্দরি ! [উর্ব্বশীর হস্তধারণ]
দন্ত দিয়ে তুলে দেবো
রাতুল চরণে বিদ্ধ নির্দ্দয় কণ্টকে ।

উর্ব্বশী । ছাড়—ছাড়,
হীনস্পর্শে কলঙ্কিত ক'রো না শরীর !

কে আছ কোথায়,
এস—এস, রক্ষা কর অবলা নারীরে ।

কেশীধ্বজ । যত পার নারি !
উচ্চকণ্ঠে তুলিয়া ঝঙ্কার,
সুললিত স্বরে মুখরিত কর বনভূমি ;
নব সুরে নবীন কাকলিভ্রমে
শাখে শাখে গাক্ পিকরাজ ;
হোক্ বনভূমে বসন্তের সমাগম ।
বক্ষে ধরি তোমারে সুন্দরি !
মর্য্যাদা রাখিব আজ অনঙ্গদেবের ।

উর্ব্বশী । আরে আরে কদাচারী হীনপ্রাণ !
নারীর সম্মান কি বুঝিবি তুই ?
কমল-গৌরব বোঝে কিরে মত্ত করী ?
হীন তুই, তাই হেন হীন সাধ ।
আর্ত্তা নারীরক্ষা পুরুষ-কর্ত্তব্য—
বীরের গৌরব ;
সে কর্ত্তব্য কোথায় শিখিবি তুই ?
বর্ব্বর ! বর্ব্বারাচার শিখেছিস্ তাই ।

কেশীধ্বজ । বুঝিয়াছি এতক্ষণে,
ভোল নাই জাতীয় স্বভাব তব ।
প্রাণহীনা বারাঙ্গনা !
প্রেমিকের প্রাণের বেদনা
কেমনে বুঝিবি তুই ?
শিখেছিস্ কপট মধুর হাসি ।

চিকণ ফণিনি ! বিষভরা জাতি তুই ;
যোগ্য ব্যবহার পাবি মোর কাছে ।
চল্ দুষ্টা ! কেশ বাঁধি রথচক্রে
ঘুরাইব ত্রিভুবন,
রক্তাক্ত হইবে কলেবর রথের ঘর্ষণে ।
হেরি তোর বিভৎস শরীর,
কল্পনায় আনিবে না কেহ,
ছিল তোর একদিন
প্রফুল্ল আনন সুচারু নয়ন,
বিমোহিত যাহে হ'তো স্বর্গপুরী ।
[উর্ব্বশীর কেশাকর্ষণ]

উর্ব্বশী । উঃ—উঃ—
হীন দৈত্য কেশস্পর্শ করে মোর !
নাই কি জীবিত কেহ এই ধরাধামে ?
লাঞ্ছিতা রমণীরক্ষা তরে,
কেহ নাহি হয় অগ্রসর !
বীরশূন্যা হয়েছে কি বসুন্ধরা ?

দ্রুত পুরূরবার প্রবেশ ।

পুরূরবা । বীরশূন্যা হয় নাই বসুন্ধরা ।
ভয় নাই—ভয় নাই নারি !
চন্দ্রবংশ-রাজা
পুরূরবা থাকিতে জীবিত,
রমণী-নিগ্রহ অসম্ভব রাজ্যে তার ।

[কেশীধ্বজের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে ছাড়াইয়া]
আরে দুষ্ট দুরাচার !
রমণীর কর অপমান ?
উপযুক্ত দণ্ড দিব তোমা।

কেশীধ্বজ। কে তুমি মানব,
অতি স্পর্দ্ধা দেখি তব ?
জান তুমি, আমি কেবা ?
শোন নি কি দৈত্যপতি কেশীধ্বজ নাম—
নামে যার কাঁপে ত্রিভুবন ?
ক্ষুদ্র নর তুমি, কোন্ বলে হ'য়ে বলী
স্পর্দ্ধিত বচন কহ মোরে ?
শীঘ্র পড়ি চরণে আমার
ক্ষমা-ভিক্ষা কর নরাধম !
নহে জেনো স্থির,
শমন স্মরণ তোমা করেছে নিশ্চিত।

পুরূরবা। রুদ্ধ কর বৃথা দম্ভ দুরাচার !

কেশীধ্বজ। দেখ্ তবে কত তীক্ষ্ণ অসি মোর।

[উভয়ের যুদ্ধ ও কেশীধ্বজের পলায়ন।]

পুরূরবা। কোথা যাস্ ভীরু কাপুরুষ ?

[পশ্চাদ্ধাবনোদ্যোগ]

উর্ব্বশী। [বাধা দিয়া]
প্রাণভয়ে ভীরু করে পলায়ন,
বৃথা তার পশ্চাৎধাবন।
যেই জন রণে করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন,

আঘাত নিষেধ তারে ;
ত্যাগ কর ভীরুরে রাজন্!

পুরূরবা। [স্বগত] আহা!
মরি মরি কি কটাক্ষ ছল-ছল,
গদ-গদ কণ্ঠভাষ,
লজ্জা-নম্র কৃতজ্ঞ বদনখানি!
[প্রকাশ্যে] ভদ্রে!
ধন্য আজি আমি,—
সামান্য কার্য্যেতে তব লাগিয়াছে দীন।

উর্ব্বশী। হে রাজন্!
ভাষা নাহি জানি, ক্ষুদ্রা নারী—
কেমনে এ কৃতজ্ঞতা করিব প্রকাশ?
জেনো স্থির,
চিরঋণী দাসী তব কাছে।

তিলোত্তমাসহ অপ্সরীগণের প্রবেশ।

তিলোত্তমা। এই যে সখি আমাদের নিরাপদ হয়েছেন!

উর্ব্বশী। এই বীর পুরুষের বীরবাহু আজ এ রমণীকে লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

তিলোত্তমা। মহারাজ পুরূরবা! আমরা সকলেই আপনার নিকট কৃতজ্ঞা।

উর্ব্বশী। সখি! আমাদের নূতন নাটক অভিনয় দর্শনের জন্য মহারাজকে নিমন্ত্রণ কর।

তিলোত্তমা। মহারাজ! নাট্যাচার্য্য ভরতের নব অনুষ্ঠান অনুযায়ী

স্বর্গপুরীতে এক বিচিত্র নবীন নাট্যশালা প্রস্তুত হ'চ্ছে। আমাদের সখি এই অপূর্ব্ব নাট্যাভিনয় দর্শনের জন্য আপনাকে নিমন্ত্রণ করছেন। মহারাজ কি আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে আনন্দ বর্দ্ধন করবেন ?

পুরূরবা। আমি আনন্দের সহিত তোমাদের সখির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছি। তোমাদের এই আনন্দ-সঙ্গ স্বেচ্ছায় কে প্রত্যাখ্যান করতে চায় ?

উর্ব্বশী। সখিগণ! তোমরা মহারাজকে নাট্যাভিনয় দর্শনের জন্য এখন অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে চল।

অপ্সরীগণ।—

গীত।

চল্ বিমানে—চল্ বিমানে—চল্ বিমানে।
মাটীর দেশের কুটিল হাওয়া বাজবে শেষে পরাণে॥
বহু আয়াসে বাঁচিয়ে মান, দেখো যেন শেষে হারায়ো না প্রাণ,
কেমন যেন এ দেশের টান, কি হবে তা কে জানে।
হাওয়ায় গড়া প্রাণ আমাদের হাওয়ায় মোরা থাকি,
হাওয়ার সনে উড়ে বেড়াই হাওয়ায় বুকে রাখি,
(আমরা) অমর-নারী সুধার ঝারি মত্ত সদা সুধাপানে॥

[গীতান্তে পুরূরবাকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দৈত্য-মন্ত্রণাগার।

কেশীধ্বজ, চণ্ড ও সঙ্গ।

কেশীধ্বজ। ছিঃ-ছিঃ! লজ্জায় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করছে! তুচ্ছ মানবের হস্তে আমায় নিগৃহীত হ'তে হয়েছে। আমার মুখের গ্রাস পুরূরবা বাহুবলে কেড়ে নিয়েছে। এ বাহু ছিন্ন ক'রে আমি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবো। আমার দম্ভ, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সবই মিথ্যা। কি ঘৃণা—কি লজ্জা, দৈত্যপতি হ'য়ে মানবহস্তে নিগৃহীত হয়েছি!

চণ্ড। মহারাজ! ক্ষোভ পরিত্যাগ করুন। জয়-পরাজয় দেব, দৈত্য, নাগ, নর কার নাই বলুন? এতে আক্ষেপের কিছুমাত্র কারণ নাই। নিষ্ফল ক্ষোভে মাত্র আত্মকষ্ট বৃদ্ধি করে। আসুন, কার্য্যে অগ্রসর হই, যাতে ক্ষোভ দূর হয় তার বিধান করি।

কেশীধ্বজ। ঠিক্ বলেছ চণ্ড! বৃথা ক্ষোভ দুর্ব্বলতার লক্ষণ। উর্ব্বশী পুরূরবাকে স্বর্গে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেছে; তার এ দারুণ উপেক্ষা আমি কখনই নীরবে সহ্য করবো না। তোমরা প্রস্তুত হও, আমি স্বর্গ আক্রমণ করবো। রূপগর্ব্বিতা উর্ব্বশীকে দাসী-পদে নিযুক্তা ক'রে তার কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে এ উপেক্ষার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করাবো।

সঙ্গ। আমারও তাতে মতদ্বৈধ নাই মহারাজ! কিন্তু সবই ধীরতার সঙ্গে করা কর্ত্তব্য। দেবতা অমর, তারা বারংবার যুদ্ধে পরাজিত হ'য়েও আবার নববলে বলীয়ান্ হ'য়েই যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়; আমরা রণশ্রান্তিতে অবসাদগ্রস্থ হ'য়ে ক্ষত অঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করি। এ অবস্থায় হঠাৎ স্বর্গ আক্রমণ করলে আমাদের সুফল কিছুই হবে ব'লে বোধ হয় না।

কেশীধ্বজ। তবে কি এই নিষ্ফল আক্রোশ নিয়ে দ'গ্ধে দ'গ্ধে মরতে হবে? না সঙ্গ! তা হবে না; আমি স্বর্গ আক্রমণ করবোই।

চণ্ড। হাঁ মহারাজ! আমরা স্বর্গ আক্রমণ করবোই। পক্ষমধ্যে আমি বিপুল দানববাহিনী সুসজ্জিত ক'রে স্বর্গ-অভিযানের ব্যবস্থা করবো।

নারদের প্রবেশ।

কেশীধ্বজ। আসুন দেবর্ষে! আসতে আজ্ঞা হোক্।

[সকলে নারদকে প্রণাম করিলেন।]

নারদ। কল্যাণ হোক্ তোমাদের।

কেশীধ্বজ। আজ আপনার পুণ্য পাদস্পর্শে দৈত্য-ভবন পবিত্র হ'লো।

চণ্ড। আমাদের প্রতি দেবর্ষির অতীব করুণা।

নারদ। আমার কাছে বাবা সকলেই সমান; কারো প্রতি আমার হিংসা, দ্বেষ নাই। দেব, দৈত্য, নাগ, নর সকলকেই আমি সমানভাবে স্নেহ করি; জগতের কোন জীবের প্রতি আমার সহানুভূতির অভাব নাই, আমি সকলেরই মঙ্গলবাঞ্ছা করি; এ জন্ম সকলে আমাকে কলহ-প্রিয় বলে। বিঘ্ন ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না; কেন না ইষ্ট পথ সর্ব্বদাই বিপদসঙ্কুল। কিন্তু লোকে মনে করে, আমিই বুঝি বিবাদ বাধাই।

সঙ্গ। না প্রভু! আমাদের তা মনে করবার কোন হেতু নাই।

নারদ। একটা সংবাদ তোমায় দিতে এলাম দৈত্যরাজ! পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশী অত্যন্ত আশক্তা হয়েছে, পুরূরবাও তার প্রেমে মুগ্ধ। প্রাণ-হীনা অপ্সরীর মাত্র মুগ্ধ করবার শক্তি আছে, শান্তি প্রদানের শক্তি নাই। অচিরাৎ এ প্রণয়ে মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি হবে। তুমি অতীব ভাগ্যবান, তাই মোহময়ীর মায়াকবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। আমি জানি, পুরূরবার সহিত যুদ্ধে পরাজয়ে তুমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছ; কিন্তু বৎস! দুঃখের কারণ নাই। উর্ব্বশী-হরণ ব্যাপারে সক্ষম হ'লে তুমি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে। এখন ক্ষোভ ত্যাগ ক'রে নিজের গৌরব এবং প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধনের চেষ্টা কর।

কেশীধ্বজ। প্রভু! হীন দানব জরা মৃত্যুর অধীন, তুচ্ছ মানবের নিকট পরাজিত, তার আবার গৌরব, তার আবার প্রতিষ্ঠা কি ঋষিবর?

নারদ। দুঃখ ক'রো না রাজা! তুমি নিজেকে এত হীন মনে করছো কেন? সাধনায় সবই হ'তে পারে, সাধনা দেবত্ব প্রদান করে; তুমিও ইচ্ছা করলে এই ভূলোকেই দ্যুলোকের স্বর্গ সৃষ্টি করতে পার।

কেশীধ্বজ। মর্ত্ত্যে কি স্বর্গ সৃষ্টি হয় প্রভু?

নারদ। কেন হবে না বৎস! এ যাবৎ মর্ত্ত্যধামে কত স্বর্গের সৃষ্টি হয়েছে। মর্ত্ত্য-স্বর্গের কাছে ইন্দ্রের স্বর্গ তুচ্ছ; কেন বৎস! তোমরা সে স্বর্গলাভের জন্য দেহপাত করবে? এই মর্ত্ত্যভূমিকেই স্বর্গে পরিণত কর। এই মর্ত্ত্যধামই নিত্য স্বর্গ-সঙ্গীতে মুখরিত থাকবে, এই মর্ত্ত্য-পুষ্পই পারিজাত হ'য়ে প্রস্ফুটিত হবে, এই গঙ্গাই মন্দাকিনী হবে, এই নরবাসীই অমর হ'য়ে বিচরণ করবে। দেখবে তাতে কত শান্তি—কত আনন্দ!

কেশীধ্বজ। উত্তম প্রভু! আমি এই মর্ত্ত্যধামেই স্বর্গ সৃষ্টি করবো। দেবতারা স্বর্গ সৃষ্টি করেছে, সকলে দেখুক্, দানবেরও স্বর্গ সৃষ্টি করবার শক্তি আছে।

নারদ। তোমার বাক্যে পরম সন্তোষলাভ করলাম। এই তো পুরুষোচিত কথা। আমি জানি, তুমি ইচ্ছা করলে সবই করতে পার। শোন বৎস! স্বর্গ কাকে বলে? নিরবচ্ছিন্ন সুখ এবং অবিমিশ্র আনন্দ যেখানে নিত্য বিরাজমান, সেই স্বর্গ। কর্ম্মবলে এই সুখ এবং আনন্দকে স্থায়ী করাই স্বর্গসৃষ্টি। আসি তবে এখন; জান তো আমি আমোদপ্রিয়, সকলকে নিয়ে আনন্দ ক'রে বেড়ানই আমার শান্তি।

কেশীধ্বজ। আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন প্রভু!

নারদ। তোমাদের অভিষ্ট পূর্ণ হোক্।

[প্রস্থান।

সঙ্গ। শুনলেন তো মহারাজ! ঋষির কাছে তবু নূতন নূতন সংবাদ পাওয়া যায়; এও একটা শুভ যোগ বলতে হবে। আমি বলি মহারাজ! স্বর্গজয় কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাক্। ঋষি আপনাকে মর্ত্ত্যে নূতন স্বর্গনির্ম্মাণের উপদেশ প্রদান করলেন; আসুন না, আমরা সেই স্বর্গ-নির্ম্মাণের জন্য অগ্রসর হই।

কেশীধ্বজ। আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকতে পারছি না। কোন কার্য্যে মনোনিবেশ না করলে আমি অবিরত উর্ব্বশী এবং এই পরাজয়ের চিন্তায় উন্মাদ হবো। তোমরা যা হয় একটা কোন কার্য্যে আমাকে লিপ্ত কর।

চণ্ড। মহারাজের চুপ্ ক'রে থাকবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ধরা-স্বর্গনির্ম্মাণ করাই এখন আমাদের যুক্তিযুক্ত।

সঙ্গ । ঠিক্ কথা সেনাপতি ! স্বর্গ সৃষ্টি করা বিচিত্র নয় মহারাজ ! স্বর্গের এক ঐশ্বর্য্য অপ্সরী, ভূলোকেও অপ্সরী-বিনিন্দিতা রূপসীর অভাব নাই ; আর এক গৌরব সুধা,—মর্ত্ত্যেও সুরারূপ সুধার ব্যবস্থা আছে ; তবে এ সুধাপানে অমর হওয়া যায় না। তা সে ক্ষোভেরও কারণ অধিক দিন থাক্‌বে না ; গুরুদেব আমাদের অমরত্বলাভের জন্যই কঠোর তপস্যায় গমন করেছেন। তিনি ফিরে এসে দেখ্‌বেন, আমরা নূতন স্বর্গসৃষ্টি ক'রে রেখেছি ; মাত্র এক অমরত্বের অভাব, অবহেলে তিনি সে অভাব দূর ক'রে দেবেন।

কেশীধ্বজ। সঙ্গ খুব যুক্তিপূর্ণ কথাই বলেছে। এই রত্নপ্রসবিনী ভূখণ্ড হ'তে যত রত্নরাজি আছে, আহরণ কর ; সুন্দরী রমণী যেখানে থাকে, সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এস। বিশ্বকর্ম্মাকে সংবাদ দিয়ে বিচিত্র স্বর্গ-পুরীর ন্যায় অপূর্ব্ব পুরীনির্ম্মাণ করিয়ে নাও। তারপর ধরায় স্বর্গসৃষ্টি সমাপন ক'রে দেব-স্বর্গ ধ্বংস কর্‌বো। আমার সৃষ্ট ধরা-স্বর্গ ই স্বর্গ ব'লে কীর্ত্তিত হবে। কেউ আর বৃথা তপ, জপ ক'রে ভূস্বর্গের পরিবর্ত্তে দেব-স্বর্গের বাঞ্ছা কর্‌বে না। দেবতারাও হবিঃ আদি পুষ্টিবর্দ্ধক খাদ্যের অভাবে ক্রমে শীর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে ; তখন তারাই আমাদের দাসত্ব করতে বাধ্য হবে ; দেবাশ্রিতা উর্ব্বশীরও দম্ভ বিধিমত চূর্ণ হবে।

সঙ্গ। উত্তম পরামর্শ মহারাজ ! এখনি আমি সর্ব্বত্র মহারাজের আদেশ জ্ঞাপন ক'রে সমস্ত দানবমণ্ডলীকে এই শুভ অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করতে চল্লাম।

কেশীধ্বজ। যাও, অবিলম্বে সকলে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। স্মরণ রেখো, দানবের প্রতিজ্ঞা বজ্রের মত কঠোর—পর্ব্বতের মত অটল।

[চণ্ড ও সঙ্গের প্রস্থান।

কেশীধ্বজ। উর্ব্বশী ! এইবার দেখ্‌বো, তোমার দম্ভ কত ?

গীতকণ্ঠে জ্ঞানের প্রবেশ।

জ্ঞান।—

গীত।

ত্যাজ, ত্যাজ হে রাজন্! এ হীন বাসনা।
স্বর্গের নামে ঘোর নরক সৃষ্টি ক'রো না॥
স্বর্গ যদি সৃষ্টি হ'তো বিলাস-ব্যসনে,
থাকিত না প'ড়ে কেহ পর্ব্বত কাননে,
সত্য স্বর্গ চাহ যদি কর নিষ্কাম সাধনা॥

কেশীধ্বজ। ঠিক্ কথা! আমি ভুল বুঝ্‌ছি,—ভুল পথে অগ্রসর হ'চ্ছি; একে তো স্বর্গ বলে না। যদি কোন দিন সেই স্বর্গ নির্ম্মাণ কর্‌তে সমর্থ হই, তবেই স্বর্গনির্ম্মাণ কর্‌বো। দৈত্যগণ! তোমরা নিবৃত্ত হও; আমি এ স্বর্গ চাই না।

গীতকণ্ঠে অবিদ্যার প্রবেশ।

অবিদ্যা।—

গীত।

ভুলো না ভুলো না কারো কথায় ভুলো না,
বুকে তু'লে নাও আমায় কোন দিকে চেও না।
আসিবে না কভু হতাশ-নিশ্বাস,
রহিবে হৃদয়ে সতত উল্লাস,
পূরাইব আমি তোমার সকল বাসনা॥

কেশীধ্বজ। কে তুমি মনোমোহিনী, তোমার মধুর বাক্য যেন আমাকে সব ভুলিয়ে দিচ্ছে? না—না, আমি স্বর্গ নির্ম্মাণ কর্‌বো।

দানবের প্রতিজ্ঞা স্বপ্নের চিত্র নয়—কবির কল্পনা-গাথা নয়। কে তুমি আমাকে এতক্ষণ কুপরামর্শ দান করছিলে? দূর্ হও এখান থেকে।

জ্ঞান।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

জ্ঞানে দিয়ে বিসর্জ্জন মোহ-মদিরায়,
বুঝলে না কো গেলে ভেসে মায়ার ছলনায়,
অতল খাদে ডুব্‌বে যখন কাউকে খুঁজে পাবে না।

[প্রস্থান।

কেশীধ্বজ। কি করি? ও তো ঠিকই ব'লে গেল! [ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।]

অবিদ্যা।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ও সব মিছে কথায় দিও না কো কান,
আমারে কর সখা সব ধ্যান জ্ঞান,
আমা বিনা সুখ ভবে কারো কাছে পাবে না॥

কেশীধ্বজ। দূর্ হও দুর্ভাবনা! এস,—এস সুন্দরি! আর আমি কোন দিকে চাইবো না, কারো কথা শুনবো না। তোমার উপদেশ শিরে ধারণ ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হবো।

[অবিদ্যাকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ।

গীতকণ্ঠে সাধুগণের প্রবেশ।

সাধুগণ :—

গীত।

ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ জপ সদা কৃষ্ণ নাম।
এ নাম ভাবিলে জীব পাবে ভবে পরিত্রাণ॥
কৃষ্ণ নাম বিনা ভাই গতি নাহি আর,
জগত ব্যাপিয়া কৃষ্ণ-মহিমা অপার,
শয়নে স্বপনে নিত্য গাও কৃষ্ণগুণগান।
মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গি দেখ বৃথা এ সংসার,
এ ভব-সাগরে বল কিসে হবে পার,
বিপদকাণ্ডারী হরি ডাক অবিরাম॥

[প্রস্থান।

পোট্‌লা-পুঁট্‌লি লইয়া নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম নাগরিক। ওরে বাবা রে! ধ'রে রে—মালে রে—

[প্রস্থান।

২য় নাগরিক। পালা—পালা; সোণা চাঁদি যা থাকে, নিয়ে দেশ ছেড়ে পালা। দুষ্ট দৈত্যগণ সব লুটতে আরম্ভ করেছে—

[প্রস্থান।

শশব্যস্তে দুই জন নাগরিকার প্রবেশ।

১ম নাগরিকা। ওমা! কোথায় যাবো? পাষণ্ডেরা যাকে দেখ্‌ছে, তাকেই ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে। হায়—হায়, কেমন ক'রে মান বাঁচাবো—কোথায় গিয়ে জাত-ধর্ম্ম রক্ষা করবো? [প্রস্থান।

২য় নাগরিকা। দুষ্টেরা আমার দিদিকে ধ'রে নিয়ে গেছে, আমাকেও তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে। ওগো, কি হবে—কি হবে?

[প্রস্থান।

ঘোষযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে অগ্রে ঘোষবাদক ও পশ্চাতে সঙ্গের প্রবেশ।

সঙ্গ। শুন নাগরিকগণ! দৈত্যপতির আদেশ। তিনি মর্ত্তধামে নূতন স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করবেন,—তোমাদের সুন্দরী কন্যা, ভগ্নী, পত্নী সব অবিলম্বে দৈত্যরাজ-ভবনে প্রেরণ কর, তারা অপ্সরী হবে। তারপর তোমাদের ঘরে যে ধন-রত্ন আছে, তাও রাজ-ভাণ্ডারে অমানত কর। ব্রাহ্মণ এবং ঋষিগণ শুন! তোমরা যাকে স্বর্গ বল, সে স্বর্গ লোপ হয়েছে; দেবতারা এখন জীবন্মৃত। দৈত্যপতির নব প্রতিষ্ঠিত ভূস্বর্গই স্বর্গ—দৈত্যই তোমাদের পূজ্য। এই দৈত্য-কল্যাণের জন্য তোমরা যাগ-যজ্ঞ কর; এর অন্যথা হ'লে কারও নিস্তার নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

অগ্রে যুবতী পত্নী ও পশ্চাতে লাঠিতে ভর্ দিয়া বৃদ্ধ পতির প্রবেশ।

যুবতী-স্ত্রী। ঘাটের মড়া! আর চোপ্ রাঙ্গানিতে ভয় ক'চ্ছি নে; ভগবান্ দিন দিয়েছেন, এবার আমি অপ্সরী হবো।

বৃদ্ধ-পতি। ওরে খেঁদু! বলিস্ কি? তুই যে আমার ধর্ম্ম-পত্নী—কুলের বৌ।

যুবতী-স্ত্রী। ধম্মের তো সীমা নাই!—ধম্ম বুঝি তোমার মত বৃষ-কাঠের সঙ্গে আমার বিয়ে? ঘাটের মড়া! হরিনামের মালা তো ঠক্-ঠকাস্; বলি আঁটকুড়ো, যমের ভুল! বড় যে ধম্ম-ধম্ম কচ্ছিস্, গরীবের মেয়ে পেয়ে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে আমায় বিয়ে করার সময় ধম্ম ছিল কোথায়? তুমি শিঙ্গে ফোঁক, আর আমি বিধবা হ'য়ে কাল কাটাই; কি আমার ধম্ম রে!

বৃদ্ধ পতি। ওরে এক্ না হয় আমি বুড়ো; তোকে যে গা ভ'রে গয়না দিয়েছি, শাড়ীর উপর শাড়ী কিনে দিচ্ছি; তোর জন্ম বিধবা মেয়েটাকে পর্য্যন্ত বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিয়েছি, একেশ্বরী হ'য়ে থাক্‌বি ব'লে। আর তুই এমন কালামুখী যে, অক্লেশে অপ্সরী হ'তে যেতে চাচ্ছিস্? কুলধর্ম্ম সব যাবে, লোকে যে হাস্‌বে!

যুবতী স্ত্রী। যখন তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে, তখন কি পোড়া লোকের হাসিতে উন্মুনের ছাই উড়ে পড়েছিল? তখন তো কেউ তারা হাসে নি? হাড়িকাঠের মড়া! সন্থ বিধবা কর্‌বার জন্ম একটা ছুঁড়ির সর্ব্বনাশ ক'রে তেজপক্ষের পিত্তিরক্ষা করা হয়েছে; কি ধম্ম রে—[বৃদ্ধের গালে ঠোনা মারন]

বৃদ্ধ পতি। আ-হা-হা, তোর অভাবটা কিসের? তুই মোহর পেতে শো'না!

যুবতী স্ত্রী। মোহর পেতে শোয়াটাই যদি সুখ, তোমার তো মোহ-রের অভাব নাই, তুমি মোহরের শয্যায় শু'য়ে সুখের স্বপ্ন দেখ্‌লেই পার্‌তে? যৌবনের সুখের স্বপ্ন বুড়ো বয়সে সফল কর্‌বার জন্ম একটাকে বধের ভাগী কর্‌লে কেন? শুক্‌নো কাঠে রস আছে, আর জ্যান্ত

ডালে বুঝি রস নাই? মর্—পোড়ার মুখো মর্। [বৃদ্ধের গালে ঠোনা মারন]

বৃদ্ধ পতি। আ-হা-হা, চট্‌ছো কেন সুন্দরী? কাকণ, চিরুণী, কাপড়, গন্ধ তেল, যা চাও তাই তো যোগাচ্ছি; এক দুঃখ আমি—

যুবতী স্ত্রী। দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে রে অলপ্পেয়ে বুড়ো? তোমার সঙ্গে বক্‌তে আমি চাই না; আমার প্রাণ যা চায়, তাই কর্‌বো।

[গমনোদ্যত]

বৃদ্ধপতি। আ-হা-হা! যাচ্ছিস্ কোথা? যাচ্ছিস্ কোথা? ধর্ম্ম আছে রে—ধর্ম্ম আছে।

যুবতী পত্নী।—

গীত।

(আহা) রসের নাগর বুড়োর আমার ধর্ম্মে বড় ভয়।
সাদা দাড়ি বার ক'রে প্রাণ ধর্ম্ম-কথা কয়॥
ধর্ম্ম কেবল পরের বেলা যেন হুম্‌কে ওঠে ষাঁড়,
(আবার) তেজপক্ষের কাছে এসে সাজেন ছোঁড়া ভাঁড়,
যমের ভুল বুড়ো আমার সদাই রসময়।
তিলক ছাপায় অঙ্গ ঢাকা যেন তুলসীবনের বাঘ,
শক্তের পাল্লায় পড়্‌লে যাদু হন্ নিরীহ ছাগ,
কইতে প্রেমের কথা মালাহাতে স্নানের ঘাটে হন্ উদয়,—
(আহা সন্ধ্যা সকালে)॥

[বৃদ্ধকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া প্রস্থান।

বৃদ্ধপতি। ওরে—ওরে, সত্যি গেলি না কি? সত্যি গেলি না কি?

[উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান।

বৃদ্ধ নীলাম্বর ও ভাগিনেয় মাধবের প্রবেশ।

নীলাম্বর। ওরে মাধব!

মাধব। চুপ্ কর মামা! চুপ্ কর; সার্‌লে দেখ্‌ছি। আমি আর এখন মাধব নই,—যাদব। ওতেও যে যদুবংশের ছাপ রইলো; না—না, আমি—আমি রাঘব।

নীলাম্বর। ওরে মাধব! আমার মোহরগুলো যে—

মাধব। তা তুমি কোথায় রেখেছ, তুমিই জান; আমাদের তো আর বল্‌বে না? এখন পোতা টাকা পোতাই থাক্।

নীলাম্বর। তুই দাঁড়া বাবা—একটু দাঁড়া; আমি নিয়ে আসি।

মাধব। তুমি তো চোখে ভাল দেখ্‌তে পাও না; কতক্ষণে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে পাবে? ততক্ষণ দৈত্যেরা এসে কচুকাটা করুক্ আর কি!

নীলাম্বর। তাই তো বাপ! বড় মমতা। অনেক কষ্ট করেছি বাবা, অনেক কষ্ট করেছি,—বুড়ো বয়সের সম্বল! নিয়ে চল্ বাবা হাতখানা ধ'রে, টাকা ক'টা আনিগে।

মাধব। তুমি কোথায় যাবে? আমায় ব'লে দাও, মোহরগুলি চুপি চুপি এনে তোমায় দিই।

নীলাম্বর। তাই তো বাবা—

মাধব। অবিশ্বাস কর্‌ছো বুঝি? তবে তুমি থাক, আমি চল্লাম্।

নীলাম্বর। না বাবা না, কোথাও যাস্ নি বাপ! কে এসে ঠেঙ্গিয়ে মার্‌বে!

মাধব। তুমি যখন আমায় বিশ্বাসই কর না—

নীলাম্বর। খুব করি বাবা, খুব করি। তুই তো টাকা আন্‌তে যাবি, আমি একা থাক্‌বো কেমন ক'রে?

মাধব। সে ভয় তোমার নাই, আমি ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি।

নীলাম্বর। তাই কর্ বাপ, তাই কর্। অনেক কষ্টের টাকা বাবা, অনেক কষ্টের টাকা। আয়, তোর কাণে কাণে যায়গাটা ব'লে দিই—শোন্। [মাধবের কাণে কাণে কি কহিল।]

মাধব। বুঝেছি। দেখ, তুমি এক কাজ কর, এই গাছটার আড়ালে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে থাক, কথাবার্ত্তা ক'য়ো না; আমি এখনই ফিরে আস্‌ছি। [স্বগত] বাবা, শাস্ত্রের বচন—কৃপণের ধন হয় আগুন, নয় চোর, না হয় রাজায় পাবে। এ তো খাঁটী উত্তরাধিকারীতে পাচ্ছে; মামার ধন ভাগিনেয়েরই প্রাপ্য। তোমার ধন নষ্ট হ'লো না বাবা, নষ্ট হ'লো না; যোগ্য পাত্রেই পড়্‌লো।

[প্রস্থান।

নীলাম্বর। কি করি বাবা?—ইষ্টনাম জপি। হরেকৃষ্ণ—হরেকৃষ্ণ, এতক্ষণে ভাগ্‌নে অর্দ্ধেক পথ গিয়েছে; হরেকৃষ্ণ—হরেকৃষ্ণ, এতক্ষণে ঠিক যায়গায় পৌঁচেছে—

দুইজন দৈত্য সৈনিকের প্রবেশ।

১ম দৈত্য। কে তুমি?

নীলাম্বর। হরেকৃষ্ণ—এসেছ বাবা, এসেছ? টাকাটা দাও বাবা টাকাটা দাও।

২য় দৈত্য। টাকা কি হে?

নীলাম্বর। টাকা নয় বাবা, টাকা নয়; মোহর—মোহর!

১ম দৈত্য। বেটা বলে কি?

২য় দৈত্য। আয় বেটা, মোহর দিচ্ছি।

নীলাম্বর। দাও বাবা, দাও!

১ম দৈত্য। আমার সঙ্গে আয়—দিচ্চি।

২য় দৈত্য। বেটা পাগল দেখ্‌ছি।

১ম দৈত্য। বেশ তো! আয় না, বেটাকে নিয়ে একটু আমোদ করা যাক্।

নীলাম্বর। কৈ বাবা দাও—কৈ বাবা দাও?

২য় দৈত্য। আয়—দিচ্ছি!

[নীলাম্বরকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

মোহরের ঘড়াস্কন্ধে দৈত্যবেশে মাধবের প্রবেশ।

মাধব। ভগবান দেনেওয়ালা বাবা, ভগবান দেনেওয়ালা। রাশি রাশি মোহর, একটা জোয়ানের বোঝা। এক বেটা মরা দৈত্য-সৈনিকের পোষাক যোগাড় করেছি। বেটা দৈত্যের চেহারা কি না, এ গায়ে সে পোষাক থাপ্ খাবে কেন? তা হোক্, পালাবার সুবিধে হবে। খানিকটা পেরুতে পার্‌লে বাঁচি, তারপরেই বন-বাদাড়ে ঢুক্‌বো। ও বাবা! কটা দৈত্য যে এদিকে আস্‌ছে! একটু চালে থাক্‌তে হ'চ্ছে, নইলেই ধরা পড়্‌বো।

সসৈন্যে চণ্ডের প্রবেশ।

চণ্ড। কে তুই?

মাধব। হুম্!

চণ্ড। কে তুই, পরিচয় দে?

মাধব। হুম্।

চণ্ড। এই ছদ্মবেশীকে বন্দী কর—[দৈত্যগণ মাধবকে বন্দী করিল] কে তুই, পরিচয় দে?

মাধব। আমি—আমি রাঘব;—হুম্!

চণ্ড। বেটা চোর না কি? ওর কাঁধের থলেতে কি, দেখ তো?

নীলাম্বরের পুনঃ প্রবেশ।

নীলাম্বর। মোহর—মোহর; আমার মোহর, বড় কষ্টের মোহর। পেয়েছি—পেয়েছি, আর ছাড়্‌চি নি। [দৈত্যগণ মাধবের নিকট হইতে মোহরের ঘড়া কাড়িয়া লইলেন এবং দৈত্যগণের হাত হইতে নীলাম্বর মোহরের ঘড়া কাড়িতে ঘড়া মটিতে পড়িয়া গেল।]

চণ্ড। সত্যই যে বহু মোহর!

নীলাম্বর। আমার—আমার মোহর; লাখ্ খান মোহর—লাখ্ খান মোহর!

চণ্ড। বুঝেছি, এই দুর্ব্বৃত্ত এই বৃদ্ধকে ঠকাচ্ছিল।

মাধব। হুঁ—হুম্!

নীলাম্বর। আমার মোহর—আমার মোহর কত মোহর! গাছে গাছে মোহর—পাতায় পাতায় মোহর,—সব মোহর—সব মোহর! হা-হা-হা!

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

চণ্ড। বৃদ্ধ টাকার শোকে উন্মাদ হয়েছে। যাও—মোহরগুলো তু'লে নাও, রাজভাণ্ডারে জমা দিতে হবে; আর এই দুর্ব্বৃত্তকে সঙ্গে নিয়ে চল।

মাধব। হুম্!

[মোহরের ঘড়া এবং মাধবকে বন্দী করিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্বর্গ—ভরতাশ্রম।

ভরত ও অপ্সরীগণের প্রবেশ।

অপ্সরীগণ।—

গীত।

রসের তরঙ্গমাঝে খেল রসময়।
নবভাবধারী, জগ-মনোহারী, বাণী-চিতচারী শ্যাম নটরায়॥
তুমি সুর-নর-চির আরাধিত, তোমারই রসে হয় জাগরিত,
চতুরষষ্ঠী কলাসমষ্টি, সঙ্গীত ছন্দ আদি সমুদয়॥

ভরত। যেরূপ নিপুণভাবে এবং উচ্চ অঙ্গের সঙ্গে তোমরা সঙ্গীতকে সুরে এবং ভাবে জাগ্রত করেছ, তাতে আমার খুব বিশ্বাস, আমার নাট্য-কলা শিক্ষাদান নিষ্ফল হবে না। তোমরা দেব-সমাজের সূক্ষ্ম কলাদর্শী সুধিগণকে তুষ্ট করতে সমর্থ হবে।

১মা অপ্সরী। সবই আপনার শিক্ষা এবং আশীর্ব্বাদের ফল গুরুদেব!

২য়া অপ্সরী। আমাদের অভিনয় কবে হবে প্রভু?

ভরত। অতি শীঘ্রই আমাদের লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর নাটকের অভিনয় হবে; এ নাটকের রচয়িত্রী স্বয়ং সরস্বতী। দেবগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছেন; শ্রেষ্ঠ ঋষিগণও এই অভিনয় দর্শনের জন্য আসবেন।

১মা অপ্সরী। প্রভু! এই নাটকের শ্রেষ্ঠা নায়িকা লক্ষ্মীর অংশ

সখি উর্ব্বশীর; তিনি তো উপস্থিত নাই, নৃত্য-গীতের জন্য কুবেরালয়ে গিয়েছেন।

ভরত। তাকে আন্‌বার জন্য আমি চিত্ররথ গন্ধর্ব্বকে প্রেরণ করেছি, তোমরা তার অভ্যর্থনার জন্য যাও। আর এক কথা,—তোমাদিগকে বিশেষভাবেই বলেছি,—অভিনয় কলা-বিদ্যার একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। অবহিতচিত্তে কঠোর সাধনা ব্যতীত এতে সাফল্য লাভ করা-যায় না; এ জন্য বহু মিশ্রণ, বহু চরিত্রদর্শন আবশ্যক। যার যত সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি আছে এবং যার এ বিষয়ে যত বেশী অভিজ্ঞতা, সেই ধ্যান ধারণা দ্বারা কায়মনোবাক্যে নাটক লিখিত চরিত্রকে জীবন দান ক'রে, অভিনয়-কলার পুষ্টিসাধন কর্‌তে পারে।

২য়া অপ্সরী। গুরুদেব! যতই আপনার নিকট উপদেশাবলী শুন্‌ছি, ততই এর গভীরতার অনুভূতি হ'চ্ছে। হাস্য-খেলার ছলে যুবক-যুবতীরা নাটকের অভিনয় ক'রে থাকে।

ভরত। সেই জন্য সে নাটক-অভিনয়ে প্রাণের সৃষ্টি হয় না। তারা ক্রীড়া-কৌতুকের ছলে অভিনয় করে; এ অভিনয় তাদের একটা আমোদ-উল্লাসেরই অঙ্গ হয় বটে, কিন্তু তাকে অভিনয় বলা যায় না। যে মহান্ উদ্দেশ্যে নাটক এবং অভিনয়ের সৃষ্টি হয়েছে, তার শুভ ফলের পরিবর্ত্তে এই সব স্থলে অনর্থই ঘ'টে থাকে। নাটক সমাজ-শিক্ষক এবং উচ্চ কল্পনা ও ভাববর্দ্ধক—মনুষ্যত্ব ও জ্ঞানলাভের একত্র সমন্বয়। বৎসগণ! এ অতি কঠিন কার্য্য, ঋষিজনোচিত সাধনা ব্যতীত এতে সিদ্ধিলাভ হয় না।

১মা অপ্সরী। সখি উর্ব্বশী অভিনয়ে অতীব একনিষ্ঠা।

ভরত। তাই তার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রসময় রসের মধ্যেই তিনি জাগ্রত; তাই তাঁর এক নাম রসময়।

যারা হেলায় অশ্রদ্ধায় রসহীন অভিনয় করে, রসকে বিকৃতাঙ্গ করে, তারা ভগবানের নিকট ঘোরতর পাপী।

২য়া অপ্সরী। প্রভুর কথা শুনে ক্রমশঃই আমরা ভীতা হ'য়ে পড়্ছি।

ভরত। ভীতা হবার কারণ নাই বৎসগণ! আমি যথাসাধ্য তোমা-দিগকে রসবোধ করিয়েছি; আর এই রসবোধের পুষ্টির জন্তই আমি উর্ব্বশীকে কুবেরভবন হ'তে প্রত্যাগমনকালে মর্ত্ত্যলোক দেখে আস্তে আদেশ করেছি। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে অভিজ্ঞতা আবশ্যক। স্বর্গের এক নিরবচ্ছিন্ন সুখ-আনন্দের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষালাভ হয় না। রসময়ের এ নিখিল জগৎ বিচিত্র রস-সৃষ্টি। এ রস-বৈচিত্র্যে অভিজ্ঞতা ব্যতীত নাটকের পরিপুষ্টি হয় না। তোমরা তোমাদের সখির অভ্যর্থনার জন্য অগ্রবর্ত্তিনী হও, আমি দেবরাজের নিকট যাচ্ছি।

অপ্সরীগণ। আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন গুরুদেব! [ভরতকে সকলে প্রণাম করিল]

ভরত। তোমাদের মঙ্গল হোক্।

[অপ্সরীগণের প্রস্থান ও ভরত প্রস্থানোদ্যত।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। ঋষিবর!

ভরত। এই যে বাসব স্বয়ং এসেই উপস্থিত হয়েছেন। এস বৎস! আমি তোমার নিকটই যাচ্ছিলাম।

ইন্দ্র। আপনার নির্দ্দেশ অনুসারে নব নাট্যশালা প্রায় প্রস্তুত হ'য়ে এসেছে। আপনার উপদেশ মত বরুণ, পবন ও বজ্রমহিষী বিদ্যুৎলেখা অলক্ষ্যে দৃশ্যাবলীর পরিবর্ত্তন ও শোভাবর্দ্ধন করবেন। দৃশ্যাবলীর

স্বভাবিকতা যাতে অক্ষুণ্ণ হয়, সকলেই তার জন্য সমধিক যত্নবান হবেন। দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং রঙ্গালয় এবং দৃশ্যপটাদি প্রস্তুত করছেন।

ভরত। উত্তম বৎস! সমবেত চেষ্টা ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। তোমাদের সমবেত চেষ্টায় আমিও নাট্যশিল্পের সমধিক উৎকর্ষ-সাধন করতে সমর্থ হবো। সময়োপযোগী পরিচ্ছদাদির কি ব্যবস্থা করেছ দেবরাজ?

ইন্দ্র। চারুশিল্পী গন্ধর্ব্ব সুদর্শনকে এই সমস্ত পরিচ্ছদ প্রস্তুতের জন্য ভার দেওয়া হয়েছে এবং কাল অনুযায়ী পরিচ্ছদ যাতে প্রস্তুত হয়, তজ্জন্য আমি বিশেষরূপে তাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছি।

ভরত। বৎস! অনাদিকাল হ'তেই রাজ-দৃষ্টি এবং রাজ-সহানুভূতি ব্যতীত কোন শিল্পেরই চরম উৎকর্ষ হয় নাই। বিশেষতঃ সূক্ষ্ম কলাসৃষ্টি বহুশ্রম এবং অর্থসাপেক্ষ। তুমি এই নাট্য-শিল্পের উৎসাহ দিয়ে শুধু দেবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করছো না, এতে সামাজিক হিত ও যথেষ্ট সাধিত হবে। নব শিল্পী প্রস্তুত হবে, কাব্যলেখক প্রস্তুত হবে, কাব্য-চরিত্রের বিশ্লেষ্টা প্রস্তুত হবে,—একাধারে সমস্ত কলারই পরিপুষ্টি সাধিত হবে। চল, আমি নব নাট্যাগার দর্শন করবো।

ইন্দ্র। আসুন প্রভু!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দৈত্যপুরী—অন্তঃপুর।

স্থচিতা।

স্থচিতা। এ কি শুন্‌ছি! হঠাৎ রাজার এরূপ মনের গতি হবার কারণ কি? তিনি না কি এই মর্ত্ত্যধামে স্বর্গ প্রস্তুত কর্‌বেন, তাই দেশ-দেশান্তরের যত সুন্দরী রমণী হরণ ক'রে আন্‌তে আদেশ দিয়েছেন। দৈত্যগণ মহোল্লাসে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছে। আরও শুন্‌লাম, দেবর্ষি নারদ না কি এর পরামর্শদাতা। ঋষি হ'য়ে তিনি কি এমন উপদেশ দিলেন? বিশ্বাস হয় না, হয় তো তাঁর কথার অর্থ অন্য প্রকার ছিল। সে যাই হোক্‌, আমার স্বামীকে কখনো এ কার্য্যে অগ্রসর হ'তে দেবো না; যেরূপেই হউক্‌, তাঁকে নিরস্ত ক'রে রাখ্‌বো।

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। মা! তুমি এত বিষণ্ণা কেন?

স্থচিতা। বাছা! তোকে বল্‌তে কি, মহারাজের বুদ্ধি চঞ্চল দেখে সত্যই আমি বড় চিন্তিতা হয়েছি।

অপর্ণা। বাবার বুদ্ধি চঞ্চল তুমি কোথায় দেখ্‌লে মা? তিনি ধরা-ধামে নূতন স্বর্গ সৃষ্টি কর্‌বেন; কাউকে আর কষ্ট ক'রে স্বর্গে যেতে হবে না। আমরাও ঘরে ব'সে স্বর্গ দেখ্‌বো, স্বর্গের সুখ উপভোগ কর্‌বো। সত্যি মা! যে বিচিত্র প্রাসাদ প্রস্তুত হ'চ্ছে, স্বর্গেও বোধ হয় এমনটি আর নাই।

স্থচিতা। সরলা মা আমার! তুমি স্বর্গসৃষ্টির আনন্দে অধীরা হয়েছ,

কিন্তু এর পরিণাম চিন্তা করছো না। ভেবে দেখ তো অপর্ণা! রাজ্য-দেশে অপ্সরী করবার জন্য সাধ্বীনারী হরণ ক'রে আনা হ'চ্ছে; তারা পতির সঙ্গে শান্তিতে ঘর করছিল, সেই শান্তির কুটির থেকে তাদিগে জোর ক'রে টেনে এনে তাদের অনিচ্ছায় রাজশক্তিতে হীন বারাঙ্গনায় পরিণত করছে। এ স্বর্গ হবে না মা! একটা পিশাচের তাণ্ডবলীলার স্থল হবে। সতীর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস, সতীর চোখের জল অচিরে এই প্রাসাদ ধ্বংস ক'রে ফেল্‌বে।

অপর্ণা। বল কি মা!—

কেশীধ্বজের প্রবেশ।

কেশীধ্বজ। রাণী!

সুচিতা। আসুন মহারাজ!

কেশীধ্বজ। কয়েক দিন তোমার এখানে আস্‌তে পারি নি, আমি বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি রাণি! একটা সুসংবাদ বোধ হয় শু'নে থাক্‌বে, আমি মর্ত্ত্যে স্বর্গ নির্ম্মাণ কর্‌বো; দেবতাদের সব দর্প, সব গর্ব্ব চূর্ণ কর্‌বো। তাদের যত গৌরব ঐ এক স্বর্গ নিয়ে; পৃথিবীতে যদি সেই স্বর্গ নির্ম্মিত হয়, তবে কেউ আর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কর্‌বে না।

সুচিতা। মর্ত্ত্যে স্বর্গ সৃষ্টি কর্‌বেন, উত্তম কথা; কিন্তু একটা কথা শুন্‌ছি,—সত্য মিথ্যা জানি না প্রভু! আপনি না কি নারীহরণ কর্‌তে আদেশ দিয়েছেন মহারাজ?

কেশীধ্বজ। নারী না হ'লে অপ্সরী হবে কে? আমি ইন্দ্র হবো, তুমি শচী হবে, আর তারা সব অপ্সরী হ'য়ে আমাদের সম্মুখে নৃত্য গীত কর্‌বে; সেই জন্যই সুন্দরী নারী সংগ্রহ কর্‌তে বলেছি। অপ্সরীই যে স্বর্গের একটা সৌষ্ঠব রাণি!

সুচিতা। মহারাজের উদ্দেশ্য আমি ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

কেশীধ্বজ। এ সোজা কথা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না কেন রাণি? স্বর্গ হ'লেই অপ্সরী চাই। দেবর্ষি নারদের উপদেশেই আমি স্বর্গ সৃষ্টি কর্‌ছি।

সুচিতা। তিনি কি পরনারী হরণ ক'রে স্বর্গনির্ম্মাণ কর্‌তে ব'লেছেন? না প্রভু! তা নয়; স্বর্গ যে আমাদের দেহমধ্যে, হিংসা-দ্বেষ-আত্মাভিমানপরিশূন্যতা তার ভিত্তি, জ্ঞান তার মেরু-মজ্জা, নিরবচ্ছিন্ন সুখ এবং অবিমিশ্র আনন্দ তার পরিণতি। মহারাজ! এ অসঙ্গত বাসনা পরিত্যাগ ক'রে আপনি সেই স্বর্গ নির্ম্মাণের জন্য প্রবৃত্ত হোন্।

কেশীধ্বজ। তুমি আধ্যাত্মিক অর্থ কর্‌ছো রাণি! কিন্তু তা নয়, এ সত্য স্বর্গসৃষ্টি। তুমি রমণী, তাই এ কথা শু'নে এরূপ ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছো। ভয় নাই প্রাণেশ্বরি! আমি তোমার কাছে চির-প্রণয়াস্পদই থাক্‌বো। জান না মহিষি! আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং গৌরববর্দ্ধনের জন্য এ পর্য্যন্ত জগতে বহু ন্যায়-অন্যায় হ'য়ে গিয়েছে। একটা নূতন কিছু নির্ম্মাণ কর্‌তে হ'লে আর একটাকে ভাঙ্গতে হয়। কঠোরতা এবং দৃঢ়তা ব্যতীত কখনো উন্নতি লাভ হয় না।

সুচিতা। নাথ! আপনি সব করুন, আমি প্রাণপাত ক'রে আপনার সহায়তা কর্‌বো; নারীর উপর অত্যাচার কর্‌বেন না। নারীর অশ্রুপ্রবাহে আপনার শুভ্র কীর্ত্তিরাশি ভেসে যাবে, নারীর উষ্ণ-দীর্ঘনিশ্বাসে এ সোণার রাজ্য ভস্মীভূত হবে। মহারাজ! দাসীর কথা রাখুন, এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন।

অপর্ণা। না বাবা! তুমি অমন স্বর্গ সৃষ্টি কর্‌তে যেও না।

কেশীধ্বজ। ছিঃ রাণি! অধীরা হ'য়ো না। তুমি আমার সহধর্ম্মিণী,—আমি যা কর্‌বো, তাতেই তোমার সহযোগিনী হওয়া কর্ত্তব্য। আমার উচ্চ সঙ্কল্পের সহায় হও।

সুচিতা। দাসী চিরদিনই আপনার মহৎ কার্য্যের সহযোগিনী। আপনার মঙ্গলের জন্য দাসী প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিতা নয়। মহারাজ! আমাকে দণ্ড দিন্—হত্যা করুন, কোন দুঃখ নাই, তবু জীবন থাক্‌তে আমি কখনো আমার স্বামীকে এরূপ নরকের পথে অগ্রসর হ'তে দেবো না। আমি আপনার ধর্ম্মসঙ্গিনী, অন্যায় কার্য্য হ'তে আপনাকে নিবৃত্ত করাই আমার ধর্ম্ম। যাতে আপনার অমঙ্গল হবে, সে কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হ'তে দেওয়া আমি সাধ্বী-কর্ত্তব্যের বহির্ভূত ব'লে বিবেচনা করি।

কেশীধ্বজ। তুমি অতি বাড়াবাড়ি কর্‌ছো রাণি! আমার শুভাশুভ আমি বিলক্ষণ বুঝি। ধরায় স্বর্গসৃষ্টি আমি কর্‌বোই,—এ সঙ্কল্প আমার দৃঢ়। সহধর্ম্মিণী তুমি, সহধর্ম্মিণীর কাজ কর।

[প্রস্থান।

সুচিতা। ঠিক উপদেশ দিয়েছ স্বামিন্! সহধর্ম্মিণী সহধর্ম্মিণীর কাজই করবে। আমি কখনই তোমাকে এ পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত হ'তে দেবো না। মঙ্গলময়ী মহেশ্বরী নিশ্চয় কন্যার বাসনা পূর্ণ করবেন। [কিছুক্ষণ চিন্তার পর] কর্ত্তব্যময় জগতে সকলেই এক একটা কর্ত্তব্য নিয়ে ঘু'রে বেড়াচ্ছে। রাজা, প্রজা,—পিতা, পুত্র,—স্বামী, পত্নী, প্রত্যেকেই কর্ত্তব্য-সূত্রে বাঁধা। তবে স্ত্রী আমি, আমারও তো কর্ত্তব্য পতিসেবা, সর্ব্বদা পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকা। পৃথিবী রসাতলে যাক্, আকাশ চূর্ণ হ'য়ে পড়ুক্, অন্তঃপুরবাসিনী আমি—সে সকল দেখ্‌বার প্রয়োজন কি? ঘরে ব'সে পতিপদ পূজা করবো, এই আমার জীবনের ব্রত। না—না, স্বামীকে কুপথ হ'তে টেনে আনাও স্ত্রীর কর্ত্তব্য। স্ত্রীর সম্মুখেই স্বামী পিশাচ-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে পতনের মুখে অগ্রসর হবে, তা কোন নারীর নীরবে সহ্য করা উচিৎ নয়। আমি

আমার স্বামীকে ফেরাবো, আবার তাঁকে তেমনি দেবতা ক'রে তুল্‌বো।

অপর্ণা। সত্যি মা! বাবার বুদ্ধি যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গেছে।

নেপথ্যে। রক্ষা কর—রক্ষা কর—অবলা নারীকে রক্ষা কর!

অপর্ণা। ওকি! ওকি!—

সুচিন্তা। চল মা! দেখি, কোন্‌ হতভাগিনীর অদৃষ্টে কি হ'লো? এ রাজ্যে এখন সবই সম্ভব হয়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দৈত্যরাজবাটির সম্মুখস্থ প্রান্তর।

নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। ধ্যান—ধ্যান,—
ধ্যানে জ্ঞান, জ্ঞানে মোক্ষপথ,
ব্রহ্মপদ-জ্ঞান করে প্রদর্শন।
করিলাম কত ধ্যান,
কেটে গেল কত যুগ,
না ঘুচিল চিত্ত-ভ্রান্তি;
সত্য পথ না পাইনু খুঁজি।

জ্ঞানের বিকাশ না হইল হৃদে,—
অন্ধকারে অন্ধের মতন
ভ্রমণ নিয়ত । কোথা ইষ্ট পথ ?
কিসে হবে আত্ম-দরশন ?
কে দিবে বলিয়া সত্যের সন্ধান ?
কিসে হবে তর্কের খণ্ডন ?
চিন্তা শক্তিহীন করিতে মীমাংসা ।
ব'লে দাও—ব'লে দাও প্রভু !
ব'লে দাও দয়াময় হরি !
কিসে হবে তব শ্রীপদ-দর্শন ?
কমল-লোচন ! জ্ঞান-শলাকায়
অন্ধ আঁখি মোর কর উন্মীলিত ।

গীতকণ্ঠে ভক্তির প্রবেশ ।

ভক্তি ।—

গীত ।

পাবে না তাহারে শুধু ধ্যানে ।
বৃথা তপ, যোগ, বৃথা আরাধনা,
ভকতি-পুষ্প না ফুটিলে প্রাণে ।
ভাবনার অতীত সে যে ভকতির ধন,
ভক্তিতে হৃদয়ে তার পাবে দরশন,
ভক্তিতে জ্ঞান, ভক্তিতে নির্ব্বাণ,
ভক্তিতে বাঁধ সেই আরাধ্য ধনে ।

[প্রস্থান ।

নারায়ণ। ভক্তি—ভক্তি,
ভক্তি-যন্ত্র সার এ জগতে।
ভক্তি সত্য,
ভগবান ভক্তিতে জাগ্রত।
পাইয়াছি সত্যের সন্ধান,
ভক্তি বিনা নাহি অন্য গতি।
কোথা—কোথা প্রভু নারায়ণ!
শঙ্খ-চক্র-গদাম্বুজ-পাণি,
ত্রিলোকপালন দেব জনার্দ্দন,
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-ঈশ্বর,
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু,
দীনবন্ধু বিপদভঞ্জন,
দেবের দেবতা!
কৃপা করি কৃপাসিন্ধু
মম হৃদে আসি হও হে উদয়।
নাহি চাই জ্ঞান,
নাহি চাই সালোক্য, নির্ব্বাণ,
চাহি শুধু তব চরণ-কমল,
দেখি সদা ও রূপ-মাধুরী,
এই প্রভু! বাসনা আমার।

নেপথ্যে রক্ষা কর—রক্ষা কর—

নারায়ণ ওকি!
আর্ত্তকণ্ঠে কে করে চীৎকার?
বিপদ—বিপদ—

বিপদবিহীন নহে কোন জন,
অন্ধ জীব সদা বিপদে পতিত।

[প্রস্থান।

চীৎকার করিতে করিতে জনৈকা রমণী ও পশ্চাত
সসৈন্য চণ্ডের প্রবেশ।

রমণী। [প্রবেশ করিতে করিতে] রক্ষা কর—রক্ষা কর! রাজার সৈন্যগণ আমাকে ধৃত করবার জন্য পিছু পিছু ছুটে বেড়াচ্ছে; হায়—হায়, অবলা নারীকে রক্ষা করবার কেউ কি জগতে নাই?

সুচিতা ও অপর্ণার প্রবেশ।

সুচিতা। কেন থাক্‌বে না মা? আমি তোমাকে রক্ষা কর্‌বো। দূর হও পাষণ্ডগণ! মা! তোমার কোন ভয় নাই; তোমার কেশটিও কেউ আর স্পর্শ করতে পার্‌বে না। [অপর্ণার প্রতি] দেখ্ মা—দেখ্, তোদের স্বর্গসৃষ্টি দেখ্।

চণ্ড। একি—মহারাণী! বাধা দেবেন না মা! মহারাজের আদেশ।

সুচিতা। তা জানি, তবু আমি বাধা দেবো। আমি না বাধা দিলে, আমি না নারীর ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌লে, কে আর দৈত্যপতির কার্য্যে বাধা দান করতে সমর্থ হবে? কে তবে নারীর নারীত্ব রক্ষা কর্‌বে? নারী আমি, আমার সম্মুখে কখনই তোমরা নারীর সম্মানে হস্তক্ষেপ করতে পার্‌বে না।

অপর্ণা। না—না, কখনই তা পার্‌বে না।

চণ্ড। ক্ষান্ত হোন্ মা! মহারাজের কঠোর আদেশ; আমরা তাঁর ভৃত্য মাত্র।

অপর্ণা। যদি ভৃত্য, ভৃত্যের মত কার্য্য কর,—এখান থেকে দূর হও।

চণ্ড। আমায় খুব দুঃখের সহিত জানাতে হ'চ্ছে মা! আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত করবেন না; একে ছেড়ে দিন্, নচেৎ আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হবো।

সুচিতা। বটে! চণ্ড! এতদূর অগ্রসর হয়েছ? ধন্য! ধন্য তোমার শিক্ষা! আমি কখনো এরূপ কল্পনা মনে স্থান দিই নাই। চণ্ড! যে রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে—পৃথিবীর মুখ দেখতে পাচ্ছ, যে মাতার স্তন্য পান ক'রে, যার স্নেহশীল বক্ষে পালিত হ'য়ে আজ তুমি এত বড় হয়েছ, এও সেই রমণী,—এও সেই মাতা।

চণ্ড। ক্ষমা করবেন জননী! আমি রাজভক্ত ভৃত্য, রাজা আমার পিতা; রাজাদেশ লঙ্ঘন করা আমার মহাপাপ, আমি রাজাদেশ লঙ্ঘন করতে পারবো না।

সুচিতা। রাজা তোমার পিতা, আর আমিও তো তোমার মাতা। রাজাদেশ লঙ্ঘন করা মহাপাপ, আর আমার আদেশ লঙ্ঘন করা বুঝি মহাপুণ্য? চণ্ড! এ রমণীকে ত্যাগ কর।

চণ্ড। মা! দানবকুলজননী হ'য়ে দানবের অকল্যাণ বাঞ্ছা করেন? আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণোদিত হ'য়ে একটা শুভ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছি, আপনার তাতে কোন মতে বাধা দান করা উচিৎ নয়। আমরা মর্ত্ত্যে নূতন স্বর্গনির্ম্মাণ ক'রে দেবতাদের সমতুল্য হবো; আর আমরা পুরাতন পদ্ধতি নিয়ে থাকবো না। গুরুদেবের কথায় অনেক সহ্য করেছি; তিনি বহুদূর তপস্যায় গিয়েছেন, এই সুযোগে আমরা আমাদের কার্য্য সম্পন্ন করবো।

সুচিতা। এইরূপ স্বর্গসৃষ্টি ক'রে বুঝি তোমরা দেবত্ব লাভ করবে?

মহত্বে গৌরবে যতদিন না তোমরা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, ততদিন দেব-দানবে পার্থক্য নিশ্চই থাকবে ।

চণ্ড । আর উপদেশ শোন্‌বার আমাদের অবসর নাই ; আমরা এখন বাক্য পরিত্যাগ ক'রে কার্য্য করতে চাই । আপনি স'রে যান্, আমরা এ রমণীকে নিয়ে যাবো ।

সুচিতা । আশ্রিতা নারীকে আমি কখনো পরিত্যাগ করতে পারবো না ।

চণ্ড । মার্জ্জনা করবেন জননী ! তা হ'লে সত্যই আপনি আমাকে বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য করবেন ।

অপর্ণা । অত্যধিক স্পর্দ্ধা তোমার ! স্পর্দ্ধারও একটা সীমা আছে ভু'লে যাচ্ছ !

চণ্ড । কিছুমাত্র ভুলিনি ; রাজাদেশপালনের স্পর্দ্ধা নিশ্চয়ই রাখি । নিয়ে চল—[রমণীর হস্তাকর্ষণ]

রমণী । পারলে না মা ! বিপন্না নারীকে পিশাচের হস্ত হ'তে রক্ষা করতে পারলে না ! [ক্রন্দন]

সুচিতা । কি করবো মা—কি করবো ! আমি অতি দুর্ভাগিনী ।

বেগে সশস্ত্র সম্বরের প্রবেশ ।

সম্বর । সাবধান পামর ! মাতৃ-বাক্য অবহেলা ? মাকে অপমান ? চণ্ড ! শীঘ্র এ রমণীকে ছেড়ে দাও ।

চণ্ড । ঔদ্ধত্যপ্রকাশে ক্ষান্ত হোন্ কুমার ! মহারাজের আদেশ কি আপনি অবগত নন্ ?

সম্বর । সে প্রশ্নের উত্তর আমি আমার পিতার নিকট প্রদান করবো ; তোমার কাছে নয় । তুমি এখনই দূর্ হও । [অসি নিষ্কাশন]

সহসা কেশীধ্বজের প্রবেশ।

কেশীধ্বজ। স্তব্ধ হও। [উভয়ে নিবৃত্ত হইলে চণ্ডের প্রতি] স্পর্দ্ধিত কুক্কুর! দূর্ হও এখান থেকে। [অবনতমস্তকে চণ্ডের প্রস্থান] রমণি! তুমি মুক্ত ; যথা ইচ্ছা গমন কর্‌তে পার।

রমণী। মহারাজের জয় হোক্! মহারাণীর জয় হোক্!

[প্রস্থান।

কেশীধ্বজ। [সম্বরের প্রতি] বৎস! তোমার মাতৃভক্তি দেখে তুষ্ট হ'লাম। কিন্তু তুমি এখনও বালক, সংসারের অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র অবগত নও; এ কঠোর রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ ক'রো না। যাও, তোমার ভ্রাতা ভগ্নীতে খেলা করগে।

[সম্বর ও অপর্ণার প্রস্থান।

কেশীধ্বজ। রাজ্ঞি! তুমি ক্ষুব্ধা হ'য়ো না। হীন ব্যক্তি সব সময়ে প্রাপ্ত শক্তি পরিপাক করতে পারে না; ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে শক্তির মর্য্যাদা নষ্ট করে। তুমি ওকে ক্ষমা কর।

সুচিতা। মহারাজ যখন ক্ষমা করেছেন, তখন আমিও তাকে ক্ষমা করেছি।

কেশীধ্বজ। এই তো তোমার যোগ্য কথা রাণি!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নন্দন-কাননের এক পার্শ্ব।

গীতকণ্ঠে অপ্সরীগণের প্রবেশ।

অপ্সরীগণ :—

গীত।

[আমরা] স্বপ্ন দিয়ে গড়ি বিশ্ব স্বপ্নে ঢেকে রাখি,
স্বপ্নে মোরা বাঁধি ঘর, স্বপ্ন নিয়ে থাকি।
জীবন মোদের স্বপ্নমাখা,
স্বপ্নের ছবি হৃদে আঁকা,
স্বপ্ন মোদের হাসি-খেলা স্বপ্ন দু'টি আঁখি।
স্বপ্নে মোরা গাহি কত গান,
স্বপ্নে মোদের হৃদয়দান,
স্বপ্নে মোদের আসা যাওয়া স্বপ্ন নিয়ে মাখামাখি।

বিষণ্ণা উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উর্ব্বশী। কেন—কেন সদা মনে পড়ে সেই মুখখানি—
মনে পড়ে সেই মদনমোহন কান্তি?
সেই রূপ, সেই মিষ্ট সম্ভাষণ,
সেই পুলকিত অঙ্গস্পর্শ,
মম পানে সেই সতৃষ্ণ নয়ন-দৃষ্টি—
পারি না ভুলিতে কেন পলকের তরে?
পুরূরবা! পুরূরবা!

দূর্ ছাই! ভাবিব না আর সেই কথা।
স্বপনের দেখা,
স্বপনের মত ফেলিব মুছিয়া।
তবু—তবু কেন তৃষিতা চাতকীপ্রায়
চেয়ে থাকি সদা তার আশে?
এই সুখ—এই যেন শান্তি মম।

[অধোবদনে উপবেশন।]

তিলোত্তমার প্রবেশ।

তিলোত্তমা। সখি! এখনো তুমি এখানে ব'সে ভাব্ছো?

উর্ব্বশী। আমার যে কিছু ভাল লাগে না ভাই!

তিলোত্তমা। কেন, কাউকে কিছু বিলিয়ে দিয়েছ না কি?

উর্ব্বশী। বিলিয়ে দিই নাই, চুরি ক'রে নিয়েছে।

তিলোত্তমা। ঘরের চাবি সাম্‌লে রাখ্‌তে পারনি?

উর্ব্বশী। এ যে ভাই সিধেল চোর, সিঁধ কেটে নিয়েছে।

তিলোত্তমা। সে তা হ'লে তোমার প্রহরীর দোষ; তারাই চোরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

উর্ব্বশী। ঠাট্টা রাখ্ ভাই! তাঁকে ছেড়ে আস্‌বার পর থেকেই আমার মনটা যেন কি রকম হ'য়ে গেছে; সবই ফাঁকা ফাঁকা বোধ হ'চ্ছে।

তিলোত্তমা। তাঁকে—কাকে? এই তিনিটা কে, বল দেখি?

উর্ব্বশী। যা—যা, তুই যেন আর কিছু জানিস্‌নে। যাদের প্রাণ নাই, তারাই পরের দুঃখে এমনি ক'রে আমোদ করে।

তিলোত্তমা। নূতন কথা শোনালে ভাই! প্রাণ আমাদের কোন্

কালে ছিল? আমাদের তো হৃদয়খানা ঘসা কাচের মত, কারুর ছায়াই তাতে পড়ে না। তবে তুমি যদি মর্ত্ত্যে গিয়ে নূতন প্রাণ পেয়ে থাক, আর হৃদয়-দর্পণে পারা ধরিয়ে এনে থাক তো আলাদা কথা। তা যাই হোক্, কি বল্‌বে বল, আমি চুপ্‌ ক'রে শুন্‌ছি।

উর্ব্বশী। দেখ্‌ সখি! তাঁকে দেখে আমার মন যেমন হয়েছে, তাঁর কি তেমন হয়েছে?

তিলোত্তমা। এ পর্য্যন্ত ভাই নিজের মনের কথাই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না, তা পরের মনের কথা কি ক'রে বুঝ্‌বো বল?

উর্ব্বশী। এই সাধারণ কথাটা তুই বুঝ্‌তে পার্‌লি না?

তিলোত্তমা। কথাটা যদি সাধারণই হ'য়ে থাকে, জিজ্ঞাসা করছো কেন?

উর্ব্বশী। তিনি কি আমায় ভালবাসেন?

তিলোত্তমা। ধর, যদি না বাসেন? পুরুষের মন ভাই, ওকি কিছু বোঝ্‌বার যো আছে? ওরা যে শঠের সেরা শ্রীকৃষ্ণের জাত; হাজার মন দিয়েও মন পাওয়া যায় না।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূষক। [প্রবেশ করিতে করিতে] আর তোমরা বুঝি হ'চ্ছো বাসুকী নাগের ভগ্নী মা মনসার বংশধর?

তিলোত্তমা। তুমি কে হে?

মেনকা। তোমার নাম কি হে?

রম্ভা। তোমার বাড়ী কোথায় হে?

বিদূষক। বাহবা হে! বলি সুন্দরীরা! প্রশ্ন তো আমাকে কতই জিজ্ঞাসা কর্‌লে, এখন কোন্‌টির উত্তর আগে দেবো?

তিলোত্তমা। কোনটির উত্তর দিয়ে কাজ নাই; আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তাই শুন; আচ্ছা, বল তো তুমি কে?

বিদূষক। আমি কে, নিজেই ঠাউরে উঠ্‌তে পারি না, তা তোমাকে কি বল্‌বো?

মেনকা। এতগুলি মেয়েমানুষের ভিতরে কোন্ সাহসে তুমি একটি পুরুষ মানুষ এসে উদয় হ'লে?

বিদূষক। ঘাট হয়েছে ভাই! মাপ কর; আমি রাস্তা থেকে এখনই আর দু'পাঁচ জন ডেকে নিয়ে আস্‌ছি।

রম্ভা। মিন্‌সে তো বেশ রসিক আছে দেখ্‌ছি।

বিদূষক। রস কি আর আছে সুন্দরি? বৈশাখের প্রখর তাপে শুকিয়ে সব আম্‌সি হ'য়ে গেছে।

উর্ব্বশী। তা হ'লে কি হবে সখি?

তিলোত্তমা। হবে আর কি? একটা বিহিত নিশ্চয় কর্‌বোই। তুমি এখন নাট্যশালায় যাও, আচার্য্য তোমার জন্ম ভারী ব্যস্ত হয়েছেন। আজ সান্ধ্য নিশিতে যে আমাদের লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর নাটকের অভিনয়ের দিন।

উর্ব্বশী। আজই সন্ধ্যায় অভিনয়?

তিলোত্তমা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তুমি যে সবই ভুলে যাচ্ছ। শ্রেষ্ঠা নায়িকা লক্ষ্মীর অংশ তোমাকে অভিনয় কর্‌তে হবে, তাও বোধ হয় ভুলে গেছ? বিভ্রাট বাধাবে দেখ্‌ছি!

উর্ব্বশী। সত্যই সখি, আমার যেরূপ মনের অবস্থা, তাতে সবই সম্ভব।

তিলোত্তমা। যাও সখিগণ! তোমরা সখি উর্ব্বশীকে নিয়ে নাট্য-শালায় গমন কর; আমি একটু পরে যাচ্ছি।

অপ্সরীগণ।—

গীত

চল রঙ্গালয়ে রঙ্গে,—
শুরু হইবে পাপিয়ার গান,
রুদ্ধ বীণার মধুর তান আজি সঙ্গীত-তরঙ্গে।
(মোরা) শুনাবো একটি নূতন কথা—
শোনে নাই যাহা কেহ,
দেখাইব কত নূতন খেলা
পুলকিত করি দেহ,—
নীরব হইয়া রহিবে সবে হেরিয়া নূতন ভঙ্গে॥

[তিলোত্তমা ও বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিদূষক। বাবা, সবাইকে তো সরালে, মতলবটা কি বল দেখি?

তিলোত্তমা। মতলব কি বুঝ্তে পাচ্ছ না? ঘাটী আগ্‌লাচ্ছি।

বিদূষক। বাবা, নজরবন্দী করছো না কি? তাতে বড় সুবিধে নাই বিধুমুখি! এ জানোয়ার পোষা ভারী শক্ত। এ বাঘরের চৌদ্দ-পুরুষ, খোরাক জোটাতে পারবে না।

তিলোত্তমা। তুমি বুঝি জান না, আমাদের দেশে ফোঁটাখানেক সুধা পেলেই আর ক্ষুধা থাকে না?

বিদূষক। তুমি ভুল করছো সুন্দরি! এই পেটখানা দেখ্‌ছো তো? এ ব্রাহ্মণ জাত, সমুদ্দুর খেয়ে ফেল্‌তে পারে; ছিটে ফোঁটা সুধায় এর কিছু হবে না। শুষে খেয়ে নেবে, তবু একটি মাত্র উদ্‌গার উঠ্‌বে না।

তিলোত্তমা। এক পক্ষে তাই না উঠাই ভাল; সুধা উদ্‌গারে পরিণত হবে, সেটা তার অপমানের কথা।

বিদূষক। ও—বুঝেছি, তাইতে তোমার এত মাথাব্যথা! এখন

বল দেখি চাঁদ, তোমাদের সুধাভাণ্ডটি হজম করেছে কে ? থুরি ! ভুল হ'য়েছে ; সেটা যে ক্ষত্রিয়, সুধাই তাকে খেয়েছে।

তিলোত্তমা। ও—তাই বল, এতক্ষণে পরিচয়টা পাওয়া গেল। তোমার মহারাজ কোথায় ?

বিদূষক। উল্টো চাপ মন্দ নয়। আমি বাবা হা-হা ক'রে রাজাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, লুকিয়ে দেখ্‌ছিলাম কার আঁচলতলায় মহারাজ ঢাকা পড়েছেন, তা নয়—একবারে উল্টো চাপ ! বাবা, তোমরা সব পার।

তিলোত্তমা। সত্য বল্‌ছি ব্রাহ্মণ ! আমিও তোমার মহারাজকেই আজ সন্ধান করছি।

বিদূষক। ঐ—ঐ, আর সন্ধান করতে হবে না ; ঠিক সন্ধান করেছ, আপনিই ঘুনিয়ে আস্‌ছে। বাবা চুম্বকে টান, এড়াবার যো আছে ? [স্বগত] যাই—একটু অন্তরালে দাঁড়াই ; দু'জনে কি কথা হয়, শোনা যাক্। [গমনোদ্যত]

তিলোত্তমা। যাচ্ছ কোথা ?

বিদূষক। এই ঘুমুতে ; দেখ্‌ছো না, হাই উঠ্‌ছে ! [কপট হাই তুলিতে তুলিতে বিদূষকের কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া অবস্থান এবং তিলোত্তমার অন্তরালে দণ্ডায়মান।]

চিন্তিত পুরূরবার প্রবেশ।

পুরূরবা। কি হেরিনু স্বপনের মত !
স্বপনে গঠিত চিত্র
মিশে গেল যেন স্বপনের সাথে !
এখনো সে অঞ্জনরঞ্জিত সুচারু নয়ন
প্রাণে মম রয়েছে বিঁধিয়া।

হাস্য-বিস্ফুরিত বিম্ব-ওষ্ঠাধর,
সুগোল গণ্ডের পদ্মরাগ আভা
নেত্রপথে ভাসমান সদা।
ক্ষীণ কটি, নিবিড় নিতম্ব,
উচ্চ গিরিচূড়া সম যুগ্ম পয়োধর
মদন-আবাস,—
ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় মুনির।
ফুলধনু সম বাঁকা কৃষ্ণ ভ্রূযুগল
চিত্রকর তুলি দিয়া আঁকিয়াছে যেন!
কি সুন্দর মনোহর!
বিরলে বসিয়া বিধি
গড়িয়াছে নিরুপম মূরতি তাহার;
বাঁশরী-নিন্দিত সেই মধুমাখা স্বর
এখনো সুধার ধারা বর্ষিছে শ্রবণে!
এখনো স্মরণে পুলকে শিহরে অঙ্গ,—
বিদায়কালীন সেই
মম করে সুকোমল করস্পর্শ তার!
উর্ব্বশি! উর্ব্বশি! প্রিয়তমে!
একবার বল মোরে
পবন-নিস্বন কিম্বা বিহগ-কূজনে,
ভালবাস তুমি মোরে—
আকুল হৃদয় তব আমার মতন?
সেই সুখ-স্মৃতি বুকে করিয়া ধারণ,
কাটাবো জীবন আমি।

তিলোত্তমার পুনঃ প্রবেশ।

তিলোত্তমা। যদি কেউ বলে যে, উর্ব্বশী আপনাকে ভালবাসে?

পুরূরবা। কে? তিলোত্তমা! তোমার সখি সত্য আমাকে ভালবাসেন?

তিলোত্তমা। ভালবাসেন কি? তিনি যে আপনার বিরহে একেবারে শুষ্ক কমলকুঁড়িটীর মত হ'য়ে গেছেন।

বিদূষক। [অলক্ষ্যে] আর ইনিও আশ্রয় দেবার জন্য অগাধ বারিপূর্ণ হৃদয়-সরোবর পেতে ব'সে আছেন।

পুরূরবা। সুলোচনে! তুমি কি আমায় আশ্বাস-বাণী শোনাচ্ছ? যে স্বর্গ-বিদ্যাধরী দেব-আদরিণী, আমি তুচ্ছ জরা-মৃত্যু-শোককাতর দেহধারী মানব, আমার প্রতি তার প্রেম? এ যে বিশ্বাস হয় না সুন্দরি!

তিলোত্তমা। মহারাজের অবিশ্বাসের হেতু কিছুমাত্র নাই। সখি আপনার মনোভাব অবগত হবার জন্যই আমাকে প্রেরণ করেছেন, মহারাজও অকপটেই সমস্ত প্রকাশ করলেন; আপনার এ অকপট প্রেম কখনই নিষ্ফল হবে না। আজ সান্ধ্য-নিশিতে আমাদের নূতন নাটকের উদ্বোধন হবে; শ্রেষ্ঠা নায়িকার অংশ সখি উর্ব্বশী গ্রহণ করেছেন। চলুন, আপনাকে নাট্যসভায় ল'য়ে যাই; আপনি নিশ্চয়ই সখির অভিনয় দর্শনে পরম সন্তোষ লাভ করবেন।

পুরূরবা। তোমাদের সৌজন্যে আমি পরম আপ্যায়িত হ'লাম।

[তিলোত্তমা সহ প্রস্থান।

বিদূষকের পুনঃ প্রবেশ।

বিদূষক। ও বাবা, বেড়ালছানার মত টুঁটিটা টিপে নিয়ে গেল!

বাবা পিরীত ! তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার। তুমি পলকে প্রলয় কর, অসম্ভবকে সম্ভব কর ; তোমার অনন্ত মহিমা এ ঔদরিক ব্রাহ্মণ কেমন ক'রে জানবে ? দেখি—এগিয়ে দেখি, কতদূর গড়ায়। খুব শুভক্ষণে মৃগয়ায় আসা হয়েছিল বাবা ! মৃগবধ করতে এসে মহারাজ নিজেই মৃগ হ'য়ে অপ্সরীর চারু কটাক্ষে বধ হ'লেন। পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, তবু হাতিয়ার নাড়া চলে ; এ একেবারে পড়া আর মরা। না, আর উদর-মোহে মুগ্ধ হ'য়ে থাকলে চলবে না ; একটা রক্ষা-কবচ ঝোলাতে হবে। রাজার সঙ্গে বন-বাদাড়ে আসতেই হয়, একটা পেত্নী গছলেই হ'লো !

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

স্বর্গ-নাট্যশালার বহির্ভাগ।

পুরূরবার প্রবেশ।

পুরূরবা। [প্রবেশ করিতে করিতে] অদ্বিতীয় অভিনেত্রী উর্ব্বশী ! তার অভিনয়ের তুলনা হয় না। আমার ভ্রম হয়েছিল, যেন সত্যই গোলোকেশ্বরী লক্ষ্মী বরমাল্যকরে স্বামী-নির্ব্বাচনের জন্য সভামধ্যে অবতীর্ণা হয়েছেন ! স্বর্গ-অভিনয়ের কাছে মর্ত্ত্য-অভিনয় কিছুই নয়। কিন্তু কি বিভ্রাট ! উর্ব্বশী পুরুষোত্তম স্থলে পুরূরবা উচ্চারণ ক'রে

বড়ই অন্যায় করেছে। আমি এতে ভারী লজ্জাবোধ করছি; নাট্যাচার্য্যও সাতিশয় মর্ম্মাহত হয়েছেন। তাঁর যেরূপ মুখের ভাব দেখ্‌লাম, তাতে উর্ব্বশীর অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। আজ ইন্দ্রসভায় লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর নাটক অভিনয়ে কি বিভ্রাটই ঘ'টে গেল! উর্ব্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, অভিনয়ও হ'চ্ছিল ভাল, কিন্তু "স্বামী মম পুরুষোত্তম" স্থলে "স্বামী মম পুরূরবা" উচ্চারণ ক'রে সব পণ্ড ক'রে দিয়েছে। নাট্যাচার্য্য ভরত যারপর নাই লজ্জিত, অপমানিত এবং ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তিনি উর্ব্বশীর এ অপরাধ কখনই নীরবে সহ্য কর্‌বেন না, নিশ্চয় তাকে অভিশাপ প্রদান কর্‌বেন এবং সে অভিশাপের ফলে পুরূরবার জীবন-নাটকেও একটা ঘোর যুগান্তর আনয়ন কর্‌বে সন্দেহ নাই।

পুরূরবা। কি বল্‌ছেন ঋষিবর! আপনার কথা শুনে যে আমি বড় ভীত হ'য়ে পড়্‌লাম?

নারদ। কে—প্রয়াগপতি পুরূরবা? ভীত হওয়ার কারণ নাই বৎস! তুমি রাজা—বীর—কর্ম্মী, অদৃষ্টের সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গেই তোমার সংগ্রাম কর্‌তে হবে; বিচলিত হ'লে চল্‌বে না।

পুরূরবা। সত্য কথা বলেছেন প্রভু! সংগ্রাম—সংগ্রাম—সংগ্রামই ক্ষত্রিয়জীবনের ব্রত। যে কোন অশুভ গ্রহ অদৃষ্ট-আকাশে উদিত হোক্, বীরত্বের সহিত সবকে আলিঙ্গন দিতে হবে। লক্ষ লক্ষ মানবের অদৃষ্টগঠনকারী যে, ঝঞ্ঝাঘাত বজ্রপাত হিমাদ্রির মত অটলভাবে সব তাকে বক্ষ পেতে গ্রহণ কর্‌তে হবে। চঞ্চলতার আশ্রয় নিয়ে অধৈর্য্যের ক্রোড়ে ঢুলে পড়্‌লে চল্‌বে না।

নারদ। এই তো রাজা পুরূরবার উপযুক্ত কথা। বিপদে যে স্থির, সম্পদে যে অচঞ্চল, তার কখন পতন হয় না।

পুরূরবা। প্রণাম প্রভু! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অদৃষ্টবিবর্ত্তনের কোন অবস্থায় পুরূরবার পতন না হয়।

নারদ। হ্যাঁ বৎস! তোমাকে আমি তাই আশীর্ব্বাদ করছি। এখন যাও, অবিচলিতহৃদয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও।

[প্রস্থান।

পুরূরবা। যথা আজ্ঞা প্রভু! উপস্থিত আমাকে একটু অপেক্ষা ক'রে যেতে হ'চ্ছে। আমার প্রতি প্রেমানুরাগিনী উর্ব্বশীর অদৃষ্টে কি ঘটে, তা না দেখে এ স্থান পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে লোভ ও লালসার প্রবেশ।

গীত।

উভয়ে।— আমি তোর্ পীরিতে আছি ম'রে।
লোভ।— চাঁদপানা মুখখানি তোর্ রাখি হৃদে ধ'রে।
লালসা।— ওরে মণি, তোরে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারি না,
লোভ।— তুই যে আমার বুকজোড়া ধন আহ্লাদের আটখানা,—
লালসা।— যে দেখেছে আমার এই চোখের চাহনি,
লোভ।— ভেড়া হ'য়ে থাকে প'ড়ে ধ'রে পা দু'খানি,
উভয়ে।— ফাঁদ পেতে আছি মোরা ব'সে জগৎ জু'ড়ে।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

স্বর্গ—নাট্যশালার এক পার্শ্ব।

উর্ব্বশী ও ক্রুদ্ধ ভরতের প্রবেশ।

ভরত। আরে আরে হীনা নারি!
নাট্যশালে অপমান করিলি আমায়?
শ্রেষ্ঠা জানি তোরে
দিয়েছিনু শ্রেষ্ঠ অংশ অভিনয় তরে,
কি করিলি কালামুখী দেবতা-সমাজে?
এত আশা, এত আয়োজন
নিষ্ফল করিলি সব!

উর্ব্বশী। প্রভু! প্রভু!

ভরত। চুপ কর হীনপ্রাণা!
উচ্চ প্রাণ, উচ্চ ভাব না হ'লে গঠিত,
চরিত্রসৃজন সম্ভব না হয় কভু।
হীনবুদ্ধিবশে
ভাব বুঝি অভিনয় আবৃত্তি কেবল?
প্রাণহীন বাক্য কভু
দ্রবীভূত করে না হৃদয়।
আত্মসত্তা ভুলি,
অভিনয়ে যেই জন
হ'তে পারে সম্পূর্ণ মগন,
সিদ্ধ হয় অভিনয় তার।

উর্ব্বশী। প্রভু! প্রভু!
ক্ষমা কর তনয়ার অপরাধ।

ভরত ক্ষমা?—ক্ষমা নাই হৃদয়ে আমার।
নব নাটকের নব উদ্বোধনে
নিমন্ত্রিত দেব ঋষিগণ,—
ছিঃ-ছিঃ, কি নির্লজ্জা তুই!
নাটকীয় বাক্য করি পরিহার,
অন্য বাক্য উদ্গারিলি মুখে!
"স্বামী মম পুরুষোত্তম" করিতে উচ্চারণ,
"স্বামী মম পুরূরবা" কহিলি পাপিষ্ঠা!
পুরুষোত্তমের স্থলে
পুরূরবা নাম করিলি গ্রহণ?
ধিক্ ধিক্ মম শিক্ষাদানে!
ভাবি মনে,
এত হীনা তুই হ'লি কোন্ মতে?
স্বর্গ-বিদ্যাধরী হ'য়ে,
জরা-মৃত্যু-অধিকারী মানবের প্রেমে
হইলি আকৃষ্টা? যা পাপিষ্ঠা!
মর্ত্ত্যলোকে কর্ গিয়া বাস,
এ অমরধাম যোগ্য নহে তোর্।
জরা-মৃত্যুঘেরা ধরা'পরে,
মানবীর মত
শোক-দুঃখ-কাতর হৃদয় ল'য়ে,
মানব-আচারে প্রণয়ের স্বাদ কর্‌গে গ্রহণ।

উর্ব্বশী । প্রভু ! প্রভু !
ত্রিদিববাসিনী হ'য়ে,
কেমনে করিব বাস
জরা-ভীত মর্ত্ত্যলোকে ?
স্থূল বায়ু করে শ্বাসরোধ,
অবসাদ সতত জীবনে,
লঘু পাপে হেন গুরু দণ্ড দেব !
বল—বল কি হবে উপায় ?

[পদতলে পতন]

ভরত । উপায় নাহিক আর,
ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা নাহি হবে ।
এই বর দিনু তোরে নারি !
পুত্রমুখ করিলে দর্শন মুক্তি হবে তোর,
স্বর্গবাসে পুনঃ পাবি অধিকার ।

উর্ব্বশী । ওহো ! কি কঠোর তুমি গুরুদেব !
কুসুম-অঙ্গিনী ব্যথা নাহি জানি,
উল্লাসে আনন্দে ফিরি ;
সুখপূর্ণ স্বর্গধাম,
ব্যসন-বাসনা পরিপূর্ণ সদা,
আকিঞ্চন মাত্র
পূর্ণ সব বাঞ্ছা প্রতিক্ষণে ;
সেই আমি হবো মানবীর মত !
ক্ষণিকের ভ্রমে,
অহো, কি কঠোর শাস্তি প্রভু !

ভরত । কর্ম্মে করে অদৃষ্ট গঠন ;
মোহমুগ্ধ জীব
ডুবে মরে সখাদ সলিলে ।
প্রতিকার অন্তে কে করিতে পারে ?
কর্ম্মে হয় কর্ম্মের ছেদন ।
কর কর্ম্ম উদ্‌যাপন,
শুভ ফল হইবে নিশ্চয় ।

[প্রস্থান ।

উর্ব্বশী । কি হবে—কি হবে ? উঃ ! স্বর্গের অপ্সরী হ'য়ে মর্ত্ত্য-বাসিনী হ'তে হবে ! পুরুরবা ! পুরুরবা ! কেন—কেন তোমায় দেখে-ছিলাম ! এর চেয়ে যে দৈত্যহস্তে নিগৃহীতা হওয়া আমার ভাল ছিল। কেন—কেন তুমি আমায় উদ্ধার করলে ? উঃ—কি কলঙ্ক, কি দুঃখ মাথায় তুলে দিলে !

পুরুরবার প্রবেশ ।

পুরুরবা । ক্ষোভ পরিত্যাগ কর সুন্দরি ! ঋষির অভিসম্পাত আশীর্ব্বাদ ব'লে গ্রহণ কর । চল প্রিয়েতমে ! আমি সর্ব্বদা তোমায় চক্ষে-চক্ষে বক্ষে-বক্ষে রাখ্‌বো । ত্রিদিববাসিনী তুমি, মর্ত্ত্যে আমি ত্রিদিব সৃষ্টি ক'রে দেবো । নন্দন-কানন তুল্য উদ্যান করবো ; রম্য সরোবর মানস-সরোবরের মত ক'রে গঠন করবো । দিবারাত্র তোমায় আমায় থাক্‌বো ; মর্ত্ত্যের কোন আবর্ত্ত তোমাকে স্পর্শ করবে না । চল সুন্দরি ! চল ; অদূরে আমার রথ অপেক্ষা করছে, এখনি তোমায় ল'য়ে যাই ।

উর্ব্বশী । চল রাজা ! চল ; সত্যই তুমি ব'লেছ, ঋষির এ অভি-

সম্পাত নয়,—আশীর্ব্বাদ। এ হৃদয়হীন অনন্ত যৌবন নিয়ে মরণবিহীন থাকা অতি বিড়ম্বনা। ঋষির অভিসম্পাতে আমি মানবীর মত প্রাণ পাবো, শোক-দুঃখ অনুভব করবো, সন্তানের জননী হবো, প্রণয়ের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবো। বিরহে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারবো, এ ভাস্কর-খোদিত সচল প্রস্তর-মূর্ত্তির মত সবার ভোগের সামগ্রী হ'য়ে লাঞ্ছনায় জীবন বহন করতে হবে না। চল, এ স্বর্গের হাওয়া আমায় উত্যক্ত ক'রে তুলেছে; এর স্নিগ্ধতা আমি অনুভব করতে পাচ্ছি না। চল রাজা! নূতন প্রাণ নিয়ে নূতন দেশে যাই।

তিলোত্তমাদি অপ্সরীগণের প্রবেশ।

তিলোত্তমা। হ্যাঁ সখি! নূতন প্রাণ নিয়ে নূতন দেশেই যাও। মহারাজ পুরূরবা! আপনার নিকট আমাদের প্রার্থনা, কুসুম-অঙ্গিনী সখি আমাদের, কুসুমের মত যত্নে তাকে রক্ষা করবেন। সখিগণ! হৃষ্টচিত্তে এখন প্রিয়সখিকে আশীর্ব্বাদ ক'রে সকলে বিদায় দাও।

অপ্সরীগণ।—

গীত।

নূতন দেশে যাও সখি নিয়ে নূতন প্রাণ,
নূতন ছাঁচে গড় বিশ্ব গেয়ে নূতন গান।
বহুক্ নূতন মন্দাকিনী, ফুটুক্ নূতন পারিজাত ফুল,
নূতন মলয় বহুক্ ধীরে, নাচুক্ নূতন ময়ূরীকুল,
হউক্ অমর মরবাসী লভিয়া তোমার নূতন দান।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রয়াগ—ঋষি-পল্লী সন্নিকটস্থ পথ।

গীতকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—

গীত।

বাঁশী, বাঁশী, আমার বাঁশী,
তোমায় নিয়ে খেলি আমি তোমায় ভালবাসি।
কারণ-সলিল হইতে মেদিনী উঠিল তোমার রবে,
প্রলয়-সাগরে ডুবিবে আবার (তুমি) নীরব হইবে যবে,
তোমারই স্বপ্নে ঘুমায় জগৎ (তোমারই) গানে জাগে বিশ্ববাসী।
তুমিই প্রথম গেয়েছ বেদ ঋষিমুখে তপোবনে,
প্রেম, ভকতি, চিৎ-শকতি তুমিই জাগাও মনে,
তোমারই ভাবে মত্ত সকলে (তোমারই) ভাবে ভ্রমে গ্রহরাশি।

[প্রস্থান।

নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। বাজে কানে সদা বাঁশরীর ধ্বনি,
আহা কি মধুর—কি মধুর স্বর !

কান্তারে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে, বিমানে
শুনি বাঁশরীর সুমধুর তান,—
ধরা বিশ্ব করয়ে প্লাবিত
লহরে লহরে অমিয়তরঙ্গ তার !
জল, স্থল, তরু, লতামাঝে
হেরি নিত্য শ্রীহরির
মদন-মোহন রূপ,—
বামে স্বর্ণলতা রাধিকা সুন্দরী
জড়াইয়া যেন শ্যাম তরুরাজে।
এস—এস প্রভু কমলারঞ্জন !
হৃদয়-কমলে মম
শ্রীপদ-কমল রাখি
করহ বিরাজ সদা।
চারু মুখে বাজাও বাঁশরী ;
শুনি সে মোহন স্বর,
উঠুক্ নাচিয়া
প্রতি শিরা ধমনী আমার,
দেহ মন হোক্ মুখরিত ;
থাকি আমি সদা আনন্দে বিভোর।
তব রূপ বিনা যেন
না হেরি নয়নে কিছু,
না শুনি শ্রবণে
বিনা তব বাঁশরীর গান,—
ওই—ওই বাজিছে আবার !

বালকবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

বালক শ্রীকৃষ্ণ।—

।

ভকত-জীবন চেতনা-কারণ তুমি হে মোহন বাঁশী,
শুনি তব গানে ভকত-পরাণে উথলে ভকতিরাশি।
(একবার বাজ রে বাঁশী)
(মোহন স্বরে মোহিত ক'রে একবার বাজ রে বাঁশী)
(বিশ্ববাসী উঠুক্ নাচি একবার বাজ রে বাঁশী)

[প্রস্থান

নারায়ণ। কোথা গেল, কোথা গেল সে গীতের ধ্বনি ?
কোথা গেল বাঁশরীর তান—
রুণু-রুণু নূপুরের রব ?
কোথায় সে মোহন মূরতি,
স্বপনের চিত্র সম আসিয়া সম্মুখে
কোথায় মিশালো সহসা আবার ?
বাজাও—বাজাও বাঁশী
অবিশ্রান্ত অবিরাম ;
চিন্তা, জ্ঞান, ধারণা আমার
মিশে যাক্ বাঁশীর লহরে,
বংশীময় হউক্ জগৎ।
ওই—ওই বাজে বাঁশী,
কোথা—কোথা—কত দূরে ?

[প্রস্থানোদ্যত]

ফলপাত্র হস্তে বালকবেশে শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। দু'টো ফল নেবে ভাই?

নারায়ণ। ফল? কি ফল?

শ্রীকৃষ্ণ। কি ফল তুমি চাও? আমার ঝুড়ির মধ্যে সব ফলই আছে।

নারায়ণ। কি ফল চাই? ফল তো আমি কিছু চাই নি বালক!

শ্রীকৃষ্ণ। ফল চাও নি? তুমি ভারী মিছে কথা কও।

নারায়ণ। না বালক! ফল তো আমি কিছু চাই নি। আমার সমস্ত ফল সেই সর্ব্বফলদাতা শ্রীহরির চরণে অর্পণ ক'রে দিয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে বাঁশী বাজাতে বল্‌ছো কাকে?

পূর্ব্ব গীতাংশ।

(আমি) জীবের লাগিয়া গোলক ত্যজিয়া বিপিনে বাজাই বেণু,
রাখালের সনে আসি গোচারণে খেলি গোঠে ল'য়ে ধেনু,
(আমি কত যে খেলি)
(ভক্ত-ধেনু সঙ্গে ল'য়ে আমি কত যে খেলি)
(এ ভব-গোচর মাঝে আমি কত যে খেলি)
(তোরা) আয় চ'লে আয়, বেলা ব'য়ে যায়,
আসিছে ওই কাল নিশি।
যে শুনেছে বাঁশী সে কেটেছে ফাঁসী বাঁশী মম কর্ম্মনাশী।

[প্রস্থান।

নারায়ণ। বালক! বালক! কোথা যাও?—কোথা যাও? সত্যই আমি ফলকামী।

নেপথ্যে। পু'ড়ে গেল! পু'ড়ে গেল!

নারায়ণ ।	ওকি ! ওকি !—
কি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড
অদূরে ঐ ঋষিপল্লীমাঝে !

নেপথ্যে । জল কোথা পাই ? জল কোথা পাই ? দুষ্ট দৈত্যগণ সব জ্বালিয়ে দিলে !

নারায়ণ ।	অগ্নি—অগ্নি !
জল চায় আর্ত্ত পল্লীবাসী ;
আমারো অন্তরে অগ্নি জ্বলে দাউ-দাউ,
ভীষণ দর্শন-তৃষ্ণা !
কার অগ্নি কে করে নির্ব্বাণ ?
ভ্রান্তিভরা এ সংসার—ভ্রান্তির আগার ;
কে রক্ষক, উৎপীড়ক কেবা ?
সব লীলা, লীলাময় খেলা,—
সবই আনন্দ, সবই মধুর !
তুমি, তুমি মাত্র সার,
সার তব বাঁশরীর তান । [প্রস্থান ।

কুম্ভকক্ষে কতিপয় ঋষিরমণীর প্রবেশ ।

১মা রমণী । জল—জল—জল কোথায় পাই ? পাপিষ্ঠেরা সমস্ত জলাশয় সৈন্য দিয়ে ঘেরাও ক'রে রেখেছে ; এক বিন্দু জল পাওয়ার উপায় নাই ।

২য়া রমণী । চারিদিকে অগ্নি বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে ; গ্রামের পর গ্রাম পু'ড়ে ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে । পুরুষেরা যথাসাধ্য করছেন, কিন্তু জল অভাবে কি ক'রে রক্ষা হবে ?

দৈত্যসৈন্যগণের প্রবেশ।

১ম সৈন্য। হা-হা-হা! কেমন মজার যুক্তি বাবা! আগুন লাগাতেই রূপসীরা সব কিল্‌-বিল্‌ ক'রে ছারপোকার মত বেরিয়ে পড়েছে; আর উঁকি মেরে দেখে [illegible]ী খুঁজ্‌তে হবে না। এইবার বেছে বেছে ধর, আর খাঁচায় নিয়ে ভর।

২য় সৈন্য। দেখ্‌—দেখ্‌, অপ্সরীর দল—অপ্সরীর দল! ভাগ্যিস্‌ বেটী-দের ডানা নেই বাবা, তা হ'লে ধর্‌তে গেলেই তো পাখীর মত উড়্‌তো!

১ম সৈন্য। আমরা কি অমে ছাড়্‌তুম?—আমরাও জাল লাগাতুম্‌।

সবেগে চণ্ডের প্রবেশ।

চণ্ড। বৃথা দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছো সৈন্যগণ? ঐ সুন্দরীরা পলায়ন কর্‌ছে,—ধর।

[দৈত্যসৈন্যগণ রমণীগণকে ধরিতে উদ্যত হইল।]

রমণীগণ। কি হবে? কি হবে? দুষ্ট দৈত্যেরা যে আমাদের আক্রমণ কর্‌ছে!

ত্রিশূলহস্তে ঋষিগণসহ পুলস্ত্যের প্রবেশ।

পুলস্ত্য। ভয় নাই রমণীগণ! এ জপক্লিষ্ট বাহু শীর্ণ হ'লেও এ বাহু রমণীরক্ষায় অসমর্থ নয়। আরে দুষ্ট দৈত্যগণ! মনে ক'রে-ছিস্‌, পল্লীতে অগ্নি দিয়ে সেই সুযোগে নারীহরণ কর্‌বি? সাবধান! তপ-যজ্ঞরত ব্রাহ্মণের বাহু অস্ত্রধারণে অক্ষম নয়। আজ দেখ্‌তে পাবি পাষণ্ডগণ! এ কঙ্কালসার ব্রাহ্মণের শুষ্ক দেহ কি শক্তি ধারণ করে? [ত্রিশূলোত্তলন]

চণ্ড। এস ব্রাহ্মণগণ! আমরাও আজ হয় তোমাদিগকে দানবের প্রাধান্য স্বীকার করাবো, না হয় সবাইকে শমনভবনে প্রেরণ করবো।

[দৈত্যগণের অস্ত্র উত্তোলন]

সসৈন্য রুদ্রসিংহের প্রবেশ।

রুদ্র। ক্ষান্ত হোন্ ঋষিগণ! ক্ষত্রিয় বিদ্যমানে আপনারা অস্ত্র-ধারণ করবেন কেন? আয় দৈত্যকুলাধাম দস্যু! তোকে এ দস্যুতার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবো। রুদ্রসিংহের কবল থেকে একটিকেও প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে হবে না।

চণ্ড। আয় নরাধম! পুরূরবার রাজ্য ধ্বংস করা আমারও প্রতিজ্ঞা। পাপিষ্ঠ একদিন মানব হ'য়ে দানবের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করেছিল; আজ সে কোথায়?

রুদ্র। রণভূমি বাক্যালাপের স্থান নয়; যার যে শক্তি থাকে, প্রকাশ কর্।

চণ্ড। আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সৈন্যগণ! অগ্রসর হও।

[উভয় পক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান এবং তৎপরে পুলস্ত্য ও ঋষিরমণীগণের প্রস্থান।]

সবেগে ইন্দ্র, বরুণ ও পবনের প্রবেশ।

ইন্দ্র। সর্ব্বনাশ হ'লো দেবগণ!
দৈত্য-অত্যাচারে,
হের—যায় বুঝি সৃষ্টি রসাতলে।
দেখ—দেখ ওই ঋষিপল্লীমাঝে,
কি ভীষণ অগ্নিরাশি

লেলিহান জিহ্বা করিয়া বিস্তার,
গ্রাম, বন, কুটির, আশ্রম
ভস্মীভূত করিতেছে সব !
দ্বিজকুল ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল !
রক্ষা কর দ্বিজগণে।
না রহিলে ব্রাহ্মণমণ্ডলী,
জপ, তপ, যাগ, যজ্ঞ, হবির অভাবে
শক্তিহীন হইবে দেবতা ;
দানবের বাড়িবে প্রভুত্ব,
হবে ক্রমে ধরার পতন।
যাও—যাও দেবগণ !
যে কোন উপায়ে আজি,
রক্ষা কর ধরা এ ঘোর বিপদে।

পবন। চিন্তা নাহি কর দেবরাজ !
আমি বায়ু, সদা অগ্নির সহায়,
চঞ্চল স্বভাব মোর।
অবিলম্বে স্থির ভাব করিয়া ধারণ
রুদ্ধ করি গতি রাখিব আমার,
খর্ব্ব হবে অগ্নির প্রসার ;
বদ্ধ থাকি এক স্থানে
যাবে ক্রমে নির্ব্বাণের মুখে।

বরুণ। আমিও অচিরে বর্ষি বারিরাশি,
ধরাবক্ষ করিয়া প্লাবিত
নির্ব্বাসিত করিব অনলে ;

যতই ভীষণ মূর্ত্তি হউক তাহার,
মম স্পর্শে পল মাত্র নারিবে তিষ্ঠিতে।

ইন্দ্র। বড় প্রীতি পাইলাম বাক্যে তোমাদের।
যাও—যাও দেবগণ!
বিলম্ব না কর আর।
তারপর দৈত্যরাজ্যোপরি
সাধ্য মত কর অত্যাচার,
ক্ষুণ্ণ কর শক্তি দানবের।

[দেবগণের প্রস্থান।

রুদ্রসিংহ ও পুলস্ত্যের পুনঃ প্রবেশ।

রুদ্র। কোথায় দৈত্যগণ? ফেরুর মত দুষ্টের দল কোথায় পালালো? এখনও আমার অসির রক্ত-পিপাসার শান্তি হয় নাই।

পুলস্ত্য। নিবৃত্ত হও সেনাপতি! আর প্রাণীক্ষয় ক'রো না। দৈবানুগ্রহে অগ্নি ক্রমে নির্ব্বাণের মুখে যাচ্ছে। পবন দেব শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেছেন, অগ্নি আর প্রসারিত হ'তে পার্‌ছে না। তারপর ঐ দেখ, আকাশে কি ভীষণ মেঘের উদয় হয়েছে, শীঘ্রই বারিবর্ষণ হবে; আর আমাদের ভয়ের কারণ নাই।

রুদ্র। যান তবে ঋষিগণ! এখন নির্ব্বিঘ্নে দেশের এবং রাজার কল্যাণ-কামনায় দেবোদ্দেশে যাগ-যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হোন্; দেবগণই সৃষ্টির রক্ষক, দেবগণই সৃষ্টির পালনকর্ত্তা।

পুলস্ত্য। জগদীশ্বরের অপার করুণা তোমাদের উপর বর্ষিত হোক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রয়াগ রাজধানী—মন্ত্রণা-ভবন।

পুরূরবা, বিদূষক ও স্তাবকগণ।

স্তাবকগণ।—

গীত।

জয় জয় হে মহান নরকুলপতি,
অরাতিসূদন, সহস্র-কিরণ জিনিয়া শকতি ;
প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গল কারণ
কর অকাতরে দান জীবন,
পরম সুখেতে প্রজাগণ সতত করয়ে বসতি।
বিজিত দানব তব ভুজবলে,
সাম দান গুণে খ্যাত মহীতলে,
সুযশ-সৌরভে নির্ম্মল গৌরবে মোহিত এ ক্ষিতি।

[গীতকণ্ঠে স্তাবকগণের প্রস্থান।

পুরূরবা। ভাল নাহি লাগে কিছু ;
রাজ্য, রাজকার্য্য,
আবেদন, অভিযোগ, অর্থীর প্রার্থনা
স্থিরভাবে শুনিবার শক্তি নাহি আর।
বিচারের নামে অবিচার
সতত সম্ভব।
অস্থির চঞ্চল চিত্ত
চায় শুধু নির্জ্জনতা।

জন-কোলাহল
বর্ষে কর্ণে যেন তিক্ত বিষ-বাণ।
মনে হয় সদা—
শুনি তার সেই মধুমাথা কথা,—
শুনি—শুনি—শুনি
অবিশ্রান্ত অবিরাম
প্রাণ ভরি শুনি শুধু সে বীণার ধ্বনি,
দেখি তার ব্রীড়ানত নয়ন-কটাক্ষ,
দেখি তার মাধুরীমাথানো
ধীর সুললিত মরালের গতি,—
বক্ষে ধরি রাখি সেই নবনী-গঠিত
অলক্তের আভাবৃত কমলের ছবি।
বিজনে নির্জ্জনে,
মুখে মুখে বুকে বুকে
মিশাইয়া নয়নে নয়ন,
সাধ সদা থাকি তার সনে ;
হেরি তার রূপ,
শুনি তার গান।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভু'লে যাই,
থাকি মত্ত হ'য়ে প্রেমেতে তাহার।

বিদূষক। উত্তম! উত্তম! অতি চমৎকার! আচ্ছা মহারাজ! এটা আদিরসের কোন্ স্বর্গ? কত দিন পর রাজ্যে এলেন, রাজকার্য্য দেখ্‌বেন, দেশের অবস্থার কথা শুন্‌বেন, তা নয় উর্ব্বশী—উর্ব্বশী! বলি উর্ব্বশী তো আর পাখা তু'লে আকাশে উড়্‌ছে না?

পুরূরবা। জানি সখা! সে আমার ;
তবু যেন সখা! কেন মনে হয়,
হারাই হারাই সদা।
বুকে বুকে রাখি,
চোখে চোখে দেখি,
তবু যেন কত ভয়—কতই আশঙ্কা !
আহা! ত্রিদিববাসিনী,
আজি শুধু মোর তরে
মর্ত্ত্যে আসি করে বাস।
ত্যাগের নাহিক সীমা,
প্রেমের তুলনা কোথা ?
না—না, সব চিন্তা করি ত্যাগ,
হবো তার সুখে সুখী।
স্বপ্ন সব—স্বপ্নের জীবন,
কার রাজ্য কে করে শাসন ?
এ সুখ-স্বপনে
কেটে যায় যদি জীবন আমার,
ক্ষোভ কিছু নাহি তায়।

বিদূষক। আস্তে—আস্তে! লোকে শুন্‌লে ভাব্‌বে কি ? উন্মাদ ঠাওরাবে যে !

পুরূরবা। উন্মাদ!—উন্মাদ !
নাহি জানি লোকে কেন
উন্মাদেরে করে এত ভয় ?
জগৎ তো উন্মাদনাভরা।

রাজ্যজয় ?—এও এক উন্মাদনা ।
যোগ, যজ্ঞ, তপ ?—এও উন্মাদনা ।
যদি এই উন্মাদনামাঝে
থাকে শান্তি, থাকে সুখ অটুট অনন্ত,
কেবা নাহি চাহে তায় ?
সুখ, শান্তি জগতের শ্রেষ্ঠ আকিঞ্চন,
পেয়েছি তাহার স্বাদ ;
আর কোন সাধ
নাহি যথা জীবনে আমার ;
চ'লে যাবো মিলি দুই জনে
নাহি যথা কোন কোলাহল,
না বহে পবন, নাহি বিহগ-কূজন,
চ'লে যাবো—
চ'লে যাবো সেই বিজন নির্জ্জনে ।

বিদূষক । আমাকে সঙ্গে নেবেন তো ?

পুরূরবা । না, কাউকে নয় ; শুধু সে আর আমি । নির্জ্জন—নির্জ্জন—অতি নির্জ্জনে থাক্‌বো ।

বিদূষক । ঠিক বলেছেন মহারাজ ! নির্জ্জন, নিশীথ, নীরব এই সবই তো কাব্যের কথা ; আর পিরীতই হ'লো কাব্যের উৎস । তারপর মহারাজ জ্ঞানীও বটেন ; সবই তো স্বপ্ন ঠাওর ক'রে নিয়েছেন ; তবে মাঝে মাঝে সুখ-স্বপ্নের মধ্যে যে দুঃস্বপ্নটা আসে, সেইটাই যেন কেমনতর !

পুরূরবা । কি বল্‌ছো বয়স্য ?

বিদূষক । কিছু না—কিছু না মহারাজ ! আপনি আর বিলম্ব করবেন

না—যান, রাণী ব্যস্ত হ'চ্ছেন ; অযথা এত বিলম্বে একটা প্রলয় কাণ্ড হ'তে পারে। শেষে কি দীর্ঘনিশ্বাসে আর চোখের জলের তরঙ্গে ভেসে যাবেন ?

পুরূরবা। সত্য বয়স্য ! সে বড় অভিমানিনী।

বিদূষক। ঠিক কথা ; অভিমানই তো নারীর নারীত্ব। ওটা না থাক্‌লে তো মেয়েমানুষ মেয়েমানুষই হ'তো না।

পুরূরবা। আমি অন্তঃপুরে চ'ল্লাম। তুমি মন্ত্রী ও সেনাপতিকে ব'লো, আমি বিজন ভ্রমণে বহির্গত হবো ; তারা যেন আমার অনুপস্থিতিতে রাজ্যশাসন করেন।

[প্রস্থান।

বিদূষক। শীঘ্র যান্—শীঘ্র যান্ ; শেষে হয় তো গিয়ে "দেহি পদপল্লবমুদারম্"—"মুঞ্চময়ি মানমনিদানং" ক'রে ক'রে মাথা খুঁড়েও মানিনীর মানভঞ্জনের পালা শেষ কর্‌তে পার্‌বেন না। ধন্য তোমরা বাবা নারী-জাতি ! ধন্য তোমাদের কুহক-বিদ্যা ! তোমরা পুরুষকে সব কর্‌তে পার ; তোমাদের শ্রীচরণে সহস্র নমস্কার। এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি যেন নজর দি'ও না বাবা !

মন্ত্রী ও রুদ্রসিংহের প্রবেশ।

মন্ত্রী। অতি সুসংবাদ ব্রাহ্মণ ! মহারাজ কোথায় ?

বিদূষক। তিনি এখন নির্জ্জনে।

মন্ত্রী। নির্জ্জনে ?

বিদূষক। হাঁ।

মন্ত্রী। তাঁকে সংবাদ জানান হবে কেমন ক'রে ?

বিদূষক। তার উপায় তিনি ক'রে গেছেন। আপনি সেনাপতির

কর্ণে চীৎকার ক'রে বলুন,—অতি সুসংবাদ, আর সেনাপতি আপনার কর্ণে চীৎকার ক'রে বলুন,—অতি সুসংবাদ।

মন্ত্রী। আপনি কি বল্‌ছেন?

বিদূষক। ঠিকই বল্‌ছি। মন্ত্রী হ'য়ে চুল পাকালেন, আর এই সোজা কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না?

মন্ত্রী। কি বাতুলের মত বক্‌ছেন? অতি সুসংবাদ, রাজা শু'নে অতিশয় সন্তুষ্ট হবেন। দৈত্যেশ্বর কেশীধ্বজের সৈন্য প্রবলভাবে রাজ্য আক্রমণ করেছিল, সেনাপতি তাদিগকে ভীষণরূপে পরাজিত করেছেন। দৈত্যসেনাপতি চণ্ড মাত্র কয়েকটি সৈন্য নিয়ে বহুকষ্টে রাজধানীতে পলায়ন করেছে।

বিদূষক। বেশ, সন্তুষ্ট হওয়া গেল।

রুদ্র। যান্—যান্, মহারাজকে সংবাদ দিন।

বিদূষক। বলেছিই তো, তিনি নির্জ্জনে আলাপনে কালযাপন কর্‌ছেন। ভয়ে সেখানে কোকিল পাপিয়া অবধি ডাকে না। সেখানে এই বুড়ো মন্ত্রীর ভর্‌ভরানি, সেনাপতির বীরত্বের হুম্‌কী একটা যে মহা-প্রলয় সৃষ্টি কর্‌বে।

রুদ্র। আপনি কি বিদ্রূপ কর্‌ছেন ব্রাহ্মণ?

বিদূষক। কিছুমাত্র নয়।

মন্ত্রী। রাজার সঙ্গে কি সাক্ষাৎ হবে না?

বিদূষক। একেবারে না—একদম না—মোটেই না।

মন্ত্রী। আপনি যে হেঁয়ালি শুরু কর্‌লেন!

বিদূষক। সেটা আমার দুর্ভাগ্য! আপনারা প্রচীন, বিচক্ষণ; দেখে শুনেও যে এতদিন অনুমান কর্‌তে পারেন নি কেন, সেইটিতেই আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি! স্বর্গ থেকে ফিরে আস্‌বার পর রাজাকে আর রাজকার্য্য

পরিচালনা কর্‌তে দেখেছেন, না রাজার মুখে রাজ্যবিষয়ক কোন কথা শুনেছেন? আজ রাজার স্পষ্ট আদেশ হয়েছে, তিনি বিজন ভ্রমণে বহির্গত হবেন; রাজ্যের ভার আপনাদের উপর দিয়েছেন।

মন্ত্রী। তাই তো, বড় চিন্তার বিষয় তা হ'লে ব্রাহ্মণ!

বিদূষক। আপনারা চিন্তা কর্‌তে থাকুন, আমি একটু ভোজনের আয়োজন দেখিগে।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। ভালরূপ কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না সেনাপতি!

রুদ্র। ব্যাপার কি? চলুন্, একবার দেখা যাক্!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রম্য উপবন।

পুরূরবার বক্ষে মস্তক রক্ষা করিয়া উর্ব্বশী

পুরূরবা। হের রম্য উপবন;
ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে,
পাখী গায় মধুর সঙ্গীত,
ব্যাকুল তটিনী ছোটে
তরঙ্গে তরঙ্গে;
রঙ্গে খেলে মীনকুল,
রাজহংস হংসী সনে করে বিচরণ

ম.
বি।

শুভ্র পক্ষ করিয়া বিস্তার,
মত্ত ভৃঙ্গ ফুলে ফুলে করে মধুপান।
ভ্রমে বন্য পশু, কুরঙ্গ কুরঙ্গী
নৃত্য করে আনন্দ উল্লাসে ;
ভরা সৃষ্টি আনন্দ-মদিরামত্ত ।
এস প্রিয়ে !
মত্ত থাকি প্রণয়ে তোমার,
সব ভু'লে পান করি ও বদন সুধা ;
ভুলে থাকি এ বিশ্ব-জগৎ ।

উর্ব্বশী । কর—কর সখা অবিশ্রান্ত পান ;
যত মধু আছে,
সবটুকু লুটে নিয়ে
কাঙ্গালিনী কর মোরে,
কিছু মাত্র তাহে দুঃখ নাই ।
যত দিন যতক্ষণ চলে
এ উদ্দাম প্রেম,
ভাগিরথী বন্যা সম
দু'কূল প্লাবিত করি চলুক ছুটিয়া ।
এ উন্মত্ত প্রেম তব
ক্ষুধিত লালসাদৃপ্ত,
এই তীব্র ভোগ-লিপ্সা
তীব্র হলাহল সম অতি উগ্র,
শিরায় শিরায়
বিষ-ক্রিয়া করে বিদ্যুতের মত ;—

প্রতি ধমনীতে হ'য়ে প্রবাহিত
আনে সুপ্তিভরা মরণে ডাকিয়া।
সেই সুপ্তি, সেই মৃত্যু
শতবার শ্রেয়ঃ সখা !
কর্ত্তব্যজনিত মৃদু মন্দ প্রেম হ'তে।
চলুক্—চলুক্ সখা !
এই তৃপ্তিহীন উদ্দাম লালসা
যুগ যুগ জীবন ব্যাপিয়া।

পুরূরবা। ভয় নাই বিমানচারিণী
আনন্দ-সঙ্গিনী মোর !
ভুলে যাবো—ভুলে যাবো,—
কোন চিন্তা, কোন কার্য্য,
কর্ত্তব্যের কোন বাধা
ভাঙ্গিবে না আমাদের
এ জ্বলন্ত তৃষিত প্রণয়।
চল—চল সখি !
আরো দূরে করি পলায়ন ;
সংসারের কোন কোলাহল
যেন শ্রবণে না আসে আর।
শুধু তৃষ্ণা !
সুবিশাল তপ্ত মরুপথে
তৃষ্ণাতুর ভ্রান্ত পথিকের মত,
মায়া-স্বর উদ্দেশ করিয়া
ছুটে চলি অবিশ্রান্ত ;

মরু-মরিচীকা
স্নিগ্ধ সুশীতল কণ্ঠে
ডেকে নিয়ে যাক্ মরণের পথে।

উর্ব্বশী। সে মরণ শ্রেয়ঃ শত গুণে ;
সখা! নয়নে নয়নে,
বক্ষে বক্ষে দৃঢ় আলিঙ্গনে,
দীপ্ত এই ভোগ-উৎসমাঝে
ডুবে থাকি অবিরত।

পুরূরবা। তাই হোক্ সখি! তাই হোক্ ;
চল—চল,
দূরে—আরো দূরে করি পলায়ন।

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ।-

গীত।

দেখ্ যামিনী হাস্‌ছে সখি, সেজেছে আজ নূতন সাজে।
হাস্ সজনি সঙ্গে লো তার, (আজ) হাসির লহর ভুবনমাঝে॥
চাঁদের কিরণ মাখ্‌বো গায়, তারার হার পর্‌বো গলায়,
চিকণ চিকুর উড়্‌বে হাওয়ায় আজ সাজ্‌বো সখি নূতন সাজে,—
তায় কোকিলা ডাকে পাগল হাওয়া, হৃদে ধর্‌বো হৃদয়রাজে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুর—সুচিতার পূজাগৃহ।

পূজোপকরণ সহ সুচিতার প্রবেশ।

সুচিতা। নিত্য পতি-নিন্দা, অখ্যাতি তাঁহার,
নিত্য সহি কোন্ প্রাণে ?
আর তো সহে না প্রভু !
যেই পতি-নিন্দা শুনি পিতৃমুখে,
প্রজাপতি-সুতা
অকাতরে ত্যজিলেন দেহ,
সতী হ'য়ে সেই পতি-নিন্দা
নিত্য সহি কোন্ প্রাণে আর ?
শম্ভুর সেবক পতি ;
দেবশ্রেষ্ঠ যিনি,
আদিদেব বলি খ্যাত দেবতা-সমাজে,
সেই শম্ভু শ্মশানে মশানে
জপে হরিনাম,
ভৈরব-ভৈরবী নৃত্য করে ডমরুর তালে।
হরি হরে ভেদ নাহি কিছু।
শুনিয়াছি আমি,
সর্ব্বদুঃখ-হর, তাই নাম তাঁর হরি ;
তাই হরি-হর যুগল মিলন।

হর-পূজা যেইখানে,
হরি-পূজা সেই খানে ;
তাই আজি করি আমি হরির অর্চ্চনা।
হরি কৃপাময় !
হর ভ্রান্তি মোহ স্বামীর আমার,
দাও তাঁরে দিব্যজ্ঞান।
[ঘট স্থাপনপূর্ব্বক পূজারম্ভ।]

কেশীধ্বজের প্রবেশ।

কেশীধ্বজ — রাণি ! ওকি !
কার পূজা করিতেছ তুমি ?
কার ঘট গৃহমধ্যে করেছ স্থাপন ?
ধুতুরার স্থলে
কুন্দপুষ্প কেন করেছ সংগ্রহ ?
ও—বুঝেছি,
বিষ্ণু-পূজা করিতেছ তুমি।
ধিক্—ধিক্ তোমা নারি !
শ্রেষ্ঠ বৈরী যে বিষ্ণু মোদের,
যাহার কুচক্রে
মরণ অধীন আজ দানবমণ্ডলী,
যার নাম উচ্চারণে পাপ দানবের,
যার পূজা রাজ্যে নিষিদ্ধ আমার,
দৈত্যরাণী হ'য়ে
করিতেছ তুমি অর্চ্চনা তাহার !

শত ধিক্ তোমা রাণি !
শীঘ্র চূর্ণ করি ও ঘট বিষ্ণুর,
শম্ভু-ঘট তথা করিয়া স্থাপন
কর কায়মনে শম্ভুর অর্চ্চনা।

স্বচিতা। কে—স্বামিন্ ?
এসেছ দেবতা ?
এস—এস প্রভু,
এস নারায়ণ !
নারীর প্রত্যক্ষ উপাস্য দেবতা !
এতদিনে আজি
সার্থক অর্চ্চনা মোর।
জান না কি রাণী,
দেবগণ ঘোর শত্রু মোর,
করে মম প্রতি কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন,
মম রাজ্য'পরে করে অত্যাচার ?
সেই দুষ্ট দেবতার কর তুমি পূজা !
এক শম্ভু বিনা
দ্বিতীয় দেবতা নাহি ত্রিভুবনে।
শীঘ্র ওই পাপ পূজা করি পরিহার,
শম্ভুপদে দাও পুষ্পাঞ্জলি।

স্বচিতা। মহারাজ !
দেবতার সৃষ্ট এই ধরা ;
গোলোকের পতি হরি
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-ঈশ্বর ;

হরি-হর অভিন্ন মূরতি,
যথা হর, তথা হরি ;
হরিরে করিলে পূজা
হরের না হয় অপমান ;
একের করিলে পূজা
অন্যে তাহা করেন গ্রহণ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ত্রিগুণ-আধার—
ত্রিগুণ-আশ্রিত জীব ;
ত্রিগুণের কোনটির হইলে অভাব,
অচল এ দেহ ।
দেবগণ নানা ভাবে
সৃষ্টির মঙ্গল করেন বিধান।
হের,—চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, পবন
রক্ষা করে সদা এই বসুন্ধরা।
দেবগণ থাকিলে সন্তুষ্ট
থাকে ধরা সুজলা সুফলা ;
তাই জগতের কল্যাণ কারণে,
দ্বিজ ঋষিগণ সদা
জপ তপ পূজা আদি যোগে
করে তাহাদের সন্তোষবিধান।
দেবগণে নাথ! রাখহ সন্তুষ্ট ;
হবে তুমি সর্ব্বত্র বিজয়ী।

কেশীধ্বজ। দেবগণে পূজা ?
ভুল—ভুল তব রাণি!

অত্যাচারী খলমতি
হিংসাপরায়ণ দেবতামণ্ডলী,—
মূর্খ যেই, সেই করে পূজা তাহাদের ।
নিজ শক্তিবলে জিনি দেবগণে
দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধি রাখিব সকলে,
মম'পরে তাহাদের
সুখ-দুঃখ করিবে নির্ভর ।
কোন্ হেতু আমি
নত হবো হীন দেবতার কাছে—
দেবতার করিব অর্চ্চনা ?
এক শম্ভু বিনা
পূজা নাহি দিব অন্য দেবতার ।
শীঘ্র ওই পাপ ঘট করিয়া বিচূর্ণ,
শম্ভুপদে দাও পুষ্পাঞ্জলি ;
পূর্ণ হবে সকল বাসনা ।

সুচিতা । ভ্রান্তি ত্যজ দৈত্যরাজ !
নারী আমি,
সাধ্য কিবা করি আমি উপদেশ দান ?
শম্ভু-শক্তি যদি মান তুমি,
শম্ভু-শক্তি নানারূপে
নানা ভাবে হতেছে পূজিত ।
তরুণ বরুণ বায়ু তাঁরই শকতি
ভিন্ন নামে করে বিচরণ ;
দেবদ্বেষী হ'য়ো না ভূপাল !

কেশীধ্বজ। ক্ষান্ত হও,
আর যুক্তি চাহি না শুনিতে।
নারী তুমি,
কি বুঝাবো তোমা আর ?
অবিলম্বে ওই পাপ ঘট
দূর্ কর মম গৃহ হ'তে।
আমি জানি এক শম্ভু,
দ্বিতীয় দেবতা নাহি ত্রিভুবনে।
জান না কি
দেব-বৈরী বৃত্রের কাহিনী,
বাহুবলে যিনি জিনিলেন দেবগণে ?
ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দাসত্ব করিল তাঁর।

সুচিতা। জানি নাথ! জানি সে কাহিনী।
মহাতপা, মহাভক্ত দানবপ্রধান
ভক্তি-ডোরে বাঁধিলেন দেবেশ্বরে ;
মহারুদ্র সদয় তাঁহার প্রতি।
তুচ্ছ দেবগণ হবে বশীভূত
বিচিত্র নহেকো কিছু।
তুমিও স্বামিন্!
যোগ-তপঃ-বলে
তুষ্ট কর মহেশ্বরে,
সর্ব্ব ইষ্ট হইবে সাধিত ;
দেবগণ হবে বশীভূত,
শত স্বর্গ সৃষ্ট হবে ইঙ্গিতে তোমার।

কিন্তু নাথ !
পশ্বাচার নহে স্বর্গসৃষ্টি হেতু।
ধর্ম্মের বন্ধনে বদ্ধ কর দেবগণে,
অটল অচল হবে রাজ্য তব ;
স্বর্গধাম হবে ধরাধামে,
সফল মহর্ষি-বাক্য হইবে নিশ্চিত।

কেশীধ্বজ। শক্তি—শক্তি !
শুধু শক্তিপূজা এ মহীমণ্ডলে।
শক্তিমান্ চিরপূজ্য এই ধরাধামে।
শক্তিতে করিব বশ দেবতামণ্ডলী,
বৃথা ঘট-অর্চ্চনায় নাহি কোন ফল।
হেরি তব দুর্ব্বলতা
হাসিবেক দেবগণ,
নত হবে পতিশির তব।
সতী তুমি, পতি-ঋদ্ধি করহ বর্দ্ধন।
ফেলে দাও দূরে ঘট,
অন্য চিন্তা দেহ বিসর্জ্জন।

সুচিতা। ভেবেছ কি ঘট চূর্ণ করিলে রাজন্,
দেবতার যাইবে প্রভাব ?
দেবতার বিকাশ প্রভাব
মনোভাবে হয় প্রতিষ্ঠিত।
তুমি মৃৎপাত্র জ্ঞানে
চূর্ণ কর যদি ঘট,
ঘটের মহত্ব তাহে হইবে না ক্ষয় ;

তব ভাবে ভাবময় মৃৎপাত্র
মৃৎপাত্রভাবে হইবে চূর্ণিত।
আমি ভাবিয়াছি বিষ্ণুশক্তিময় ঘট,
বিষ্ণু প্রাণে হ'য়ে বিকসিত
ভাব-অনুযায়ী ফল করিবে প্রদান।
কিন্তু এই হিংসা, এই দ্বেষে
নাশ হবে সকল দানব;
পরিণামে অনুতাপে কাটিবে জীবন।
দানবরক্ষণ নহে রাজা!
দানবনিধন-যজ্ঞে হইয়াছ ব্রতী,
জেনো স্থির প্রভু!
বিলস-ব্যসন স্বর্গের সোপান নহে।
ত্যাগ স্বর্গ,—
প্রেম, ভক্তি, অনুকম্পা প্রতিষ্ঠান তার।
কর যদি মর্ত্ত্যে স্বর্গের কল্পনা,
ন্যায়, নিষ্ঠা, ভক্তি মূর্ত্তিময় করি
প্রতি জনে জনে করহ গঠন;
অমর হইবে দৈত্যগণ,
সত্য স্বর্গ হবে প্রতিষ্ঠিত।

কেশীধ্বজ। বুঝিলাম রাণি!
গুপ্ত শত্রু গৃহে তুমি মোর;
নহে পত্নী হ'য়ে কভু
শত্রু-শক্তি যাহে হয় বিবর্দ্ধিত,
করিতে কি তুমি তাহা?

করিতে কি সঙ্গোপনে বিষ্ণুর অর্চ্চনা ?
মহাপাপ তব মুখ করিলে দর্শন।

স্বচিতা। শক্র নহে দেবতা কাহারো,
ভক্তিতে দেবতা বশ।
দেবতার কাছে
নৃপতি, ভিখারী সকলি সমান।
দেবতার অনুকম্পা বিনা
শ্রেষ্ঠত্ব না হয় লাভ ;
দেবভক্ত দ্বিজ-ঋষিগণ তাই
শ্রেষ্ঠ পূজ্য জগতমাঝারে।

কেশীধ্বজ। যাও—যাও রাণি !
বৃথা বাক্য কর পরিহার।
অতি হিংসাপরায়ণ দুষ্ট দ্বিজগণ,
একের কল্যাণ তরে
করে অপরের অহিত কামনা ;
নিত্য পূজা, হবি আদি দানে
পুষ্টিবৃদ্ধি করে দেবতার।
ঘোর শত্রু দানবের তারা ;
অবিলম্বে বন্দী করি সবে
বাল-বৃদ্ধ অবিচারে করিব বিনাশ ;
ব্রাহ্মণপ্রভাবহীন করিব ধরণী।
যাই এবে, সেনাপতি চণ্ড বীরে
করিগে জ্ঞাপন ত্বরা আদেশ আমার।

[বেগে গমনোদ্যত]

সুচিতা। [বাধা দিয়া]
মহারাজ! মহারাজ!
নিজ সর্ব্বনাশ নিজে ক'রো না সাধন।
অতি ভয়ানক এই
তপোরত দ্বিজগণ;
ভক্তির জ্বলন্ত মূর্ত্তি,
অতি নিষ্ঠাবান নরের প্রধান।
সমাদরে নারায়ণ
বক্ষে ধরি পদ-চিহ্ন রাখিলেন যার,
দম্ভে চাহ করিবারে তারে নাশ?
আপন বিনাশ-পথ আপনার হাতে
সৃজন ক'রো না প্রভু!

কেশীধ্বজ। বার বার নারায়ণ,
বার বার ব্রাহ্মণের কথা!
হীনবীর্য্য নারায়ণ,
ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন
বক্ষে তাই করিয়া ধারণ,
দাসত্বের চিহ্নে অঙ্গ করেছে শোভন।
আমি নহি তার মত শক্তিহীন;
মোর কাছে ভীরুতার নাহিক প্রশ্রয়।
স্বহস্তে করিনু চূর্ণ ঘট তব,
দেখি, কত শক্তি ধরে তব নারায়ণ!

[বিষ্ণুঘট চূর্ণকরণ

সুচিতা। কি করিলে—কি করিলে প্রভু?

নারায়ণ! নারায়ণ!
অজ্ঞানের ক্ষম অপরাধ।

[চূর্ণ ঘট কুড়াইতে লাগিলেন।]

গীতকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—

গীত।

ভাঙ্গিলে কি হবে মেটে ঘটে?
মনের ভাবেতে ভাবময় আমি,
বিরাজিত সদা চিত্ত-পটে।
(আমি) পরমাত্মারূপে জীবদেহ-ঘটে
করি জ্ঞান বিতরণ,
(আবার) জ্ঞান-বিজ্ঞানে রাখি ঢেকে আমি
দিয়ে মায়া-আভরণ;
ঘটের বিনাশে দেহের পতন,
দেহীর তাহাতে কিবা ঘটে?

সুচিতা। এসেছ এসেছ প্রভু!
অভাগীর কাতর ক্রন্দন
পশিল কি শ্রবণে তোমার?
দয়াময় কৃপাসিন্ধু!
রক্ষা কর এ ঘোর সঙ্কটে।

[প্রস্থান।

কেশীধ্বজ। এ কে?—কৃষ্ণ!
হয়েছে উত্তম!
পাইয়াছি আজি তোমা;

বুদ্ধিমতী রাণী
কৌশলে তোমারে আনিয়াছে গৃহমাঝে।
আরে শঠ-শিরোমণি কপট লম্পট !
পলাইবে কোথা আর ?
যে লাঞ্ছনা এতদিন দিয়েছ দানবে,
খণ্ড খণ্ড করি দেহ তব
লব তার প্রতিশোধ ।

[কৃষ্ণকে কাটিতে উদ্যত, সহসা কৃষ্ণের অবিদ্যারূপ ধারণ ।]

কৈ ?—কৈ—কোথা গেল কৃষ্ণ ?
এ যে স্বর্গনির্ম্মাণের
উপদেশদায়িনী আমার !
কারে বিনাশিতে আমি হয়েছি উদ্যত ?
ছিঃ ছিঃ, মহাভ্রান্তি মোর !
এস—এস প্রিয়তমে—

[আলিঙ্গন করিতে উদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণ ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

রাখ সখা মোরে হৃদয়ে আঁকিয়া,
পলকের তরে থেকো না ভুলিয়া,
বিষাদ-ভাবনা দিব মুছাইয়া,
তুমি যাহা ভাব মোরে আমি তাই বটে ॥

[প্রস্থান

কেশীধ্বজ । কোথা যাও—কোথা যাও সখি ?

[পশ্চাদ্ধাবন করিতে উদ্যত ; সহসা বজ্রপাত ও ভূমিকম্প ।]

একি ! একি ! ধরিত্রী কাঁপিছে ঘন,
ধূমাচ্ছন্ন জগতমণ্ডল,
হু-হু-রবে প্রলয়ের শঙ্খ যেন বাজে !
ওকি—ওকি ! বিদীর্ণা ধরিত্রী !
ওঠে তপ্ত বালু কর্দ্দম ধাতুজ
গলিত লৌহের মত,—
ছেয়ে গেল দশ দিক !
পরশি বিমান
অগ্নিরাশি উঠিল জ্বলিয়া—
ভস্মীভূত হইল প্রাসাদ !
কোথা যাবো—কোথা যাবো,
কেমনে হইবে রক্ষা জীবন আমার ?

[বেগে প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কর্ম্মফলের প্রবেশ।

কর্ম্মফল।—

গীত।

এই পুড়তে হ'লো সুরু,
এম্‌নি ক'রে পুড়বে সকল যেমন শুষ্ক তরু।
যাবে রাজ্য যাবে পুত্র সবই তোমায় ছেড়ে,
মোহের ছলে থাক্‌লে ভু'লে দেখ্‌বে নাকো ফিরে,
ভাব্‌বে যখন দেখ্‌বে তখন সাম্‌নে ধূ-ধূ মরু।
খেলার জিনিষ এ সংসার ভেবেছ কি মনে,
তোমার মত কত শত হ'তেছে লয় প্রতিক্ষণে,
যেমন রোপন তেম্‌নি ফলন পাবে লঘু গুরু।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বৃক্ষতল।

চট্টরাজের প্রবেশ।

চট্টরাজ। থাক্‌তে পার্‌লাম্ না বাবা! ব'সে থাক্‌তে পার্‌লাম না। আর দিন দুই চক্ষু বুঁজে কাটাতে পার্‌লেই এক ঝাঁক মাগী শিষ্যি বাগানো যেতো। কি ব্যবসা বাবা! ও জ'মে উঠ্‌লে হল্‌দে কালো হয়, কালো সাদা হয়। মুখ দিয়ে যা বেরুক্ না কেন, সব বেদ পুরাণ। কি ঝনাৎ ঝনাৎ মোহরের শব্দ! আর ম'রে যাই বাবা কি চাউনির বহর!—লহর তু'লে দেয় প্রাণে। কিন্তু বাবা! সব মাটি কর্‌লে ক্ষিদে। ভেবেছিলাম, এবার আমাকে বাতাহারা ব'লে প্রচার ক'রে অবতার হ'য়ে বস্‌বো, পশারটাও খুব জম্‌কে উঠ্‌বে; কিন্তু থাক্‌তে পার্‌লাম না বাবা! পেটের জ্বালায় উঠ্‌তে হ'লো। ভগবান যদি মানুষকে সাপের গুণ দিতেন, তা হ'লে এ সব পশার জমানোর খুব একটা সুবিধে হ'তো। একটা ব্যাঙ্ কি ইন্দুর ধ'রে খেলেই বাস্,—সাত দিন দরকার নাই। কিছু হ'লো না, জন্মটা বৃথা গেল! পেটই আমার কাল হ'লো! হা পেট আর যো পেট!

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে লোভ ও লালসার প্রবেশ।

গীত।

– (আমরা) মিলেছি ভাল দু'টিতে,
গরম হালুয়া ফুল্‌কো লুচিতে।

লোভ।— আমারে যে না চিনেছে তার ভাগ্যে রম্ভা,

লালসা।— একাদশীর সঙ্গে আমার বিসম্বাদ লম্বা,

লোভ।— ভক্ত আমার ডুবে থাকে পানতুয়ার রসে,

লালসা।— আমায় ভুলে কত জনে চানা চিবায় ব'সে,

উভয়ে।— ধন্য সেই মোদের সেবায় পারে যে প্রাণ ত্যজিতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পুলস্ত্য ঋষির আশ্রম-সম্মুখ।

বস্ত্র দ্বারা আপন চক্ষু বাঁধিয়া সদ্যজাত শিশুপুত্র-কোলে উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উর্ব্বশী। মন! অধীর হ'চ্ছো কেন? পুত্রমুখদর্শন যে তোমার শাপবিমোচনের হেতু হবে। তবু সেই পুত্রমুখ দর্শনের জন্য এ তীব্র লালসা কেন? অপ্সরীর আবার মায়া-মমতা কি? মেনকা সদ্যজাতা দুহিতাকে মাংসভুক্ শকুনির সম্মুখে ফেলে দিয়েছিল। তবে আমার এ অপত্যত্যাগে এত মমতা কেন উপস্থিত হ'চ্ছে? ভোগ—ভোগ—শুধু ভোগ,—ভোগ-লালসাতেই এ দেহের মরু-মজ্জা গঠিত। তবু—তবু এ হৃদয়হীনার হৃদয়ে এ অপত্যস্নেহের উদয় কেমন ক'রে হ'চ্ছে? না—না, এ মমতা ছিন্ন করতেই হবে। ক্ষিপ্ত অতৃপ্ত পুরূরবা আমাকে ভোগের আবরণে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে; আমি সে সুখ-মোহ ত্যাগ করতে পারবো না। স্বর্গ—স্বর্গ, স্বর্গে কি আছে? অতৃপ্ততাই চরম সুখ!

সুখ অন্বেষণের আকুলতাই সুখবর্দ্ধক। শুধু তৃপ্তিতে কোন উন্মাদনা নাই। আমি এই বিরামবিহীন অতৃপ্ত ক্ষুধিত ভোগের মধ্যে ডুবে থাক্‌বো। আমি স্বর্গ চাই না—পুত্র চাই না, চাই শুধু ভোগ। শিশুকে এই আশ্রমদ্বারে শুইয়ে রেখে যাই; কৃপাময়ী ঋষিনারীগণের কৃপায় নিশ্চই এর জীবন রক্ষা হবে। [শিশুকে ভূমিতে শোয়াইয়া রাখিল] একি বাধা! চরণ যে উঠ্‌তে চায় না! বাছা! বাছা! [শিশুর মুখ-চুম্বন] দেখি—দেখি, চাঁদমুখ দেখি;—হোক্ মুক্তি। [চক্ষুর বস্ত্র খুলিতে উদ্যত] পুরূরবা! পুরূরবা! না—না, তোমায় ত্যাগ করতে পার্‌বো না। পালাই—পালাই! [প্রস্থান।

সুলক্ষণার প্রবেশ।

সুলক্ষণা। কি বীরত্ব! কি মহত্ত্ব! নারীর সম্মান রক্ষার জন্য পরদুঃখকাতরহৃদয় মহারাজ পুরূরবা এইখানে ভীষণ দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রবর্ত্তী হয়েছিলেন। মুহূর্ত্তে দৈত্যরাজ পুরূরবার বিক্রমে পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করলে। কি সে সৌম্য মধুর মূর্ত্তি! পুরূরবা! পুরূরবা! তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি তুমিই আমার হৃদয়েশ্বর। আমি যুগ-যুগ তোমার জন্য অপেক্ষা করবো, তোমার যোগ্যা হবো। তুমি কৃপাময় মহান-হৃদয়, নিশ্চই দাসীর বাঞ্ছা পূর্ণ করবে; তোমার পদপ্রান্তে দাসীরূপে অধিনীকে একটু স্থান দেবে। একি! সদ্যোজাত শিশু এখানে প'ড়ে কেন? [শিশুকে দেখিয়া] কোন্ পাষাণী এই ননীর পুতুল ফেলে দিয়ে গেছে? কি আশ্চর্য্য, এই শিশু যেন রাজা পুরূরবার ক্ষুদ্র আলেখ্য! এস শিশু! এস, আমি তোমায় সযত্নে পালন করবো।

[শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থান।

পুরূরবার প্রবেশ।

পুরূরবা। উর্ব্বশী কোথায় গেল? কল্য রাত্রি হ'তে অকস্মাৎ সে নিরুদ্দেশ। আমি তো তার কাছে কোন অপরাধ করি নি। আমায় ত্যাগ ক'রে কোথায় চ'লে গেল?

সুলক্ষণার পুনঃ প্রবেশ।

সুলক্ষণা। [স্বগত] একি! মহারাজ যে কুটিরদ্বারে উপস্থিত! মহারাজকে উন্মনা দেখ্‌ছি। সদানন্দ পুরুষ এত উন্মনা কেন? কিসের দুঃখে ইনি দুঃখিত? হায়! এর দুঃখ যদি একটুকুও দূর কর্‌তে পার্‌তাম, তা হ'লে নিজেকে পরম ভাগ্যবতী মনে কর্‌তাম। মহারাজকে অভ্যর্থনা করা উচিত। দ্বার থেকে অতিথি ফিরে যাবে,—পিতা কি মনে কর্‌বেন? কিন্তু আমার যে কথা বল্‌তে কেমন সঙ্কোচ বোধ হ'চ্ছে! না—না, সঙ্কোচ কর্‌লে চল্‌বে না। অতিথি বিমুখ হ'য়ে ফিরে যাবে, তা কখনো হবে না। লজ্জা! তুমি ক্ষণেকের জন্য আমায় মুক্তি দাও, আমি রাজ-অভ্যর্থনায় অগ্রসর হই। [প্রকাশ্যে] মহারাজ!

পুরূরবা। কে তুমি ভদ্রে! আমায় সম্বোধন কর্‌ছো?

সুলক্ষণা। আমি মহর্ষি পুলস্ত্যের কন্যা। আপনি শ্রান্ত, অভ্যাগত, তাই আপনাকে অভ্যর্থনা কর্‌ছি। আপনি আশ্রমমধ্যে আগমন করুন, আমরা সাধ্যমত আপনার পরিচর্য্যার ব্যবস্থা কর্‌বো।

পুরূরবা। [স্বগত] কি সরল সুন্দর মধুর উক্তি! চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে যেন একটা আনন্দের উৎস ঢেলে দিলে! [প্রকাশ্যে] সত্যই ভদ্রে! আমি শ্রান্ত; তোমার অযাচিত এই সরল আতিথেয়তা আমি সাদরে গ্রহণ কর্‌ছি।

সুলক্ষণা। মহারাজের যথেষ্ট অনুগ্রহ; এখন আসুন।

উভয়ে প্রস্থানোদ্যত ও উর্ব্বশীর পুনঃ প্রবেশ।

উর্ব্বশী। না—না, ত্যাগ করতে পারবো না। দেখে যাই, দেখে যাই—বারেক তার চন্দ্রবদন দেখে যাই। [সহসা সুলক্ষণার সঙ্গে পুরূরবাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া] একি! মহারাজ! উত্তম! উত্তম! চমৎকার ব্যবহার!

পুরূরবা। একি! উর্ব্বশী!

উর্ব্বশী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেই দুর্ভাগিনীই বটে! তবে বড় অসময়ে এসে পড়েছি, বড় সুখে বাধা দিয়েছি; ক্ষমা করবেন।

[প্রস্থানোদ্যত]

পুরূরবা। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

উর্ব্বশী। যাচ্ছি;—কোথায়? সে চিন্তা করবার অবসর পাই নি মহারাজ! যেতে হবে—কোথাও যেতে হবে। স্বর্গবঞ্চিতার সত্যই কোথাও স্থান নেই।

পুরূরবা। তুমি কি বলছো?

উর্ব্বশী। আমি ঠিক বলছি মহারাজ! ভ্রম—ভ্রম, বিষম ভ্রম! অতি সুখে বিধির অভিসম্পাত। আমি অভিশাপগ্রস্তা,—সত্যই অভিশাপগ্রস্তা। নাট্যাচার্য্য যখন অভিশাপ দিয়েছিলেন, তখন মনে হয়েছিল তিনি অভিসম্পাত-ছলে আশীর্ব্বাদ করছেন। আজ বুঝেছি, কঠোর—কঠোর—অতি কঠোর অভিসম্পাত। স্বর্গনিবাসিনী হ'য়ে তুচ্ছ মানবের প্রেমে মুগ্ধা হয়েছি। রঙ্গমঞ্চে লক্ষ্মীর অংশ গ্রহণ ক'রে নারায়ণের নামের পরিবর্ত্তে হৃদয়-আবেগে পুরূরবার নাম উচ্চারণ করেছিলাম। ঠিক—ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে! উঃ! আজ বুঝেছি, নরলোক কি বীভৎস!

এর শ্বাসবায়ু প্রাণনাশক! আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে; যাই—যাই—[প্রস্থানোদ্যত]

পুরূরবা। কোথায়?—কোথায়?

উর্ব্বশী। দূরে—দূরে—অতি দূরে; পর্ব্বত, কান্তার, যেখানে দু'চোখ যায়। নদ, নদী সব ছেড়ে ছুটবো,—খুঁজে দেখবো, কোথায় লম্পটের প্রলোভন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়—কোথায় প্রাণ নিয়ে এ খেলার অভিনয় হয় না; প্রণয়ের উপযুক্ত প্রতিদান কোথাও আছে কি না? স্বর্গ! স্বর্গ! এই জ্বালাহীন ব'লেই তুমি স্বর্গ। প্রণয়ে আবেগ নাই, বিরহে ব্যথা নাই, শোকে অশ্রুজল নাই। আমি সেই ত্রিদিববাসিনী, আজ শোক-দুঃখসঙ্কুল ব্যথা-বিজড়িত জরা-মৃত্যুর আগার এই ধরাধামে কৃতকর্ম্মের দোষে হতাশ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। উঃ—উঃ! শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে! শত বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা! পুরূরবা! পুরূরবা! আমার উদ্দাম প্রেমের এই পরিণাম! যাই—যাই—

[প্রস্থান।

পুরূরবা। কোথা যাও—কোথা যাও?—[পশ্চাদ্ধাবন]

সুলক্ষণা। একি ব্যাপার! কিছু তো ভালো বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। মহারাজ নারীর পশ্চাতে ছুটলেন কেন? ও—বুঝেছি, এ নারী বিপদ-গ্রস্তা—উন্মাদিনী; বোধ হয় তার সাহায্যের জন্য মহারাজ এই নারীর পশ্চাদ্ধাবন কর্‌লেন। আহা! শ্রান্ত মহারাজ বিশ্রামের অবকাশ পেলেন না। সত্যই পুরূরবা! তুমি উদার—মহান্; তোমার চরণে শত শত নমস্কার!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্বর্গ—ইন্দ্রালয়।

রম্ভা ও মেনকার প্রবেশ।

রম্ভা। কল্যকার নৃত্যসভায় আমিই সর্ব্বসমক্ষে প্রশংসিতা হয়েছি।

মেনকা। সেটা তোমার সৌভাগ্য; তবে সূক্ষ্ম বিচারে কি হ'তো, জানি না?

রম্ভা। দেবরাজ প্রভৃতি সকলেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কি সূক্ষ্ম বিচারক্ নন্?

মেনকা। সে কথা যদি বল, দেবরাজ তোমার একটু বেশী পক্ষপাতী।

রম্ভা। তুমি কি বল্‌তে চাও যে, তাঁরা পক্ষপাতিত্ব ক'রে কল্য আমার কণ্ঠে পারিজাত হার পরিয়ে দিয়েছেন?

মেনকা। সেটা অতিরঞ্জিত কথা নয়; বোধ হয়, তুমি ক্ষুণ্ণমনা হবে ব'লে দিয়েছেন। তবে এক দিন উপহার লাভ ক'রে তোমার মনে করা উচিত নয় যে, তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

রম্ভা। এত অভিমান কেন ভাই? আজ আর আমি গাইবো না।

মেনকা। রম্ভা! এত গর্ব্ব ভাল নয়।

তিলোত্তমার প্রবেশ।

তিলোত্তমা। এ তো রমণীর স্বভাবসিদ্ধ মেনকা! কিন্তু একজন

যদি উপস্থিত থাক্‌তো, তা হ'লে আজ তোমাদের মধ্যে এ প্রতিযোগিতা উপস্থিত হ'তো না।

মেনকা। কে সে তিলোত্তমা ?

তিলোত্তমা। কেন, ভুলে গেছ ?—আমাদের প্রিয় সখি উর্ব্বশী।

মেনকা। হ্যাঁ, উর্ব্বশীর শ্রেষ্ঠত্ব আমরা সকলেই স্বীকার করি ; তা ব'লে রম্ভার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কর্‌তে পার্‌বো না।

তিলোত্তমা। বৃথা দ্বন্দ্ব ক'রে চিত্তবৃত্তি নষ্ট ক'রো না মেনকা!

নারদের প্রবেশ।

নারদ। আবার তোমাদের মধ্যে কিসের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'লো বৎসগণ ?

তিলোত্তমা। আসুন প্রভু! [সকলের প্রণাম]

নারদ। তোমাদের কল্যাণ হোক্। দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ কর বৎসগণ! কামনা হ'তে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। জান, এই কামনা হ'তে উর্ব্বশীর পতন হয়েছে। এ স্বর্গ,—বাসনা-কামনার স্থান নয়, হিংসা-দ্বন্দ্বের স্থান নয়। এ সকল বৃত্তি হৃদয়ে জাগরিত হ'লেই তার এ স্থান হ'তে পতন হ'য়ে, বাসনা-কামনার স্থল, হিংসা-দ্বেষের আকর মর্ত্ত্যলোকে গতি হবে। যার মনের ভাব যখন যেরূপ হয়, তার গতিও ঠিক সেই মত। উর্ব্বশীর পতনের কারণ কি জান ? সে যে একবার মর্ত্ত্যভ্রমণে গিয়েছিল, তাতেই তার হৃদয়ে হীন লালসার উদয় হয়েছিল, তাতেই সে পুরূরবাকে দেখে মুগ্ধা হয়েছিল ; নচেৎ তার এ পতন হ'তো না।

মেনকা। আহা, সখি আমাদের সেই মর্ত্ত্যলোকে বাস কর্‌ছে! না জানি, কত কষ্টই না ভোগ কর্‌ছে!

তিলোত্তমা। সখির উদ্ধারের আর কত বাকী প্রভু ? মনে ক'রে-

ছিলাম সখির সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বো, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, গুরুদেব আমাকে সে আদেশ কর্‌লেন না।

নারদ। উর্ব্বশীর উদ্ধারের সময় হ'য়ে এসেছিল; কিন্তু স্বেচ্ছায় সে আপনার ভোগ বাড়িয়ে নিয়েছে। মর্ত্ত্যে গিয়ে তার মনে প্রবল ভোগ-লিপ্সা জেগে উঠেছিল; ভোগ-বাসনায় অন্ধ হ'য়ে সে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হয়েছিল। পুত্রবতীর প্রধান কর্ত্তব্য পুত্রপালন। উর্ব্বশী পুত্র প্রসব ক'রে তাকে পালন করা দূরে থাক্, ভোগ-লালসার বশে তার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন না ক'রে বনমধ্যে তাকে ফেলে দিয়েছিল। মর্ত্ত্যে গিয়ে ঠিক সে মর্ত্ত্যবাসিনীর স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু বিধির বিধান অলক্ষ্য; পুত্র প্রসব হ'তেই রাজার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটেছে; এখন বনে বনে হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছে! সে নিজের কর্ম্মে নিজে জড়িত হ'য়ে পড়েছে; তার উদ্ধারের এখনও অনেক বাকী। যাও,—ঐ দেবরাজ আস্‌ছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা কর।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

অপ্সরীগণ।—

গীত।

জেন সখি আজি সেই পুরাণো সুর,
সে সুরেতে ভরা ভুবন ভুলোক দ্যুলোক ভরপুর।
শাশ্বত এ সুরের ধনি চিরন্তন ধন,
এই সুরেতে আদি সৃষ্টি সুপ্তি জাগরণ,
বিশ্ব-কম্পন উজান প্লাবন সকল বন্ধন দূর।

[অপ্সরীগণের প্রস্থান।

ইন্দ্র । মহাভাগ !

হৃদি-দ্বন্দ্ব নিবারিতে নারি ।

কতরূপে ভুলিবারে চাই,

ভুলিতে না পারি ।

অগ্নিসম স্মৃতি সেই

অহরহ দগ্ধ করে মোরে ।

ভিক্ষা করি ঋষির আশ্রমে,

আনিলাম উর্ব্বশীরে

স্বর্গ-শোভা করিতে বর্দ্ধন ;

নর সনে হ'লো প্রীতি তার !

দেবতাবাঞ্ছিত এই স্বর্গের বিভব,

অবহেলে পদে দলি

চ'লে গেল মর্ত্ত্যলোকে পুরূরবা-সাথে !

বিচিত্র নারীর চিত্ত বুঝিতে না পারি ।

নারদ । ক্ষোভ ত্যজ সুররাজ !

কেন ভুলে যাও

ভীষণ বাসনা-তাপে দগ্ধ জীবগণ,

বাসনা করিতে ছেদ

অহরহ করে তপ ?

হৃদি-দ্বন্দ্বে পীড়িত লাঞ্ছিত সদা,

কত তাপে দগ্ধ জীব ?

বিজ্ঞ তুমি,

হীন বাঞ্ছা কেন করিয়া পোষণ

দগ্ধ হও অবিরত ?

হীন বাসনার ফলে
মর্ত্ত্যলোকে গতি উর্ব্বশীর।
তুমি দেবরাজ!
শ্রেষ্ঠ, যোগ্য, জ্ঞানবান, ধীমান্ পুরুষ,
চঞ্চলতা সাজে না তোমার।

ইন্দ্র। সব বুঝি প্রভু!
কিন্তু নিবারিতে নারি মনোভাব।
মনে ভাবি—
পুরূরবা-রাজ্য করিয়া বিধ্বংস,
উর্ব্বশীর সম্মুখে তাহার
যথোচিত দণ্ড করিয়া বিধান,
লই এর প্রতিশোধ।

নারদ। অতি হীন, অতি নীচ কল্পনা তোমার।
উচ্চ চিত্ত উচ্চ বৃত্তি না হ'লে গঠিত,
স্বর্গে স্থান কভু নাহি হয়।
দোষ কিবা প্রয়াগপতির?
রমণী-কটাক্ষে কেবা নাহি ভুলে?
তুমি যে দণ্ডের করেছ কল্পনা,
প্রতিহিংসা বৃদ্ধি হয় তাতে;
মনের উপর নাহি হয় প্রভাব বিস্তার।
মহত্ত্বের কাছে নতশির জীব,
প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা করে আনয়ন।
নিজ শাস্তি নিজ হস্তে
পুরূরবা করেছে গ্রহণ।

প্রেমহীন উদ্দাম লালসা
শান্তি নাহি দেয় কভু।
অতি শীঘ্র পুরূরবা
দগ্ধ হবে লালসার তাপে,
পরিণাম শুভ নহে কভু।
অনুতপ্তা উর্ব্বশীও
কৃতকর্ম্মে নেত্র-নীরে ভাসিবে নিয়ত।
অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চনের মত,
অনুতাপ-দগ্ধা নারী
স্বর্গযোগ্যা হইবে গঠিতা,
হেতু তার রাজা পুরূরবা।
বন্ধু তব পুরূরবা জেনো,
ক্ষোভ ত্যজ তুমি তার প্রতি।

ইন্দ্র। বুঝিয়াছি দেব!
অজ্ঞান অধম আমি,—
আজি হ'তে সব ক্ষোভ দিনু বিসর্জ্জন,
বন্ধু মোর আজি হ'তে রাজা পুরূরবা।

নারদ। তুষ্ট আমি শুনি তব দেবোচিত বাণী।
দেবরাজ তুমি,
দেবের কর্ত্তব্য করিয়া পালন,
করি আশীর্ব্বাদ—
শ্রেষ্ঠত্বে, মহত্বে থাক তুমি সবার উপর।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গভীর অরণ্য—যজ্ঞস্থল।

পুলস্ত্য ও ঋষিগণের প্রবেশ।

পুলস্ত্য। যজ্ঞের সময় উপস্থিত; আসুন, এখন যজ্ঞে ব্রতী হওয়া যাক্।

১ম ঋষি। আমার একটি নিবেদন শ্রবণ করুন। ধ্বংসশীলা পৃথিবীতে সকলেরই একদিন ধ্বংস আছে; দানবকুলেরও তো একদিন ধ্বংস হবে! কেন তবে অহিংসা-ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ আমরা, তাদের নিধন-কামনায় যজ্ঞ কর্‌তে যাই? এতে বরং আমাদেরই শক্তির ক্ষুণ্ণতা আনয়ন কর্‌বে। তার চেয়ে জগতের ইষ্টকল্পে নিষ্কাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই আমার মতে যুক্তিযুক্ত।

২য় ঋষি। তারা অত্যাচার কর্‌বে, আর আমরা সব নীরবে সহ্য কর্‌বো? তারা আমাদিগকে পুড়িয়ে মার্‌বে—অন্নহীন কর্‌বে—জীবন্মৃত ক'রে রাখ্‌বে, তবু আমাদের সহ্য কর্‌তে হবে? আকাশের দিকে চেয়ে, ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে নীরবে চোখের জল ফেল্‌তে হবে; তাও চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌তে পার্‌বো না—ব্যথা জানাতে পার্‌বো না? চমৎকার ক্ষমা! চমৎকার সহিষ্ণুতা!

১ম ঋষি। ধর্ম্ম রক্ষক, অধর্ম্ম নাশক। এ পর্য্যন্ত কত দানব এসে এই নিরীহ ধৈর্য্যপরায়ণ ব্রাহ্মণ জাতির উপর কত প্রকার কত অত্যাচার করেছে, কিন্তু যতদিন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বজায় থাক্‌বে, ব্রাহ্মণের ত্যাগ তিতিক্ষা অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে, ততদিন এ জটা-বল্কলধারী শীর্ণদেহ ব্রাহ্মণ জাতি জগতে চিরপূজ্য হ'য়ে থাক্‌বে। দানবের অত্যাচার দেখে

ভীত ব্যাকুল হ'চ্ছো কেন? আমাদের উপর অত্যাচার না কর্‌লে আমাদিগকে দুর্দ্দশার চরম দশায় পাতিত না কর্‌লে যে তাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হবে না। সহ্য কর, ধরিত্রীর মত সহ্যশীল হও, ধৈর্য্যে পর্ব্বতের মতন অটল হও; তারা উল্লাসে অত্যাচার কর্‌তে থাকুক্, তোমরা নীরবে সব মাথা পেতে গ্রহণ কর, তাদের অধর্ম্মের পসরা পূর্ণ হ'তে দাও।

২য় ঋষি। ক্ষমা কর্‌বেন মহাভাগ! দাঁড়িয়ে ধ্বংস হ'য়ে যাবো, প্রতিরোধ কর্‌বার জন্য রেখে যাবো সুদূর ভবিষ্যৎ? সে ভবিষ্যৎ কি, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। অত্যাচারের প্রতি অত্যাচার, এই তো শাস্ত্রনীতি। আমরা যেটাকে এখন ক্ষমা ব'লে প্রচার করি, সেটা আমাদের ক্ষমা নয়; আমাদের দুর্ব্বলতাকে একটা নূতন আখ্যা দিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা কর্‌বার একটা পথ মাত্র; কিন্তু আর আত্মপ্রবঞ্চনা করা চলে না। চোখের সম্মুখে মাতা-কন্যার অপমান; বংশের স্মৃতি-জড়িত ক্ষুদ্র কুটিরখানি, তাতেও আমাদের অধিকার নাই,—তাও দুষ্ট দৈত্য এসে ধ্বংস ক'রে দেবে। এ সহ্য নয় মহাভাগ! অপমৃত্যু।

১ম ঋষি। শান্ত হও বৎস! জগতের উন্নতি-অবনতি বিচিত্র ব্যাপার। যদিও সময়ে সময়ে এ বীভৎস অত্যাচারের বিরুদ্ধে মন উত্তেজিত হ'য়ে উঠে, ইচ্ছা হয় এই ধ্বংসক্ষেত্রের মাঝখানে একবার করাল মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে এই জীর্ণ উপবীতের বিদ্যুৎ-শক্তি জগৎ সমক্ষে প্রচার ক'রে দিই, কিন্তু বৎস! চিন্তা ক'রে দেখেছি, এমনি ক'রেই জগৎ চলে, এমনি ক'রেই মানুষ মানুষ হয়; তাই স্থির ধীর হ'য়ে ইষ্টকল্পে যজ্ঞ করাই আমি সঙ্গত মনে করি।

পুলস্ত্য। মহাভাগের বাক্যই শিরোধার্য্য; আমি ইষ্টকল্পে যজ্ঞ করাই সঙ্কল্প কর্‌লাম। আপনারা সকলে তারই জন্য প্রস্তুত হোন্।

২য় ঋষি। কিন্তু এই যজ্ঞ কি সম্পন্ন হ'তে দেবে? এখনই বহু বাধা উপস্থিত হবে।

পুলস্ত্য। চিন্তা ত্যাগ কর বৎস! এ যজ্ঞের বাধা উপস্থিত হ'তে পারবে না। এ যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করতে কেউ এলে সে আপনি এসে যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হবে। আমি এখন যজ্ঞে ব্রতী হবো, আপনারা বেদগান আরম্ভ করুন। [যজ্ঞারম্ভ] "ওঁ ভূ স্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, স্বঃ স্বাহা।" [জপারম্ভ]

ঋষিগণ।—

।

উদার অম্বর, বিতর সাম্য বরিষ আশিস্-বাণী,
প্রীতি প্রেমে হউক পূর্ণ হাসুক্ শ্যামলা ধরণী।
দেহ কিরণ কিরণমালী, হিল্লোল দেহ সমীরণ,
চন্দ্রমা হইতে ঝরুক্ সুধা, কর অনুকূল বরিষণ,
স্বচ্ছ সলিল বক্ষে ধরিয়া হাসুক্ তরঙ্গিনী।
ব্যাধি ক্লেশ কর বিদূরিত, নীরোগ দেহ করহ দান,
শত্রুভয় কর নিবারিত, উঠুক্ গগনে সাম গান,
দেহ শান্তি শক্তি পুষ্টি, দেহ ভক্তি নারায়ণি।

নেপথ্যে চণ্ড ও দৈত্যগণের প্রবেশ।

চণ্ড। ঐ দেখ দৈত্যগণ! যজ্ঞধূম উত্থিত হ'চ্ছে; এই বনে দুর্ব্বৃত্ত ঋষিগণ যজ্ঞ আরম্ভ করেছে। অবিলম্বে আবর্জ্জনাদি নিক্ষেপ ক'রে যজ্ঞ নষ্ট কর এবং হবিপাত্র কেড়ে নিয়ে এস, কোনরূপে যেন যজ্ঞ পূর্ণ হ'তে না পারে; তা হ'লে দানবভাগ্যে বড়ই অমঙ্গল। যাও, বিলম্ব ক'রো না; শীঘ্র অগ্রসর হও।

[দৈত্যগণসহ চণ্ডের প্রস্থান।

২য় ঋষি। দেখুন, দেখুন ঋষিমণ্ডলি! দুষ্ট দৈত্যগণ বিমানপথে উত্থিত হ'তে যজ্ঞকুণ্ডে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ কর্‌তে আস্‌ছে; সব পণ্ড হ'লো—সব পণ্ড হ'লো!

১ম ঋষি। তাই তো—তাই তো, কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায় কি? আর বুঝি যজ্ঞ পূর্ণ হ'লো না।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। ঋষিগণ! আপনারা চিন্তিত হবেন না। দেব-‍
আপনারা যে প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা দেখাচ্ছেন, তার জন্য সকলেই আমরা আপনাদের উপর সন্তুষ্ট। অচিরেই দুরাচার দৈত্যগণ পতিত হবে।

চণ্ডের প্রবেশ।

চণ্ড। আরে দুষ্ট দুরাচার! হীন কুকুরের মত চুপে চুপে ঋষিদের যজ্ঞ-হবি গ্রহণ কর্‌তে এসেছিস্? জানিস্, দেবকুল-বৈরী দানব এখানে বিদ্যমান?

ইন্দ্র। দেবতার কর্ত্তব্য দেবতা প্রতিপালন করেছে। যতদিন বিধাতার সৃষ্টি থাক্‌বে, ততদিন দেবতা তার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হবে না; দেবভোগ্য হবি দেবতারই ভোগ্য থাক্‌বে।

চণ্ড। দেবভোগ্য হবি এখন থেকে দানবের ভোগ্য হবে, দেবপূজাস্থলে ধরাতলে দানবের পূজা প্রতিষ্ঠিত হবে, দানব সকলের ভাগ্যদাতা হবে; দেবতার কোন অধিকার আর আমরা রাখ্‌বো না।

ইন্দ্র। বটে রে নীচ দানব! এত বড় স্পর্দ্ধার কথা তোর? যদি কোন দিন দেব-নিধন-সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারিস্, তা হ'লে দেব-অধিকার লাভে সমর্থ হ'তে পার্‌বি।

চণ্ড। আয় নির্লজ্জ! দানবের দেব-অধিকার লাভ কর্‌বার শক্তি আছে কি না, তবে দেখ্—

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

পুলস্ত্য। এইবার শেষ আহুতি প্রদান ক'রে যজ্ঞ সমাধা করি। "ওঁ ভূঃ ভুঃ স্বাহা"। [যজ্ঞে আহুতি প্রদান]

দুইজন দৈত্যের প্রবেশ।

১ম দৈত্য। একি বাবা! টানে যে!—

২য় দৈত্য। রক্ষা কর বাবা, রক্ষা কর; জলজ্যান্ত আর আগুনে পুড়িও না।

পুলস্ত্য। আকর্ষণে দৈত্যগণ নিজে নিজেই যজ্ঞকুণ্ডে পড়্‌তে এসেছে।

১ম দৈত্য। হ্যাঁ বাবা ঋষি, ঠিক বলেছ বাবা! নিজে নিজেই পড়্‌তে এসেছি, ঝল্‌সানোর ইচ্ছে হ'চ্ছে।

২য় দৈত্য। বাবা! তোমরা তো মানুষ খাও না, তবে এ দৈত্যদের পুড়িয়ে খাবার চেষ্টা কর্‌ছো কেন বাবা?

১ম দৈত্য। বাবা! দৈত্যের হাড় বড় শক্ত বাবা! বুড়ো মানুষ চিবুতে পার্‌বে না।

২য় দৈত্য। "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়"; কোন কাজে লাগ্‌বে না বাবা!

১ম ঋষি। এ হীনদের প্রাণনাশের আবশ্যক দেখি না, এদের আকর্ষণী মন্ত্র হ'তে অব্যাহতি দিন।

পুলস্ত্য। যাও হতভাগ্যগণ! ব্রাহ্মণের যজ্ঞনাশের চেষ্টা কদাচ ক'রো না।

১ম দৈত্য। না বাবা না, কখনো না; এই নাকে কানে খৎ। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বাবা! তোমাদেরও পৈতে আছে,

আরও অনেকের পৈতে আছে ; তারা কোন্‌দেশী ব্রাহ্মণ বাবা ? টপাট গিল্‌ছি, কচুকাটা কর্‌ছি,—শুধু মুখে হুম্‌কি, বলে—ভস্ম কর্‌বে ; কি গায়ে তো বাবা একটা ফোস্কাও পড়ে না।

২য় দৈত্য। হ্যাঁ ঋষি বাবা! তোমাদের পৈতের যে এত ধার তা তো কখন জানি না ; দয়া ক'রে চিনিয়ে দাও বাবা, কোন্‌গুলে আমরা ধর্‌বো আর গিল্‌বো ; সাক্ষাৎ এ কেউটের কাছে যেন আস্‌তে না হয় বাবা !

পুলস্ত্য। দৈত্য ! তোমরা ঠিক বলেছ। হীনত্ব হ'তেই ব্রাহ্মণের অধোগতি ; যজ্ঞসূত্রের অবমাননা এ জাতির পতনের হেতু। যজ্ঞসূত্র ধারণ ক'রে যোগ্যতার অভাবে, কর্ম্মের অভাবে তারা নিজেদের এত হীন ক'রে তুলেছে যে, আজ তোমাদেরও তাদিগকে চিনে নিতে বিলম্ব হ'চ্ছে। আজ ব্রাহ্মণ তাই দৈত্য দ্বারা লাঞ্ছিত হ'চ্ছে ; তোমরাও তাদিগকে বীর্য্যহীন দেখে অপমান করতে সাহসী হয়েছ। যাও, তোমরা মুক্ত।

দৈত্যদ্বয়। যে আজ্ঞা বাবা।

[প্রস্থান

পুলস্ত্য। এখন তা হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌ছেন ঋষিগণ ! যে যজ্ঞসূত্রের দোহাই দিয়ে পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের ব্যাখ্যা কর্‌লে, আর তো চল্‌বে না তারা আমাদিগে চিনে ফেলেছে, আমাদের দৌর্ব্বল্যের ত্রুটি বুঝতে পেরেছে। এখন আমাদের দেখাতে হবে যে, যজ্ঞসূত্র শুধু আর কয়েক গাছি শ্বেত সূত্র নয় ; এর একটা মহিমা আছে, এর একটা শক্তি আছে। এই যজ্ঞসূত্রের প্রতি দণ্ডিতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের নিবিড় শক্তি জাগ্রত রয়েছে। ব্রাহ্মকে আবার তেমনি সম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধানে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে জগৎকে বোঝাতে হবে যে, ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ

তবে এ যজ্ঞসূত্রের সম্মান ফিরে আস্‌বে, ব্রাহ্মণের বাক্যে অগ্নি জলবে ; আবার এই কয়েকগাছি সূত্রের সমক্ষে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নত হ'য়ে চল্‌বে। এখন চলুন সকলে, আমাদের যজ্ঞ পূর্ণ হয়েছে, আর ভয়ের কোন কারণ নাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নদীতীরস্থ বৃক্ষতল।

রাখালবালকগণের প্রবেশ।

রাখালবালকগণ।—

গীত

ডাক্‌লে অমনি নেচে আসে হরি দয়াময়।
যে ভাবে যে ডাকে তারে তাতেই তুষ্ট রয়॥
আদর ক'রে ডাক্‌লে পরে,
যায় গো হরি সবার ঘরে,
হীন ব'লে কভু কারে ঠেলে নাকো পায়।
নামে তার পালায় শমন,
সকল আপদ হয় নিবারণ,
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি দূর ক'রে দেয় সকল ভয়।

[প্রস্থান।

নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। সর্ব্বত্র—সর্ব্বত্র তুমি,
সর্ব্বঘটে বিরাজিত।
নবীন পল্লবে, বসন্ত-হিল্লোলে
হিল্লোলিত তব কমনীয় রূপ;
মন কামনার সাধনায়
মনোময় মূর্ত্তি ল'য়ে প্রভু!
সর্ব্বত্র রয়েছ জুড়ে;
ঢল-ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী ব্যাপিয়া হেরি।
ওই—ওই রাখালবালকগণ
করে ক্রীড়া সরল উল্লাসে,
বাঁধা তুমি ওইখানে।
ব্রজের ঈশ্বর তুমি,
আমার এ হৃদি-ব্রজ ত্যজি
ব্রজেশ্বর! কোথা যাবে?
চাহি না বিচার-তর্ক,
জানি তুমি অনন্ত অব্যয়,
সীমাহীন মহান সাগর;
তুহিনের মত
ভক্তবাঞ্ছা হেতু হও দেহময়,
খেল ভক্তসনে
ভক্তি-প্রেমে হ'য়ে মাতোয়ারা;

জ্ঞান-সূর্য্যকিরণে আবার
জলে মেশে জলের তুহিন।
যে জানে অনন্ত,
সেই জানে রূপময় তুমি।
সাধ মম—
রূপময় হ'য়ে রূপের সাগর!
তৃপ্ত কর নয়ন আমার।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি এত ব্যাকুল হ'চ্ছো কেন ভাই? আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি।

নারায়ণ। এস, এস আমার হৃদিরঞ্জন! চির-আকিঞ্চন! আমার সম্মুখে দাঁড়াও; আমি প্রাণ ভ'রে তোমায় দেখি।

শ্রীকৃষ্ণ।—

গীত।

ভক্ত বড় ভালবাসি, (আমি)
ভক্তের তরে নানা রূপ ধ'রে ভবে কত কাঁদি হাসি।
ভক্তিতে আমায় যতনে যে জন
হৃদয়মাঝারে দিয়েছে স্থান,
শত্রু-কারাগারে অনলে সাগরে
অবহেলে লভে পরিত্রাণ,
বিপদে কাতরে ডাকিলে কেহ
অমনি কাছে ছুটে আসি।

[গীতান্তে] বেশ তো চল, আমি তোমার আশ্রমে ফিরে যাই চল।

আমি যে তোমার সেই বদরি-বনসমাচ্ছন্ন আশ্রমে বাঁধা আছি। সেখানকার সুমিষ্ট বদরী ফলের লোভ আমি ত্যাগ কর্‌তে পারি নাই। তোমার আশ্রমনিম্নে প্রবাহিতা স্বচ্ছসলিলা অলকনন্দার অলৌকিক তরঙ্গ-নর্ত্তন যে আমাকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছে। চল ভাই! কেন পথে পথে বেড়াচ্ছ?

নারায়ণ। তুমিই যে আমার পথ প্রভু! তুমি প্রদর্শক, যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, সেই পথেই যাচ্ছি।

শ্রীকৃষ্ণ। চল—চল ভাই, তোমার আশ্রমে ফিরে যাই চল। সেখানে তোমার নামে আমার নাম হবে; আমার নাম হবে বদরী-নারায়ণ। দ্বাপরে তুমিই মহামুনি ব্যাসরূপে আর্য্যভূমে সত্য ধর্ম্ম প্রচার কর্‌বে; তখন এই তীর্থ লোকসমাজে প্রকাশিত হ'য়ে বদরিকাশ্রম নামে অভিহিত হবে। ছ'মাস তোমাতে আমাতে থাক্‌বো, তুষার আমাদিগকে আড়াল ক'রে রাখ্‌বে; আর ছ'মাস ভক্তেরা আমার দর্শন লাভ ক'রে দেহান্তে বৈকুণ্ঠে গমন কর্‌বে।

নারায়ণ। প্রভু! তোমার যা ইচ্ছা, তাই হবে। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, আমার নিজের কোন ইচ্ছা নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বনপথ।

উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উর্ব্বশী। দূরে—দূরে—আরো দূরে,—এ দূরত্বের সীমা নাই; ছুটে যাই—ছুটে যাই; ছুট্‌বো—জীবনব্যাপী এমনি ছুটে যাবো। যেখানে মানুষ নাই, সেইখানে যাবো। ঋষি! ঋষি! অতি কঠোর তোমার অভিশাপ! কি ভয়াবহ যন্ত্রণা! মানুষ কি কঠোর জীব!—অহর্নিশ এই হৃদয়-দ্বন্দ্বের মধ্যে কেমন ক'রে বাস করছে? হৃদয় ছিল না, প্রেম ছিল না, লিপ্সা ছিল না,—শুধু আনন্দ—অনাবিল আনন্দ! কিন্তু সহসা এ কি পরিবর্ত্তন! পুরূরবা অপর নারীর সঙ্গে আলাপন কর্‌ছে দেখে ঈর্ষা-বিষে জ্ব'লে মর্‌ছি। এ ঈর্ষা কোথায় ছিল? সমস্ত হৃদয় বিষাক্ত ক'রে ফেলেছে—সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়েছে,—আজও ভুল্‌তে পার্‌ছিনি। স্মৃতি—স্মৃতি, এরই নাম স্মৃতি! ওহো, মানুষের উপর এর কি ভয়ানক প্রভাব! এর জন্য মানুষ কি যন্ত্রণাই না অহর্নিশ ভোগ কর্‌ছে! এই জন্যই ধরা এত ভয়ানক—এত বীভৎস! না—না, অসহ্য—অসহ্য! আমি স্মৃতি মুছে ফেল্‌বো—আমি স্মৃতি মুছে ফেল্‌বো।

[প্রস্থান।

আয়ুর হস্ত ধরিয়া সুলক্ষণার প্রবেশ।

সুলক্ষণা। [স্বগত] কত দিনে—

কত দিনে পূরিবে বাসনা?

দয়াময়ী শঙ্করমোহিনি!
আর কত দিন
স্মৃতি তাঁর বুকে করিয়া ধারণ,
এ জীবনভার করিব বহন?
এ দেহ পরাণ মম
সকলি চরণে তাঁর করেছি অর্পণ;
ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা, ধারণা আমার
মিশে গেছে সব তাঁর সাথে।
হৃদি-পটে তাঁর মোহন মূরতিখানি
রেখেছি আঁকিয়া।
না—না, অসম্ভব আশা মোর;
পুরূরবা রাজা—ধরণী-ঈশ্বর,
আমি ভিখারিণী ঋষিকন্যা;
তবু—তবু
স্মৃতি কেন যায় না হৃদয় হ'তে?
উৎপীড়িত ঋষি, ঋষিনারীগণ
কুটির ছাড়িয়া
দূর বনে করে পলায়ন।
ভগ্ন জীর্ণ এ কুটিরখানি
এত প্রিয় কেন মোর?
ছেড়ে যেতে কেন এত ব্যাথা?
এইখানে—এইখানে নাথ!
পেয়েছি তোমার দরশন,—
পুণ্য স্মৃতি হৃদে জাগে সদা।

বলনি কেন ? কি মজা ! আমি রাজার ছেলে রাজা । তুমি মা, আমায় যুদ্ধ শেখাও ; আমি যুদ্ধ শিখ্‌বো । আমি এই দৈত্যদের দূর ক'রে দেবো, আমাদের কুটির আর পোড়াতে দেবো না ।

সুলক্ষণা । নিশ্চই যুদ্ধ শিখ্‌বে তুমি । এতদিন তোমাকে তোমার পিতার কথা বলি নি ; কিন্তু আর না বলা উচিত নয় । এই দৈত্যদের উৎপীড়নের সময় কার কি অবস্থা হয়, বলা যায় না । যদি আমার তেমন কিছু হয়, তুমি তোমার পিতার কাছে চ'লে যেও ; তা হ'লে তোমার কোন ভয়ের কারণ থাক্‌বে না ।

আয়ু । তুমি কোথায় যাবে মা ?

সুলক্ষণা । কোথায় যাবো বাবা ? তবু বল্‌ছি, তোমার পিতার নাম মনে ক'রে রেখো, ভুলো না ।

আয়ু । না—না, ভুল্‌বো না । মহারাজ পুরূরবা,—আর কি আমি ভুলি ? ঋষি দাদা আমায় শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছিলেন, দেখ আমি ভুলি নি,—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম, পিতাহি পরমং তপঃ । পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" ॥

সুলক্ষণা । এই আনন্দের পুতুল, যাঁর ধন তাঁকে দিতে পার্‌লে আমি পরম নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌তাম । এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এই গচ্ছিত ধন আমি কেমন ক'রে রক্ষা কর্‌বো ? ভগবান ! এই বালককে রক্ষা কর ; যাঁর ধন, তাঁকে ফিরিয়ে দেবার আমায় অবসর দাও ।

আয়ু । মা ! বড় তৃষ্ণা পেয়েছে ।

সুলক্ষণা । এখানে তো কোন সরোবর বা কূপ দেখ্‌তে পাচ্ছি না বাবা !

আয়ু । তাই তো মা ! বড় যে তৃষ্ণা পেয়েছে ; আমি যে আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না ।

সুলক্ষণা। এখন কি কর্‌বো—কোথায় জল পাবো? বালক যে ক্রমেই অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌ছে!

আয়ু। মা! মা!

সুলক্ষণা। বাছা! বাছা! জল—জল; একটু জলের জন্য বাছা আমার মর্‌তে বসেছে। দেখি—দেখি, যদি কোথাও জল পাই। তুমি একটু অপেক্ষা কর বাবা! আমি জল দেখি।

[প্রস্থান।

আয়ু। উঃ! গলা শুকিয়ে আস্‌ছে—সমস্ত শরীর অবসন্ন হ'চ্ছে; আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না। উঃ—উঃ!—[ভূতলে উপবেশন]

জল লইয়া সুলক্ষণার পুনঃ প্রবেশ।

সুলক্ষণা। এই নাও বাবা! জল পান কর। [জল প্রদান]

আয়ু। [জল পান করিয়া] আঃ! মা! মা! আমার গায়ের ভিতর ঝিম্‌-ঝিম্ কর্‌ছে—মাথা ঘুর্‌ছে; একি হ'লো মা?

সুলক্ষণা। তাই তো—তাই তো, এমন হ'লো কেন বাবা?

আয়ু। উঃ—উঃ! আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা কর্‌ছে!

সুলক্ষণা। কি হবে? কি কর্‌বো? জল খেয়ে বাছা এমন হ'লো কেন?

চণ্ড ও দুই জন দৈত্যের প্রবেশ।

চণ্ড। হাঃ-হাঃ, সুন্দরি! এর উত্তর আমিই তোমায় দিচ্ছি। কূপ, তড়াগ পুষ্করিণীতে আমরা বিষ মিশ্রিত করেছি; বিষাক্ত জলপানে বালক মৃতপ্রায়, এখনই এর মৃত্যু হবে।

সুলক্ষণা। বিষ দিয়েছ!—জলে বিষ? এমন ক'রে হীন হত্যা?

বাবা! বাবা! আমি নিজ হাতে তোমার চাঁদ মুখে বিষ তুলে দিয়েছি!

আয়ু। মা! মা! পালাও—পালাও; এরা তোমায় ধর্‌বে।

সুলক্ষণা। বাবা! বাবা! তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় যাবো?

চণ্ড। আমাদের সঙ্গে যাবে সুন্দরি! আমরা যে ধরায়-স্বর্গ প্রস্তুত করেছি। বহু অপ্সরী করা হয়েছে, কিন্তু তোমার মত শ্রেষ্ঠা সুন্দরী একটিও নাই। তুমি আমাদের মর্ত্ত্য-স্বর্গের উর্ব্বশী হবে।

সুলক্ষণা। পিশাচ! এ অবস্থায়ও পরিহাস কর্‌তে পার্‌ছ? ধন্য—ধন্য তোমার মনের গঠন! [আয়ুর প্রতি] বাবা! বাবা!

আয়ু। মা! মা!—

চণ্ড। তুমি হাসাচ্ছ সুন্দরি! জীবনটাই তো দুঃখময়,—আনন্দ কতটুকু? আমরা সেই আনন্দ স্থায়ী কর্‌তে চাই। দুঃখ, ক্লেশ, দুশ্চিন্তা সর্ব্বদাই রয়েছে, তা দূর ক'রে দিতে হবে। আমাদের স্বর্গে কেউ নিরানন্দ থাক্‌বে না। তুমি দুঃখ ক'রো না সুন্দরি! এই সন্তানই তোমার একটা আপদ ছিল। এর চিন্তাতেই তুমি অনেক সময় আনন্দ লাভ কর্‌তে পার্‌তে না। এখন তোমার আর সে বাধা থাক্‌বে না। কেবল স্ফূর্ত্তি—কেবল স্ফূর্ত্তি! তোমার জীবনে অনেন্দের ফোয়ারা ছুট্‌বে। কোন চিন্তা তোমার রাখা হবে না—কোন অভাব তোমার থাক্‌বে না। এস সুন্দরি! আর কালবিলম্ব ক'রো না; আমাদের স্বর্গের আনন্দে ভরপুর হবে চল।

সুলক্ষণা। ধিক্—ধিক্ তোমাদের আনন্দে! আনন্দের নামে একটা বিরাট নিরানন্দের পূজা ক'রো না। আনন্দহীন প্রাণে আনন্দ আসে না; মহাপ্রাণ ব্যতীত আনন্দ স্থায়ী হয় না; তাই আনন্দের আধার সচ্চিদানন্দ। যাও—এখান থেকে স'রে যাও; এই পবিত্র মাতা-পুত্রের

মৃত্যুক্ষেত্র কলুষিত ক'রো না। যাও—যাও, মহান হৃদয় ধ'রে একটু মহত্ত্ব প্রকাশ কর।

চণ্ড। হাঃ-হাঃ-হাঃ! চমৎকার! চমৎকার! ঋষিকন্যা না হ'লে এমন কথার উৎস কার ছুটবে? আমি স্বীকার করি, তোমরা সরল আলাপ করতে জান। এই জন্যই তোমাদের মত শিক্ষিতা নারী আমাদের স্বর্গে উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিতা করছি। কাব্য না পড়্‌লে কি মন সরল হয়, না লোকে গুছিয়ে কথা বল্‌তে পারে? দেব-ভাষা চমৎকার ভাষা—রসের টুক্‌রো! বুঝি না বুঝি, ঋষিকন্যারা যখন বেদগান করেন, তখন আমার কাছে খাসা লাগে। এবার আমাদের স্বর্গেও দেব-ভাষার গান শেখাবো। সুন্দরি! চ'টো না। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস; দিন কতক তোমাদের সঙ্গে থাক্‌লে আমরাও রসিক হ'য়ে উঠ্‌বো।

সুলক্ষণা। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, একটু কৃপা কর। একে মরতে দাও,—একটু শান্তিতে—একটু তৃপ্তিতে। তারপর তোমার যা ইচ্ছা, ক'রো। [আয়ুর প্রতি] বাবা! বাবা!—

আয়ু। মা! মা! পালাও—পালাও—

চণ্ড। কোথাও আর পালাতে হবে না। সুন্দরি! অপরাধ নিও না। রক্ষীগণ! একে নিয়ে চল।

দৈত্যদ্বয়। চল সুন্দরী, চল।

সুলক্ষণা। সত্য—সত্য নিয়ে যাবে? তোমরা এত নিষ্ঠুর—এত ক্রূর? তোমরা আমার আসন্নমৃত্যু সন্তানের বুক থেকে তার মাকে টেনে নিয়ে যাবে?

চণ্ড। সুন্দরি! কিছু মনে ক'রো না; এবারের মত ক্ষমা কর। আমরা শীঘ্রই তোমার কাব্য প'ড়ে কোমল হবো। ঠিক পর পর গুছিয়ে কথা বলা শিখি নাই। চিন্তা ক'রো না সুন্দরি! ক্রমশঃ শিখ্‌বো।

গোটা কতক ঋষি ধ'রে নিয়ে গিয়ে আমরা ঢোল খুলে ফেল্‌বো। নিয়ে যাও, আর বিলম্ব ক'রো না।

দৈত্যদ্বয়। চল সুন্দরি!

সুলক্ষণা। [আয়ুর প্রতি] বাবা! বাবা!—

আয়ু। মা! মা!—

সুলক্ষণা। উঃ!—ভগবান্‌! বাছা! বাছা! আমায় ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও; আমি একবার শেষ বাছাকে দেখি।

[আয়ুর দিকে আসিতে চেষ্টা করিলেন ও দৈত্যগণ সুলক্ষণাকে টানিতে টানিতে লইয়া প্রস্থান করিল।]

আয়ু। মা! মা! নিয়ে গেল—নিয়ে গেল—ধ'রে নিয়ে গেল! না—না, ধ'রে নিয়ে যেতে দেবো না। মা! মা!—

[উত্তেজিতভাবে উঠিতে চেষ্টা এবং পতন ও মৃত্যু।]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। মা মা ক'রে ডেকেছে। বড় করুণ! বড় মধুর! এই সমস্ত জগৎ মায়ায় সৃজিত, মায়ায় পালিত। সেই মায়ার আধার মহামায়ারূপিণী মাকে যে স্মরণ করে, তার ভব-মোহ কেটে যায়। তোমার এ তুচ্ছ বিপদ কাট্‌বে না কেন বালক? মায়ের কোলে সন্তান যম-ভয়ের অতীত। দেহীর মাতৃ-নাম ইষ্ট, মোক্ষ, পরমার্থ-প্রদায়ক। মাতৃ-নামে সকল ভয় দূর হয়। তুমিও সেই মাকে ডেকেছ। তুচ্ছ বিষ তোমার কি কর্‌বে? মায়ের অমৃত নামে সকল বিষ অমৃতময় হয়েছে। মাতৃ-অক্ষয়-কবচে তোমার বিপদ কেটে গেছে। ওঠো বালক! ওঠো—তোমার মায়ের সন্ধানে যাও।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে জ্ঞানের প্রবেশ।

জ্ঞান।—

গীত।

সবই মায়ের খেলা মায়ের মায়া
সবই মায়ের দান ;
প্রাণ ভ'রে ডাক্ মা মা ব'লে,
তৃপ্ত হবে তাপিত প্রাণ।
মায়ের নাম মোক্ষ-সুধা,
হরে সকল তৃষ্ণা ক্ষুধা,
মায়ের নাম ভুবনভরা,
(গায়) আকাশ পাতাল মায়ের নাম ;
মা সন্তানের জগৎ-গুরু,
মাই ছেলের কল্পতরু,
মা বিরূপ হয় না কারু, যায় না কভু মায়ের টান।

[প্রস্থান।

আয়ু। [চেতনা লাভ করিয়া] কৈ—কৈ, মা কোথায় গেল? মাকে বুঝি তারা ধ'রে নিয়ে গেছে! আমি মাকে রক্ষা কর্‌বো। মা! মা!—

[দ্রুত প্রস্থান।

সবেগে পুরূরবার প্রবেশ।

পুরূরবা। উর্ব্বশী! উর্ব্বশী! এই যে তোমার কণ্ঠস্বর শুন্‌লাম! কোথায় তুমি? উর্ব্বশী! উর্ব্বশী! [প্রস্থানোদ্যত]

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূষক। মহারাজ! মহারাজ!

পুরূরবা। বয়স্য! বয়স্য! শুনেছ—শুনেছ? উর্ব্বশীর কণ্ঠস্বর শুনেছ?

বিদূষক। উর্ব্বশী!—

পুরূরবা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, উর্ব্বশী। অভিমানিনী অভিমান ক'রে আমায় ত্যাগ করেছে। আমি তার সন্ধানে বনে বনে উন্মত্তের ন্যায় বেড়াচ্ছি। আজ এই বনে এইখানে এইমাত্র তার কণ্ঠস্বর শুনেছি। কোথায় গেল—কোথায় গেল? বয়স্য! বয়স্য!

বিদূষক। মহারাজ! আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন? রাজ্য ছারখারে গেল, দৈত্য ব্রাহ্মণবংশ ধ্বংস করছে, আর্ত্ত নরনারীর হাহাকারে দেশ পরিপূর্ণ; আর তুমি মায়া-মৃগ সন্ধানের মত, প্রাণহীনা স্বর্গ-বিদ্যাধরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ উন্মাদ হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

নেপথ্যে আয়ু। মা! মা!—

পুরূরবা। ঐ শোন—ঐ শোন উর্ব্বশীর কণ্ঠস্বর! উর্ব্বশি! প্রিয়তমে! [প্রস্থানোদ্যত]

বিদূষক। [পথ রোধ করিয়া] রাজা! রাজা!—

পুরূরবা। কেউ রাজা নয়; রাজ্য আমার নাই। ব্রাহ্মণ! পথ ছাড়, পথ ছাড়—

নেপথ্যে আয়ু। মা! মা!—

পুরূরবা। ঐ যায়—ঐ যায়—

[বিদূষককে ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রস্থান।

বিদূষক। রাজা সত্যই উন্মাদ হয়েছে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চণ্ডের শিবির।

চণ্ড।

চণ্ড। রক্ষী! রক্ষী!

রক্ষীর প্রবেশ।

চণ্ড। সেই বন্দী ব্রাহ্মণপুত্র আর ঋষিকন্যাকে যথাস্থানে প্রেরণ করা হয়েছে?

রক্ষী। আজ্ঞা হাঁ।

চণ্ড। আজ কতজন ব্রাহ্মণ বন্দী হয়েছে?

রক্ষী। পঞ্চাশ জন।

চণ্ড। মাত্র পঞ্চাশ জন?

রক্ষী। দেশে কি আর ব্রাহ্মণ আছে সেনাপতি মহাশয়? এমন দিন নাই যে দু' এক শো ক'রে আমাদের এই তলোয়ারের মুখে প্রাণ না দিচ্ছে।

চণ্ড। ব্রাহ্মণবংশ পৃথিবী হ'তে লুপ্ত কর্‌তে হবে। বৃদ্ধ ব'লে ক্ষমা করা হবে না; মায়ের কোল থেকে শিশুকে পর্য্যন্ত টেনে এনে হত্যা কর্‌বে।

রক্ষী। এখন আবার অনেক ব্রাহ্মণ পৈতে ফেলে দিয়ে শূদ্র ব'লে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছে।

চণ্ড। হাঁ্যা, তবে যারা পৈতে ফেলে শূদ্র ব'লে পরিচয় দিয়ে দানবের

দাসত্ব করতে স্বীকার করবে, তাদের উপর কোন অত্যাচার করবার আবশ্যক নাই।

রক্ষী। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

চণ্ড। সঙ্গ নূতন স্বর্গ নির্ম্মাণ ক'রে রাজাকে স্বর্গের মোহে নিত্য নূতন ভাবে মাতিয়ে রাখ্‌ছে। রাজার আর চক্ষু মেলে কোন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার অবসর নাই। রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমার উপর ন্যস্ত ; সৈন্যবিভাগ, রাজস্ববিভাগ সমস্তই আমার আয়-ত্তাধীন। বাকী এখন শুধু সিংহাসন,—তবে তাতে এক অন্তরায় আছে রাজপুত্র সম্বর। যে উপায়ে হোক্, এ অন্তরায় দূর করতে হবে। এতদূর যখন অগ্রসর হওয়া গেছে, কোন কার্য্যই তখন অপূর্ণ থাক্‌বে না।

বন্দী চট্টরাজকে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। সেনাপতি মহাশয়! এই পাপিষ্ঠ আমাদের স্বর্গের নিন্দা-ক'রে বেড়াচ্ছিল।

চণ্ড। দুর্ব্বৃত্ত! তুমি আমাদের স্বর্গের নিন্দা ক'রে বেড়াও?

চট্ট। তা বেড়াই বই কি?

চণ্ড। এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার! হীন নর হ'য়ে কোন্ সাহসে তুমি দানবপতির বিরুদ্ধাচরণ করতে অগ্রসর হয়েছ?

চট্ট। তোমাদেরই বা স্পর্দ্ধাটা কম কিসে বাপু? যথাসর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে দেশকে অন্নহীন করেছ, কুলনারীগণকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে বিলাসিনী সাজিয়েছ, একটা ব্যভিচারের হাট বসিয়ে স্বর্গ নামে পরিচয় দিচ্ছ,—আর আমরা তা বল্‌বো না? তোমরা যা করবে, তাই আমা-দের ইষ্ট শুভ ব'লে মাথায় তুলে নিতে হবে?

চণ্ড। সাবধান পামর! রাজদ্রোহী তুমি, এখনই তোমার শিরশ্ছেদ হবে। রক্ষী! এই পাপিষ্ঠের শিরশ্ছেদ কর।

চট্ট। তুমিও সাবধান দৈত্য! জান, আমি ব্রাহ্মণ—তপস্বী—

চণ্ড। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণই আমাদের পরম শত্রু। ব্রাহ্মণবংশ ধ্বংস করাই আমাদের মূল মন্ত্র। যাও—যাও রক্ষী! কেন বিলম্ব কর্‌ছো? শীঘ্র পাপিষ্ঠের শিরশ্ছেদ কর।

রক্ষী। এস দুষ্ট! [ব্রাহ্মণের হস্তাকর্ষণ]

চট্ট। নারায়ণ! নারায়ণ! যে ব্রাহ্মণের সম্মান জগতে তুমি এত বাড়িয়েছ, যে ব্রাহ্মণ সকলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত, যে ব্রাহ্মণ জগতে সকলের পূজ্য, দৈত্যহস্তে সেই ব্রাহ্মণের আজ এরূপ হীন লাঞ্ছনা? রক্ষা কর—রক্ষা কর প্রভু! ক্রিয়াশূন্য হই, সন্ধ্যা-গায়ত্রীবর্জ্জিত হই, তথাপি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম আমার—যজ্ঞসূত্র গলে বিদ্যমান।

রক্ষী। এইবার নারায়ণ তোমাকে ভাল ক'রে রক্ষা কর্‌বে। এখন একবার দুর্গোপূজোর ছাগের মত ঘাড়টা লম্বা ক'রে দাও দেখি চাঁদ! [ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবার জন্য তরবারি উত্তোলন।]

সবেগে সশস্ত্র সম্বরের প্রবেশ।

সম্বর। নারকি! [রক্ষীকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া ব্রাহ্মণকে মুক্ত করিয়া দিয়া] যান্ ব্রাহ্মণ! আপনি মুক্ত; যথা ইচ্ছা গমন করুন।

চট্ট। কে তুমি?—দৈত্যরাজপুত্র? তোমার জয় হোক্—তোমার জয় হোক্।

[প্রস্থান।

সম্বর। একি অবৈধ অত্যাচার চণ্ড? নিরীহ ব্রাহ্মণকে কোন্ অপরাধে তুমি হত্যা কর্‌তে উদ্যত হয়েছ?

চণ্ড। সাবধান সম্বর! মহারাজ কুঞ্জাবাসে স্বর্গ-সুখ উপভোগ কর্‌ছেন, রাজ্যের শাসনভার এখন আমার উপর। যে আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্‌তে আস্‌বে, তাকে আমি রাজদ্রোহীর দণ্ডে দণ্ডিত কর্‌বো।

সম্বর। সাবধান পাপিষ্ঠ! রসনা সংযত ক'রে কথা বল। জান, তুমি কার সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌ছো? পিতা কি তোমাকে রাজ্য ধ্বংস ক'রে রাজ্যশাসন কর্‌তে বলেছেন? আমি এখনই মহারাজের নিকট গিয়ে সব জানাবো; যদি আমি অপরাধী হই, তিনি তার বিচার কর্‌বেন।

চণ্ড। মহারাজের নিকট যাবার প্রয়োজন হবে না; আমিই এখন বিচারক, আমি বিচার কর্‌বো।

সম্বর। তা ব'লে প্রভুর বিচার ভৃত্যের হস্তাধীন নয়; প্রভু—প্রভু, ভৃত্য—ভৃত্য।

চণ্ড। আমার কাছে প্রভু-ভৃত্য ভেদ নাই; আমি সকলেরই বিচার-কর্ত্তা। রক্ষী! উদ্ধত বালককে বন্দী কর।

[রক্ষী অগ্রসর হইল।]

সম্বর। দূর্ হ' কুক্কুর! [চণ্ডের প্রতি] বটে রে পাপিষ্ঠ! এত-দূর অগ্রসর হয়েছ—[অসি উত্তোলন করিতে উদ্যত ও সহসা চণ্ড কর্ত্তৃক হস্তদ্বয় বন্ধন।]

চণ্ড। এখন বালক! আজ আর তোমার পিতা এসে তোমাকে রক্ষা কর্‌বেন না। রাজদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড।

সম্বর। অকৃতজ্ঞ শৃগাল! এই জন্যই বুঝি পিতা তোকে এতদিন এত স্নেহে প্রতিপালন ক'রে আস্‌ছেন? দৈত্যকুলকলঙ্ক! সম্রাট কেশী-ধ্বজের মত দেবতার অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে কি তুই এই রাজভক্তি শিক্ষা করেছিস্? বীরপুত্রের মর্‌তে কোন দ্বিধা নাই, তবে সিংহের শাবক শৃগালহস্তে প্রাণ দেবে, এই বড় দুঃখ।

চণ্ড। সেজন্য দুঃখ কর্‌বার হেতু নাই। আমি তোমাকে ঘাতকের হস্তে অর্পণ কর্‌বো না; স্বহস্তে আমি তোমার হত্যাভার গ্রহণ কর্‌বো এবং এখনই এই মুহূর্ত্তে সে কার্য্য সম্পাদিত হবে। তুমি প্রস্তুত হও—[অসি উত্তোলন]

সসৈন্য সঙ্গের প্রবেশ।

সঙ্গ। [বাধা দিয়া] সাবধান চণ্ড! এতদূর অগ্রসর হওয়া ভাল নয়।

চণ্ড। অনধিকার চর্চ্চা কর্‌তে এসো না সঙ্গ! তোমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়েছে, তাই করগে; আমার কার্য্যে প্রতিবাদ কর্‌বার তোমার অধিকার নাই।

সঙ্গ। অবশ্য আছে। তুমি স্থির জেনো চণ্ড! সঙ্গের দেহে এক বিন্দু শোণিত থাকৃতে, রাজা কিম্বা রাজপুত্রের কেশটীও তুমি স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না। আমরা এত আয়াস স্বীকার ক'রে স্বর্গ নির্ম্মাণ করেছি কার জন্য? রাজা এবং রাজপুত্র ভোগ কর্‌বেন ব'লে—তোমার কিম্বা আমার জন্য নয়।

চণ্ড। বটে!—আয় পাপিষ্ঠ! অগ্রে তা হ'লে তোরই শিরশ্ছেদ করি। [অসি উত্তোলন]

সঙ্গ। আয় দুষ্ট! অগ্রসর হও সৈন্যগণ!

[সকলের যুদ্ধ ও চণ্ডের পলায়ন।

সকলে। জয় মহারাজ কেশীধ্বজের জয়! জয় রাজপুত্র সম্বরের জয়!

সঙ্গ। আসুন কুমার!

[সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শুক্রাচার্যের তপোভূমি।

শুক্রাচার্য্য।

শুক্রাচার্য্য। আজ আমার যজ্ঞের পূর্ণাহুতির দিন,—আজ আমি এই যজ্ঞে পূর্ণমনস্কাম হবো। আমার প্রিয় শিষ্য দৈত্যগণ অমরত্ব লাভ করবে। চরিত্রে, গৌরবে, মহত্ত্বে আমি তাদিগকে দেবতার আসনে উপবিষ্ট করবো। জগতকে দেখাবো যে, দৈত্যগণ আর পাপাচারী হীনাচারী নয়, তারা সর্ব্বাংশে দেবত্বের অধিকারী। যাক্, সময় আগত; এখন কার্য্যারম্ভ করি। জয় শম্ভু শঙ্কর! জয় শম্ভু শঙ্কর! [ধ্যানে উপবেশন] ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায়। [যজ্ঞ-কুণ্ডে আহুতি প্রদান করিয়া স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।]

"এষোহদেবঃ প্রদিশোমুসর্ব্বাঃ প্রত্যঙ্গনস্তিষ্ঠতু সর্ব্বতোমুখঃ।
জয় শিব শঙ্কর জটিল দিগম্বর গঙ্গাধর হে শম্ভো।
পাহি কৃপাময় দেব সুরেশ্বর হে হর তারয় মাম্ভোঃ।
প্রমথাধিপতে খিল বিশ্বপতে বৃষকেতন ভীম সুদীনগতে।
সুজটাম্বুধিরূপ জগত্তরল করুণাৎ কুরুশঙ্কর দীন জনে॥"

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। সিদ্ধ বৎস। সাধনা তোমার,
পূর্ণ তব মনস্কাম।
লহ এই সঞ্জীবনী সুধা,

প্রভাবে ইহার
মৃত প্রাণী লভিবে জীবন।

[সঞ্জীবনী সুধা প্রদান]

শুক্রাচার্য্য। "নমস্যে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্।
পুংসাম পূর্ণ কামানং কামপুরা মরা বিগ্রপং ॥"

[শুক্রাচার্য্যের প্রণাম ও মহাদেবের প্রস্থান।

শুক্রাচার্য্য। জয় শম্ভু শঙ্কর! জয় শম্ভু শঙ্কর!

উন্মত্তভাবে উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উর্ব্বশী। কোথায়—কোথায় পালাবো? পুরূরবার রাজ্যের আর কতদূর? কোথায় পুরূরবার নাম নাই? কোথায় তার নামে জয়োল্লাস হয় না? তাকে ভুল্‌বো—তাকে ভুল্‌বো। ছিঃ-ছি, সে পর-প্রণয়-প্রয়াসী! স্বর্গ-নারীর এর চেয়ে আর কি অপমান হবে? ঋষি! ঋষি! কঠোর—কঠোর, অতি কঠোর অভিসম্পাত!

শুক্রাচার্য্য। [প্রস্থানোদ্যত ও সম্মুখে উর্ব্বশীকে দেখিয়া] সম্মুখে একি বিঘ্ন! এ যে সেই নারায়ণ ঋষির উরু-উদ্ভবা উর্ব্বশী। পাপীয়সি! ছলনা কর্‌তে এসেছ? তোমাদের চাতুরী আর আমাকে পতিত কর্‌তে পার্‌বে না। একবার কৃষ্ণ ছলনা ক'রে দৈত্যগণকে সুধা হ'তে বঞ্চিত করেছিল, এবার আমি মৃত-সঞ্জীবনী সুধা লাভ করেছি দেখে দেবরাজের আদেশে বোধ হয় সুধার উদ্ধার কর্‌তে এসেছ? তা হ'চ্ছে না স্বর্গ-বিদ্যাধরি! তুমি এখনই লতারূপে পরিণতা হও, যেন তোমার রূপ-যৌবন আর কাউকে প্রবঞ্চিত কর্‌তে না পারে।

উর্ব্বশী। প্রভু! প্রভু! আমি হৃদয়-তাপে তাপিতা! অতি দুঃখে অতি কাতরা হ'য়ে বন হ'তে বনান্তরে ছুটে পলাচ্ছি। আমার কাউকে

ছলনা করবার প্রবৃত্তি নাই ; আমি কাউকে ছলনা করতে আসি নাই। অভিশপ্তা তাপিতা নারী আমি, আমার প্রতি ক্রোধ কেন প্রভু ?

শুক্রাচার্য্য। তাই তো ; সত্যই তো এ ছলনা করতে আসে নাই। আমি উত্তেজনাবশে একি গর্হিত আচরণ করলাম ? এ অহেতুকী অভিসম্পাত কেন আমার মুখ দিয়ে বহির্গত হ'লো ?

গীতকণ্ঠে কর্ম্মফলের প্রবেশ ।

কর্ম্মফল।—

অহেতুকী বাক্য ইহা নয়,
কর্ম্ম অনুসারে ভ্রমে জীব সমুদয়।
আপন করে ধরিয়ে কুঠার,
আপন অঙ্গে করিলে প্রহার,
অপরে তাহাতে কভু বেদনা কি পায়।
ছিন্ন করিতে মায়ার বন্ধন,
আপন ছেলে দিলে বিসর্জ্জন,
তৃপ্ত করিতে হীন ভোগ লালসায়।
বন্য বাঘিনী করে নাকো যাহা,
মানবী হইয়া করিল সে তাহা,
তাই সে পাপেতে আজ হ'লো বদ্ধ লতিকায়।

[প্রস্থান।

উর্ব্বশী। প্রভু! দয়াময়! ঠিক, ঠিক হয়েছে। সত্যই আমি মহাপাপ করেছি। নিজের সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ হ'তে বঞ্চিত ক'রে বিজনে বিসর্জ্জন দিয়েছি। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমি পুরূরবাকে ভালবাস্‌তাম না। তার প্রতি আমার যে প্রেম, সে প্রেম নয়—মোহ। যদি আমি

ভালবাস্‌তাম, সামান্য ভোগ-লিপ্সা স্থায়ী কর্‌বার জন্য তার সন্তানকে কখনো বিসর্জ্জন দিতে পার্‌তাম না। পুরূরবা! পুরূরবা! আর তোমার প্রতি আমার ক্রোধ নাই। আমি তোমার নির্ম্মল প্রেমের অযোগ্যা। তাই তোমার সঙ্গে আমার চির-মিলন হ'লো না। এখন আমি বুঝেছি, তোমার প্রতি আমি বৃথা সন্দেহ করেছিলাম। এখন আমি বুঝেছি, সেই আশ্রমবাসিনী রমণীর প্রতি তোমার যে দৃষ্টি, সে প্রণয়ের নয়—সহানুভূতির। আমি নিজের ভ্রমে নিজে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি; তোমার কোন দোষ নাই রাজা! ঋষিবর! আপনার অভিশাপ আমার আশী-র্ব্বাদ। প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত পাপের ক্ষয় নাই। আপনি আমায় সেই অবসর দিয়েছেন। রূপগর্ব্বিতা আমি, কঠোর লতাবেষ্টনে প্রতিনিয়ত নিপীড়িতা হবো। পিশাচী হ'য়ে দুর্ল্লঙ্ঘ্য মায়া-বন্ধন হ'তে মুক্তিলাভের চেষ্টা করেছিলাম। শিশুর সুকোমল বাহুবেষ্টনে, আমি পাপীয়সী স্বর্গীয় তৃপ্তি লাভ কর্‌বো কি ক'রে? সেই সুকোমল মুখচুম্বনে আত্মহারা হ'য়ে কোন্ পুণ্যে পরিতৃপ্তা হবো প্রভু? আমি মা হ'য়ে রাক্ষসীর কাজ করেছি। হিংস্র জন্তু বন্য ব্যাঘ্রীও সযত্নে সন্তানকে পালন করে। আমি তা অপেক্ষাও নিকৃষ্টা। লতাবেষ্টনই আমার যোগ্য পুরস্কার।

শুক্রাচার্য্য। অনুতপ্তা নারী! শীঘ্রই তোমার পাপ দূর হবে। পাপ-অনুভূতি পাপক্ষয়ের কারণ। তোমার সেই অনুভূতি উপস্থিত হয়েছে; তবু অনুতাপে শীঘ্রই তোমার পাপ-কালিমা দূরীভূত হবে। আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, শঙ্করপদসম্ভূত সমন্তক মণিস্পর্শে অচিরে তুমি পূর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হবে।

[প্রস্থান।

উর্ব্বশী। পুরুষোত্তম! পুরুষোত্তম! তোমার স্থানে পুরূরবা নাম উচ্চারণ ক'রে আমি আমার মহাপাতক সৃষ্টি করেছি। আজ প্রভু

পুরুষোত্তম! নারায়ণ! আমার মনে প্রাণে জিহ্বায় আবার তুমি চিরবিরাজ কর; তোমার নামে আমার পাপ ক্ষয় হোক্।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

দৈত্য-কারাগার।

শৃঙ্খলাবদ্ধ আয়ু ও রক্ষী।

আয়ু। উঃ, কি অন্ধকার! কি দুর্গন্ধ! প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায়! মা! মা! মা! মাকে তারা কোথায় নিয়ে রাখ্‌লে? আমাদের কি মেরে ফেল্‌বে? মাকেও মেরে ফেল্‌বে? কেউ আমাদের বাঁচাতে পার্‌বে না? দ্বারে প্রহরী যমদূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইরে অন্ধকার, ভিতরে অন্ধকার; কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই,—গভীর রাত্রি। আমার ভয় কর্‌ছে! মা! মা! উঃ, মেরে ফেল্‌বে—আমাদের মেরে ফেল্‌বে! হরি! নারায়ণ! বিপদতারণ! মধুসূদন! কে আস্‌ছে নয়? তাই তো, হত্যা কর্‌তে আস্‌ছে বুঝি?

ধীরে ধীরে সম্বরের প্রবেশ।

সম্বর। [প্রহরীর প্রতি] রক্ষি!

রক্ষী। কে?—রাজপুত্র! এ সময়ে আপনি?

সম্বর। একটা উপকার তোমার কর্‌তে হবে,—আমি এই ব্রাহ্মণ বালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো।

রক্ষী। মার্জ্জনা করবেন কুমার! সেনাপতির সেরূপ আদেশ নাই।

সম্বর। আমি রাজপুত্র, আমার আদেশ কি সেনাপতির আদেশ অপেক্ষা লঘু মনে কর?

রক্ষী। কুমার!—

সম্বর। তবে পথ ত্যাগ কর, ইতস্ততঃ করছো কেন? আমার এই মুক্তাহার তোমাকে প্রদান করছি, এ হার বহুমূল্য; আমার আদেশ অবহেলা ক'রো না। [মুক্তাহার প্রদান]

রক্ষী। কুমার! আমি আপনার ভৃত্য। [পথ ত্যাগকরণ]

আয়ু। [সম্বরকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া] ঐ আসছে,—হত্যা করতে আসছে! [ভয়ে কাঁপিতে লাগিল]

সম্বর। ভাই!

আয়ু। একি সম্বোধন! আমায় হত্যা করতে এসেছ, হত্যা কর; তবে একটা অনুরোধ, আমার মাকে ছেড়ে দিও।

সম্বর। ভয় নাই, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো।

আয়ু। আমার মাকে?

সম্বর। তারও উপায় হবে। তুমি শীঘ্র এক কাজ কর,—তোমার পোষাক খুলে আমার এই পোষাক পর।

আয়ু। তোমার পোষাক আমি পরবো কেন?

সম্বর। তুমি আমার পোষাক প'রে বেরিয়ে যাও, তোমার পোষাক প'রে আমি এইখানে থাকবো।

আয়ু। তুমি এইখানে থাকবে?

সম্বর। হ্যাঁ, তুমি বিলম্ব ক'রো না—যাও।

আয়ু। তা আমি যাবো না। আমার জন্য তুমি বন্দী হবে কেন ভাই?

সম্বর। [স্বগত] বিপদ দেখ্‌ছি। ঋষিবালক আমার বিপদের বিনিময়ে নিজের জীবন রক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। [প্রকাশ্যে] তুমি আমার জন্য ভাব্‌ছো কেন ? আমি রাজপুত্র, আমার কোন ভয় নাই।

আয়ু। তুমি রাজপুত্র—দৈত্য ?

সম্বর। কেন, দৈত্য কি প্রাণহীন ?

আয়ু। তুমি ঠিক বল্‌ছ ?

সম্বর। হ্যাঁ ভাই! ঠিক বল্‌ছি। তুমি বিলম্ব ক'রো না ; শীঘ্র তোমার পোষাক খুলে আমাকে দাও।

আয়ু। সত্য তোমার কোন বিপদ হবে না।

সম্বর। তুমি বিলম্ব করলে আমার বিপদ হবে। তুমি শীঘ্র আমার এই পোষাক পর। [উভয়ে পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে করিতে গীত।]

গীত।

আয়ু।— তব মুখে শুনি একি আশা-বাণী, মুছাতে নয়ন-বারি।
দানবের বেশে দিলে দেখা এসে, তুমি কি বিপদহারী ?

সম্বর।— দানবহৃদয় নহে মরুময়, বহে তথা প্রেম-ধারা ;

আয়ু।— দানব মানবে মিলিবেক সবে, কি সুখের হবে ধরা।
তবে যাই—যাই,

সম্বর।— এসো—এসো ভাই,

আয়ু।— আমায় মনে রেখো,

সম্বর।— আমায় ভুলো নাকো,

আয়ু।— হইনু বিদায়,

উভয়ে।— রক্ষ দয়াময় বিপদ-কাণ্ডারী হরি।

[উভয়ের আলিঙ্গন]

সম্বর। এইবার তুমি আস্তে আস্তে চ'লে যাও। পথে কারুর সঙ্গে

কথা ব'লো না। কারাগারের বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, সে তোমাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে।

আয়ু। আমার মা?

সম্বর। তিনি পরে যাবেন। তুমি যাও, বিলম্ব ক'রো না।

আয়ু। [কিয়দ্দূর গমন করিয়া পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া] না ভাই! আমি যাবো না। সত্য বল, তোমার তো কোন বিপদ হবে না?

সম্বর। আমি বল্‌ছি, কোন বিপদ হবে না; তুমি নিশ্চিন্তমনে যাও।

আয়ু। সত্য বল্‌ছো?

সম্বর। হ্যাঁ, তুমি যাও।

[আয়ুর প্রস্থান।

সম্বর। ভগবান! ব্রাহ্মণবালককে রক্ষা কর। আজ এই মৃৎ-শয্যায় কি আনন্দ! এত আনন্দ তো পালঙ্কে শয়ন ক'রে হয় নি। তাই ভাল কাজ বড় ভাল; ভাল কাজের সব ভাল। প্রভাত হ'য়ে এলো, এতক্ষণ বালক নিশ্চই নিরাপদ স্থানে পৌঁছেচে। কি তৃপ্তি! কি আনন্দ! তবে—তবে হয় তো আমার প্রাণদণ্ড হবে! হাড়িকাঠে ফেলে খড়্গাঘাতে মুণ্ড ছেদন কর্‌বে! বড় বীভৎস—বড় ভয়ানক! ওকি!—ওকি মধুর সঙ্গীত!

গীতকণ্ঠে জ্ঞানের প্রবেশ।

জ্ঞান।—

গীত।

মরণের মত মরা যদি যায়, কেন কর তাহে ভাবনা।
যাবে সকলেই রবে নাকো কেহ, এমন সুযোগ পায় ক'জনা?

স্বার্থের লাগিয়া করি মহারণ,
দেয় কত জন প্রাণ বিসর্জ্জন,
পরের কারণ দেয় যে জীবন, বীর ভবে সেই জনা ।

সম্বর । ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ । মৃত্যু তো আছেই, তবে পরের জন্য,—এ মৃত্যুতে দুঃখ নাই ।

জ্ঞান ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

এ তো মরা নয়—এ যে বেঁচে থাকা,
বিশ্ব জুড়িয়া অমরত্ব রাখা,
হাসিয়া হাসিয়া শ্রীহরি বলিয়া
দিলে প্রাণ মরণ হবে না ।

সম্বর । হ্যাঁ, এ মৃত্যুতে ইহকালেও সুখ, পরকালেও সুখ । আমি নীরব থাক্‌বো । এই প্রভাতের কৃষ্ণ আভা থাক্‌তে থাক্‌তে যদি আমার শিরশ্ছেদ হয়, ঋষিবালক বহুদূর যেতে পার্‌বে । কিছুতেই আত্ম-প্রকাশ কর্‌বো না ।

জ্ঞান ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

চেয়ে দেখ ওই সম্মুখ গগনে,
হাসে বিধিলিপি অমিয়-কিরণে,
দাও ঢেলে প্রাণ অভয় চরণে,
পলাইবে ভয় ভাবনা ।

[প্রস্থান ।

সম্বর । মধুর—মধুর—অতি মধুর ! গাও—গাও, আমার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গাও ; তোমার ঐ মোহন স্বর শুন্‌তে শুন্‌তে আমি মরি । কে

তুমি জানি না, তবু তুমি বড় মধুর—তোমার স্বর বড় মধুর—তোমার বাণী বড় স্নেহপূর্ণ, বড় আশাপ্রদ,—মৃত্যুর ভয় মুছে দেয়। গাও—গাও, আবার গাও; আমি প্রাণ ভ'রে শুনি। তোমার গান শুন্‌লে আর আমার মৃত্যুতে কোন ভয় থাক্‌বে না।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। রাত্রি প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। বালক! উঠ; তোমাকে এখনই বধ্যভূমিতে ল'য়ে যেতে হবে।

সম্বর। [মুখ অবনত করিয়া] চল, আমি প্রস্তুত।

[সম্বরকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

দৈত্যরাজভবনের বহির্ভাগস্থ পথ।

সুলক্ষণাকে লইয়া ছদ্ম সন্ন্যাসিনীবেশে
অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। এইবার তুমি নিরাপদ। সম্মুখের পথ দিয়ে চ'লে যাও; অদূরে একজন রমণী দাঁড়িয়ে আছে, সে তোমাকে ঋষিদের আশ্রমে পৌঁছে দেবে।

সুলক্ষণা। তুমি কে বোন্‌?

অপর্ণা। আমার পরিচয় তো তোমায় দিতে পার্‌বো না। তুমি আর কালবিলম্ব ক'রো না, শীঘ্র চ'লে যাও।

সুলক্ষণা। কে ভগ্নী তুমি, এত বড় একটা উপকার করলে? শুধু উপকার বললে ঠিক হয় না, তার চেয়েও বেশী,—তুমি আমার পবিত্রতা রক্ষা করেছ। এ কৃতজ্ঞতা যে রাখ্‌বার স্থান নাই দিদি! এ ঋণ যে পরিশোধ হয় না। আমার এমন মঙ্গলদায়িনী ভগ্নীর নামটি আমি জানতে পাবো না? আমি চিরজীবন যে তোমার নামটি ইষ্ট-মন্ত্রের মত স্মরণ ক'রে রাখ্‌বো।

অপর্ণা। ক্ষমা কর, আমি বলতে পারবো না। তুমি যাও, আর বিলম্ব ক'রো না।

সুলক্ষণা। একান্তই বলবে না? কিন্তু বোন্! তুমি চিরদিন আমার মনোমন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মত চিরপূজিতা হবে। তবে যাই ভগ্নী, যাই—আমার মৃত পুত্রকে দেখিগে। বাছা আমার অসহায় অবস্থায় প্রান্তরে প'ড়ে আছে।

[প্রস্থান।

অর্পণা। কি তৃপ্তি! কি শান্তি! সহস্র রাজ্য বিনিময়ে কি এত তৃপ্তি, এত শান্তি লাভ করা যায়? আমি রাজকন্যা, রাজ-ঐশ্বর্য্যে পালিতা, কোন দুঃখই কখনও অনুভব করি নি; কিন্তু আজকের মত এত বড় সুখও কখনও পাই নি।

দুইজন দৈত্য প্রহরীর প্রবেশ।

১ম প্রহরী। কোথায় গেল? কোথায় পালালো? সর্ব্বনাশ হ'লো দেখ্‌ছি।

২য় প্রহরী। তাই তো ভাই, এখন উপায় কি হবে?

১ম প্রহরী। উপায় আর কি হবে?—ঘাড় থেকে মাথাটা ঝাঁ ক'রে মাটিতে নেমে প'ড়ে যাবে।

২য় প্রহরী। এঁ্যা—বলিস্ কি ?

১ম প্রহরী। [অপর্ণাকে দেখিয়া] ঐ যে রে, ধর্—ধর্ ঝাপ্‌টে—

২য় প্রহরী। ধর্—ধর্—[উভয়ে অপর্ণাকে ধরিল] এইবার সুন্দরি ! তুমি তো খুব যাদু জান বাবা ! এতগুলো লোকের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে এলে ?

অপর্ণা। [স্বগত] এ যে মহা বিপদে পড়্‌লাম দেখ্‌ছি ! এরা বন্দিনী ঋষিকন্যা ব'লে আমাকে ভ্রম করেছে। নিজের পরিচয় দেবো ? না—না, সে তো এখনো নিরাপদ স্থানে যেতে পারে নি। যা থাকে অদৃষ্টে তাই হবে, আমি নীরবে এদের সঙ্গে চ'লে যাই।

১ম প্রহরী। ভাব্‌ছো কি রমণি ? চল।

২য় প্রহরী। চল—চল।

[অপর্ণাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

শশব্যস্ত পুরূরবা ও বিদূষকের প্রবেশ।

পুরূরবা। বয়স্য ! কোথায় গেল ?

বিদূষক। মহারাজ ! আপনি কি উন্মাদ হ'লেন ?

পুরূরবা। ভ্রম নয় বয়স্য ! ভ্রম নয়। একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার আমি সেই কণ্ঠস্বর শুনেছি। নিমিষে উদয় হ'য়ে কোথায় গেল ? আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সর্ব্বত্র অন্বেষণ কর্‌বো। উর্ব্বশি ! তোমায় চাই ; যেখানে তুমি থাক, আমি তোমাকে খুঁজে বার কর্‌বোই।

নেপথ্যে আয়ু। মা ! মা !—

পুরূরবা। ঐ শোন বয়স্য ! আবার সেই কণ্ঠস্বর ! এখন তুমি বল, আমি কি উন্মাদ ?

নেপথ্যে আয়ু। মা ! মা !—

পুরূরবা। ঐ—ঐ! বয়স্য! বয়স্য! দেখ তো—দেখ তো, আমি জীবিত কি মৃত? আমি সজ্ঞানে দাঁড়িয়ে রয়েছি তো? আমার বক্ষ-স্পন্দন দেখ, চল্‌ছে তো—নড়্‌ছে তো? এ সত্য না স্বপ্ন—আমি জাগ্রত না নিদ্রিত?

বিদূষক। মহারাজ! স্থির হোন্—স্থির হোন্।

আয়ুর প্রবেশ।

আয়ু। তোমরা কে? বল্‌তে পার, আমার মা কোন্‌পথে গিয়েছেন?

পুরূরবা। উর্ব্বশী! উর্ব্বশী! কে—কে তুমি? সেই চোখ, সেই মুখ; বালক! বালক! কে তুমি—কে তুমি?

আয়ু। আমি ঋষিবালক! আমার মা দৈত্যহস্তে বন্দিনী হয়েছিলেন, আমিও বন্দী হয়েছিলাম। আমি এই পথ দিয়ে মাকে যেতে দেখেছি; কিন্তু কোথায় গেলেন, খুঁজে পাচ্ছি না। তোমরা কি জান, আমার মা কোন্ দিকে গেলেন?

পুরূরবা। তোমার মা? কি ব'ল্লে, তুমি ঋষিবালক? ঋষিকন্যা তোমার মা? তোমার পিতা কে বৎস?

আয়ু। আমার পিতা? রাজা পুরূরবা।

পুরূরবা। তোমার পিতা রাজা পুরূরবা? বয়স্য! বয়স্য! শুন্‌ছো, বালকের পিতা রাজা পুরূরবা?

বিদূষক। আশ্চর্য্য সাদৃশ্য মহারাজ! মহারাজের সম্পূর্ণ অনুরূপ; কিন্তু মহারাজ তো কখন কোন ঋষিকন্যায় বিমোহিত হন্ নি।

পুরূরবা। কি ব'ল্লে বালক! তোমার পিতা রাজা পুরূরবা? তোমার মাতা ঋষিকন্যা?

আয়ু। হ্যাঁ, মহর্ষি পুলস্ত্য আমার দাদামশাই।

পুরূরবা। সব যে উল্টে যায় বয়স্য! তবু—তবু এ রূপ বালক কোথায় পেলে? উর্ব্বশী—উর্ব্বশীর তো কোন সন্তান হয় নি। সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে বয়স্য! না—না, বালক! বালক!—[আয়ুকে জড়াইয়া ধরিয়া] তোমার মা দেখ্‌তে কেমন? তার চোখ দু'টি কি ঘুমন্ত চোখের মত? যেমন হরিণীর চোখ, তেম্‌নি কি? তোমার মাতার ভ্রমরের মত কেশরাশি কি জানু ছাড়িয়ে পড়েছে? বল—বল, একরাশ চাঁপা ফুল গায়ে ফেলে দিলে দূর হ'তে তা বোঝা যায় না, তেমনি কি তোমার মায়ের গায়ের রং? বল—বল?

আয়ু। তুমি কি বল্‌ছ, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আমায় ছেড়ে দাও, আমি মা'র কাছে যাই।

পুরূরবা। বালক! একটা কথা—তোমার মায়ের নাম কি উর্ব্বশী? বল—বল, উর্ব্বশী—উর্ব্বশী—

আয়ু। না, আমার মা'র নাম সুলক্ষণা।

পুরূরবা। সুলক্ষণা! [আয়ুকে ছাড়িয়া দিয়া] বয়স্য!

বিদূষক। মহারাজ!

আয়ু। মা! মা! [প্রস্থান।

পুরূরবা। বালক! বালক!—চ'লে গেল—চ'লে গেল। বয়স্য! বয়স্য! ফেরাও—ফেরাও—বালককে ফেরাও। [মূর্চ্ছাভাব]

বিদূষক। মহারাজ! মহারাজ—[রাজাকে ধরিলেন]

পুরূরবা। চ'লে গেল—চ'লে গেল। সব তো জিজ্ঞাসা করা হ'লো না; ঢের বাকী র'য়ে গেল। বালক! বালক! [দ্রুত প্রস্থান।

বিদূষক। মহারাজ! মহারাজ!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ভূস্বর্গ—কুঞ্জকানন।

কেশীধ্বজ, সঙ্গ, পরিষদ ও নর্ত্তকীগণ।

সঙ্গ। নূতন অপ্সরীদের দেখ্‌লেন মহারাজ, নূতন অপ্সরীদের দেখ্‌লেন? নূতন স্বর্গ আপনার কেমন জম্‌-জমাট্ হয়েছে! স্বর্গের অপ্সরী তো মহারাজ আঙ্গুলে গণা যায়,—তিলোত্তমা, মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী; কিন্তু আমাদের স্বর্গের অপ্সরী অগুণ্‌তি, গুণে পার পাবেন না মহারাজ!

কেশীধ্বজ। দিব্যি স্বর্গ সৃষ্টি করেছ সঙ্গ! দিবারাত্র সুখের স্বপন, দিব্যি কেটে যাচ্ছে। ধন-রত্নে রাজভাণ্ডার পূর্ণ; কোন দুঃখ, কোন দৈন্য নাই, কোন চিন্তা নাই। রাজ্যশাসন, রক্ষণ, সেও পরের উপর বেশ চ'লে যাচ্ছে। স্বর্গ আর এর চাইতে কি?

পরিষদ। নিশ্চয় মহারাজ! নিশ্চয়।

সঙ্গ। আমরা দেবতাদের স্বর্গকে হার মানিয়ে দিয়েছি মহারাজ! আপনি শুধু ভোগ করুন, রাজ্যের ঝঞ্ঝাট আপনার কেন? তা নিয়ে সেনাপতি মাথা ঘামাক্ গে। আপনার স্বর্গে শুধু স্ফূর্ত্তি। কোন আবেদন-নিবেদন, কোন চিন্তা এখানে আস্‌বার আবশ্যক নাই। গাও সুন্দরীগণ! লজ্জা ক'রো না; নৃত্য-গীতে মহারাজকে মোহিত কর।

নর্ত্তকীগণ ।—

গীত ।

ব্যথিত পরাণে লাঞ্ছিতা রমণী কি গাহিব গান,
শোক-তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস এনেছি তোমারে করিতে দান ।
সুখের গৃহ ভাঙ্গিয়া মোদের এনেছ সবলে কাড়ি,
কুল-মান সব করিয়া হরণ সাজায়েছ বারনারী,
জগতমাঝারে সমাজে সংসারে
নাইকো কোথাও মোদের স্থান ।
শ্মশান-বহ্নি দহিছে মরমে ভস্ম করিয়া স্মৃতি,
নেত্র-সলিলে গিয়াছে ভাসিয়া হৃদয়ের অনুভূতি,
তীক্ষ্ণ ছুরিকা হানিয়া বক্ষে লহ গো মোদের এ হীন প্রাণ ।

প্রহরীর প্রবেশ ।

প্রহরী । মহারাজ !—

পারিষদ । কি বেয়াড়া সুর বাবা ! মন্ত্রী আছে, সেনাপতি আছে, আবার মহারাজ কেন ?

প্রহরী । আজ্ঞা, সেনাপতি মহাশয় এখন উপস্থিত নাই, বিচারের প্রয়োজন ।

কেশীধ্বজ । বিচার ?—সে তো নূতন কথা ! অনেক দিন ভুলে গেছি । আচ্ছা—কি বল ?

প্রহরী । এক ব্রাহ্মণবালককে ধ'রে আনা হয়েছিল, সেনাপতি মহাশয় তার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়েছিলেন । তিনি উপস্থিত নাই, তাই একবার মহারাজের আদেশ প্রার্থনা করছি ।

সঙ্গ । আরে ছো-ছো-ছো ! প্রাণদণ্ড, তার আবার আদেশ । ধর আর কাট, মহারাজের হুকুম । রাজপথে আর ইষ্টকচূর্ণ ছড়িয়ে

রাঙ্গা করবার আবশ্যক নাই; মানুষের রক্তে সর্ব্বদা টক্‌টকে লাল থাকবে।

কেশীধ্বজ। তবু তার অপরাধ?

প্রহরী। অপরাধ?—সে ব্রাহ্মণকুমার।

সঙ্গ। বাস্! বাস্!—যথেষ্ট অপরাধ। সে ব্রাহ্মণ হ'য়ে জন্মালে কেন? ব্রাহ্মণই আমাদের শত্রু। যত বিপদ এই ব্রাহ্মণ হ'তেই হ'চ্ছে! ব্রাহ্মণবংশ নিপাত—নিপাত। এর আবার রাজাজ্ঞা কি?—আজ্ঞা দেওয়াই আছে।

কেশীধ্বজ। তবু—

পারিষদ। তবু কিছু নাই মহারাজ! ও যে ব্রাহ্মণ।

কেশীধ্বজ। ঠিক্—ঠিক্ বলেছ। যত অনিষ্ট ব্রাহ্মণের দ্বারাই হয়েছে। এই ব্রাহ্মণের জন্যই দেবতারা এখনও পুষ্ট; নতুবা তাদের পরাজিত কর্‌তে আমাদের এত বিলম্ব হ'তো না। প্রাণদণ্ড,—নিশ্চয় প্রাণদণ্ড।

প্রহরী। মহারাজ! সে শিশু,—বালক।

কেশীধ্বজ। বালক?

প্রহরী। হ্যাঁ মহারাজ! বালক।

সঙ্গ। মহারাজ! ও সাপের পোনা; ছোটরও বিষ আছে, বড়রও বিষ আছে। ঝাড়ে বংশে বিনাশ করাই বিধেয়।

কেশীধ্বজ। তবু বিচার!—

সঙ্গ। বিচার তো হ'য়েই আছে। ব্রাহ্মণ দেখ্‌লেই নিপাত,—মহারাজের এই আদেশ।

কেশীধ্বজ। ঠিক্—ঠিক্, প্রাণদণ্ড!

সঙ্গ। আর মৃত দেহ এনে রাজাকে দেখাও।

কেশীধ্বজ। হঁ্যা—হঁ্যা, মৃত দেহ দেখ্‌তে হবে ; যাও।

প্রহরী। যথা আজ্ঞা প্রভু!

[প্রস্থান।

কেশীধ্বজ। [প্রহরীকে ডাকিয়া] শোন,—বালক—

পরিষদ। কিছু নয় মহারাজ! কিছু নয়। ওদিকে কান দেবেন না, সময় নষ্ট হ'চ্ছে। সুন্দরীরা! তোমরা গাও—গাও।

কেশীধ্বজ। হঁ্যা—হঁ্যা, গাও—গাও। আমার স্বর্গে কোন চিন্তার স্থান নাই ; শুধু নৃত্য, শুধু গীত। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই, অবিশ্রান্ত চলুক্। [সুরাপান]

সঙ্গ। এই তো চাই। রাজা যদি বিচার কর্‌বেন, তবে স্ফূর্ত্তি কর্‌বেন কখন? তোমরা গাও সুন্দরী গাও।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

গাহ সখি আজি সেই গান,
কানন কন্দর অনিল অম্বর ধরিয়া উঠুক তান।

নেপথ্যে অপর্ণা। কে আছ—কে আছ, অবলার সম্মান রক্ষা কর—

কেশীধ্বজ। চুপ্! কার কণ্ঠস্বর?—কিছু নয় ; গাও—গাও।

[সুরাপান]

নর্ত্তকীগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

যে গানেতে শুধু ভরা মাদকতা,
নাহি যার লয় নাহি নীরবতা,
বিস্মৃতি-নীরে রাখে ডুবাইয়া সুপ্ত করিয়া জ্ঞান।

নেপথ্যে অপর্ণা। রক্ষা কর—রক্ষা কর!

কেশীধ্বজ। আবার—আবার সেই স্বর! বড় পরিচিত—বড় করুণ! না—না, ভ্রম! কিছু নয়, গাও—[সুরাপান]

নর্ত্তকীগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

নিয়ে যাও টেনে কোন্ দূর পথে,
দেয় না ফিরিতে আর তথা হ'তে,
ব্যথা বেদনা দেয় মুছাইয়া, শ্রান্তি ক্লান্তি অবসান।

নেপথ্যে অপর্ণা। কে আছ, অবলার ধর্ম্ম রক্ষা কর—অবলাকে রক্ষা কর।

কেশীধ্বজ। কে—কে, অপর্ণা? হ্যাঁ—হ্যাঁ! মা! মা! কোন ভয় নাই—কোন ভয় নাই।

[দ্রুত প্রস্থান।

পরিষদ। একি ভেল্কী বাবা!—বিনামেঘে বজ্রাঘাত।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

অগ্রে অপর্ণা ও পশ্চাতে সুরাপাত্রহস্তে
করিয়া চণ্ডের প্রবেশ।

চণ্ড। ভয় পাচ্ছ কেন সুন্দরি! লজ্জা কিসের? আমি তোমার বুকে ক'রে রাখ্‌বো। অনেক কষ্টে তোমায় এনেছি; তখনই তো বলেছি, তোমাকে আমাদের স্বর্গের উর্ব্বশী কর্‌বো। [সুরাপান]

অপর্ণা। দুরাচার! পাপিষ্ঠ! স'রে যা—স'রে যা।

চণ্ড। তিরস্কার? সুন্দরি! তোমার মুখের তিরস্কারও মধুর। তুমি মাধুরিময়ী, আমায় পাগল করেছ। এস—এস সুন্দরি! বুকে এস। [সুরাপান]

অপর্ণা। [স্বগত] কি করি? কি উপায়ে আত্মরক্ষা কর্‌বো? উঃ—উঃ! ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত! পিতা! পিতা! তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখ। [ক্রন্দন]

চণ্ড। কাঁদ কেন সুন্দরী, কাঁদ কেন? এস—এস, আমি সযত্নে তোমার অশ্রু মুছিয়ে দিচ্ছি। তোমার কোন দুঃখ, কোন দৈন্য থাক্‌বে না। সেই কুঁড়েঘরখানার মায়া ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ছ না? এই প্রাসাদ, অট্টালিকা সব তোমার। [সুরাপান]

অপর্ণা। [স্বগত] তাই তো, কি কর্‌বো? কেমন ক'রে দুর্ব্বৃত্তের হস্ত থেকে নিস্তার পাবো? আর তো পরিচয় গোপন চলে না। পরিচয় দেবো? কি অপমান—কি লজ্জা! আমি রাজকন্যা, রাজ-

সেনাপতির দ্বারা উৎপীড়িতা; তার কাছে পরিচয় দিয়ে মান রক্ষা কর্‌তে হবে? তার চেয়ে প্রাণত্যাগ করা ভাল।

চণ্ড। সুন্দরি! ভাব্‌ছ কি? অতি মূল্যবান সুরা, পান কর। [অপর্ণার মুখে সুরা দান করিতে উদ্যত।]

অপর্ণা। স'রে যা পিশাচ—স'রে যা। [চণ্ডের হস্ত ঠেলিয়া সুরা ফেলিয়া দিল]

চণ্ড। দামী মাল্‌টা ফেলে দিলে সুন্দরি! বাকীটুকু আমিই তোমার অনন্ত প্রেম কামনা ক'রে খেয়ে ফেলি। [সুরাপান]

অপর্ণা। [স্বগত] ঠিক্—ঠিক্, মৃত্যুই ঠিক্। পরিচয় দেওয়ার অপমানের চেয়ে মৃত্যুই ভাল। কিন্তু—

চণ্ড। কি ভাব্‌ছো সুন্দরি?

অপর্ণা। [স্বগত] এই প্রাণ, এই নবীন বয়স,—কত সাধ, কত ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন মুহূর্ত্তে বাতাহত দিপীকার মত নিবে যাবে! তবু প্রাণ অপেক্ষা মান বড়; মান বিসর্জ্জন দিতে পার্‌বো না। রাজার মেয়ে, রাজার মেয়ের মত মর্‌বো।

চণ্ড। সুন্দরি! কথা কও—কথা কও; তিরস্কারই কর,—সেও মধুর—উল্লাসময়। নীরবে থেকো না—নীরবে থেকো না—[সুরাপান]

অপর্ণা। [স্বগত] হ্যাঁ—হ্যাঁ, মৃত্যুই চাই,—মৃত্যুই প্রয়োজন। শুধু আত্মমর্য্যাদা রক্ষা নয়, বংশমর্য্যাদা রক্ষা হবে। এই অত্যাচার, এই উৎপীড়ন আমার রক্তে নেবাতে হবে। নারীর এত লাঞ্ছনা, এত অশ্রু এখনো কেমন ক'রে ধরিত্রী সহ্য কর্‌ছে?

চণ্ড। সুন্দরি! সুন্দরি!—

অপর্ণা। দাঁড়াও ওখানে। এই ছুরিকা দেখ্‌ছো? এই আমার বন্ধু—এই আমার সহায়—[ছুরিকা প্রদর্শন]

চণ্ড। চমৎকার! অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা!

অপর্ণা। এস—এস ছুরিকা! প্রিয়সখি! এস—এস, আমার বক্ষে আমূল প্রবেশ কর—আমার কলঙ্ক মোচন কর। [নিজ বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে উদ্যত]

চণ্ড। কর কি সুন্দরী, কর কি?—[সহসা ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার সুন্দরী, এইবার? আর ম'রে ফাঁকি দিতে পার্‌ছ না।

অপর্ণা। কামুক! পিশাচ!

চণ্ড। এস—এস, বক্ষে এস—[অপর্ণাকে ধরিতে উদ্যত]

অপর্ণা। কে আছ—কে আছ, অবলার সম্মান রক্ষা কর।

চণ্ড। কেউ নাই সুন্দরি! কেউ নাই, তুমি আছ আর আমি আছি, আর কেউ নাই।

অপর্ণা। স'রে যা—স'রে যা! রক্ষা কর—রক্ষা কর, কে আছ—রক্ষা কর—

চণ্ড। আমিই রক্ষক, আমিই ভক্ষক; আমিই সম্রাট, আমিই সেনাপতি।

অপর্ণা। ঠিক্—ঠিক্ তাই; নইলে দৈত্যরাজ্য ধ্বংস হবে কেন? নইলে রাজার এ বিকৃত বুদ্ধি হবে কেন? অবলার দীর্ঘশ্বাসে ধরিত্রী জ'লে উঠ্‌বে কেন? অবলার আর্ত্ত চীৎকারে বায়ু রুদ্ধ হবে কেন? নারীর ভীত পদকম্পনে ধরিত্রী কাঁপ্‌বে কেন?

চণ্ড। [সুরাপান করিয়া] ধরিত্রী কাঁপ্‌ছে, এই আমিও টল্‌ছি। সব বিবর্ত্তন—সব বিবর্ত্তন। এই বিবর্ত্তনশীল বিশ্বে শুধু তুমি আর আমি। বিশ্ব চূর্ণ হোক্,—তোমার বুকে আমি, আমার বুকে তুমি; অটুট হ'য়ে থাকো সুন্দরি—অটুট হ'য়ে থাকো। [অপর্ণাকে ধারণ]

অপর্ণা। ছুস্‌নে পিশাচ! ছুস্‌নে; জ্ব'লে যাবি—পুড়ে মর্‌বি! কে আছ, রক্ষা কর—রক্ষা কর, অবলার ধর্ম্মরক্ষা কর!

উন্মুক্ত অসিহস্তে সবেগে অগ্রে চণ্ড, পশ্চাতে কেশীধ্বজের প্রবেশ।

সঙ্গ। [প্রবেশ করিতে করিতে] এই যে, এই যে মহারাজ—

কেশীধ্বজ। অপর্ণা! অপর্ণা! মা! আমি এসেছি। [এক হস্তে অপর্ণাকে বক্ষে আবৃত করিয়া] দুর্ব্বৃত্ত পিশাচ! এতদূর অগ্রসর হয়েছ? [অপর হস্তে চণ্ডের গলা টিপিয়া ধরিয়া সঙ্গের প্রতি] সঙ্গ! সঙ্গ! এখনই এই পাপিষ্ঠকে নিয়ে গিয়ে হত্যা কর।

সঙ্গ। যথা আজ্ঞা মহারাজ! আয় পাষণ্ড!

[চণ্ডকে বন্দী করিয়া লইয়া প্রস্থান।

কেশীধ্বজ। মা! মা!—

অপর্ণা। বাবা! বাবা! এই তোমার স্বর্গ—এই তোমার কর্ম্ম—এই তার ফল। [পিতার বক্ষে পতন]

সম্বরের মৃত দেহ লইয়া খড়্গহস্তে ঘাতকের প্রবেশ।

ঘাতক। মহারাজ! এই ব্রাহ্মণকুমারের ছিন্ন মুণ্ড, উপহার নিন্‌।

[মৃত দেহ রাখিয়া প্রস্থান।

অপর্ণা [মুণ্ড দেখিয়া] একি—একি! ভাই—ভাই! [ভূতলে বসিয়া পড়িল]

কেশীধ্বজ। এ কে?—পুত্র!—সম্বর! ঠিক্—ঠিক্ হয়েছে; ঠিক্ স্বর্গ প্রস্তুত করেছি। দেবমণ্ডলি! এস—এস, তোমরা সবাই এস; আমার স্বর্গ দেখ। চমৎকার স্বর্গ! কন্যা নিজ সেনাপতির দ্বারা

লাঞ্ছিতা, অপমানিতা; পুত্র নিজের আদেশে ঘাতকের হস্তে নিজশির বলি দিয়ে আমার স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করেছে।

সুচিতার প্রবেশ।

সুচিতা। মহারাজ! মহারাজ! একি! সম্বর! সম্বর! [পতন ও মূর্চ্ছা]

কেশীধ্বজ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সম্বর—সম্বর—তারই ছিন্ন মুণ্ড, তারই ছিন্ন মুণ্ড। এ মুণ্ড ছেদ করেছে কে, জান?—আমি। স্বর্গের ভিত্তি কর্‌ছি; বুঝ্‌লে রাণি? তুমি ঘুমাচ্ছো?—ঘুমাও; এ ঘুম যেন তোমার আর ভাঙ্গে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার সোণার স্বর্গ—সোণার স্বর্গ! কন্যা লাঞ্ছিতা—পুত্র নিহত,—স্বর্গের প্রতিষ্ঠা!

অপর্ণা। বাবা! বাবা!—

কেশীধ্বজ। হ্যাঁ—হ্যাঁ মা! দেখ্ তো—দেখ্ তো অপর্ণা! আমি কি তোর সেই স্নেহশীলা পিতা? নিঃসঙ্কোচে তুই এতদিন যার বুকে ঘুমিয়ে পড়্‌তিস্, আজ সাহস ক'রে তার বুকে এসে তেমনি ক'রে ঘুমাতে পারিস্ মা? ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্ দেখি, আমি কি সেই? ভুল! ভুল! চিন্‌তে পার্‌বি নি মা! চিন্‌তে পার্‌বি নি। আমি যে চেন্‌বার কোন চিহ্নই রাখি নি। আমি ভূ-স্বর্গের ইন্দ্র,—আমি সে দৈত্যপতি নই। আমার এ স্বর্গের পুষ্পবৃষ্টি কি জানিস্?—অবলার তপ্ত অশ্রু! আমার স্বর্গের পারিজাত কি জানিস্?—নির্দ্দোষের রক্তবিন্দু! তবু এ স্বর্গ,—আমি এই স্বর্গের ইন্দ্র।

অপর্ণা। বাবা! বাবা! [সুচিতার প্রতি] মা! মা!—

কেশীধ্বজ। ডাকিস্ নি—ডাকিস্ নি; ওকে ঘুমাতে দে। ও তো এমন ঘুম আর ঘুমাতে পার্‌বে না। আমি ওর শান্তি, স্বর্গ, সব স্বর্গের

নেশায় কেড়ে নিয়েছিলাম ; সম্বল ছিলি তোরা, তোদেরও একটাকে হত্যা করেছি। তুইও পালা, না জানি তোকেও কি ক'রে ফেল্‌বো। ওর ঘুমানই ভাল—ওকে ঘুমাতে দে। আমি আমার কীর্ত্তি বুকে ক'রে জগতের বুক থেকে চ'লে যাই। রাণি! রাণি! কখন তো তোমায় আশীর্ব্বাদ করি নি ; আজ প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি ঘুমাও—তুমি ঘুমাও, তোমার এ ঘুম যেন আর ভাঙ্গে না।

গীতকণ্ঠে কর্ম্মফলের প্রবেশ।

কর্ম্মফল।—

গীত।

একেই বলে কর্ম্মফল।
এখন তুমি ভাসাও ধরা ফেলে আঁখিজল॥
মদ-গর্ব্বে চক্ষু মুদি চেয়ে না দেখিলে,
দিশেহারার মত কেন ভুল পথে গেলে,
সুধা ভ্রমে অবহেলে খেলে হলাহল।
ভেবেছিলে ভবের বিধান উল্টে দেবে বলে,
দর্পহারী দর্প চূর্ণ করলেন তোমার ছলে,
তোমার সঙ্গী সকল গেছে চ'লে সার হয়েছে চোখের জল॥
নাইকো কেহ এ ভবে আর শুনবে কান্না তোমার,
শোননি তো তুমি কখন কারো আর্ত্ত হাহাকার,
যাবে কোথা, চারিদিকে ওই জ্বলছে তোমার পাপের অনল।

[গীতান্তে প্রস্থান ও সম্বরের ছিন্নমুণ্ড লইয়া পশ্চাতে কেশীধ্বজের প্রস্থান।

সুচিতা। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] মা! মা! অপর্ণা! কৈ—কৈ—আমার সম্বর কৈ? সম্বর! সম্বর! [উন্মাদিনীর মত প্রস্থান।

অপর্ণা। মা! মা! উন্মাদিনীর মত তুমি কোথায় ছুটে যাচ্ছ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ঋষি-আশ্রম সম্মুখস্থ পথ।

সুলক্ষণা।

সুলক্ষণা। কই, সেখানে তো আমার আয়ু নাই? কোথায় গেল? তার মৃতদেহ আশ্রমবাসীরা নিয়ে গেছে মনে ক'রে আশ্রমে গেলাম, সেখানে গিয়ে দেখ্‌লাম শুধু ভস্মস্তুপ। সেই পুণ্য আশ্রমের একখানি কুটিরও নাই। ঋষিরা সব কোথায় চ'লে গেছেন, কারও কোন সন্ধান পেলাম না। আমি সেই পুণ্য স্মৃতির ভস্ম নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে লেপন কর্‌লাম। আমার হৃদয়ও এইরূপ ভস্মস্তুপে পরিণত হয়েছে! আমার আয়ুকে,—উঃ!—তার বড় তৃষ্ণার সময় বিষাক্ত বারি এনে পান কর্‌তে দিয়েছিলাম। সে মাতৃপ্রদত্ত বারি সুধা অপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞানে তৃপ্তির সঙ্গে আকণ্ঠ পান কর্‌লে। বিষাক্ত বারিপানে বাছা আমার মুহূর্ত্তে ঢ'লে পড়্‌লো! তারপর—উঃ!—বাছার সেই মরণাতুর করুণ কণ্ঠস্বর দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌লো! সকল জগত যেন একটা হাহা-ধ্বনিতে ভ'রে গেল! আমি অনিমেষনয়নে বাছার সেই আসন্নমৃত্যু মলিন মুখখানির দিকে চেয়েছিলাম! হায়, তাতেও বাধা! দুরন্ত দৈত্য আমার মরণোন্মুখ পুত্রের বুক থেকে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু একি হ'লো? পিতা পুলস্ত্য এই বালকের ভাগ্য গণনা ক'রে বলেছিলেন,—এ বালক উর্ব্বশীর গর্ভসম্ভূত রাজা পুরূরবার ঔরসজাত পুত্র। এ বালক সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ ক'রে পরবর্ত্তী কালে পৃথিবীতে একজন অনন্ত যশস্বী রাজা হবে। মুনিবাক্য বিফল ক'রে বাছা আমার কোথায় চ'লে গেল? শাস্ত্রও যে মিথ্যা হ'য়ে গেল। পুরূরবা! পুরূরবা! মহারাজ! রাজাধি-

রাজ ! আমার সর্ব্বস্ব ! বড় সাধ ছিল, তাকে রাজনীতি ও যুদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ক'রে যোগ্য বরণে তোমার কোলে তুলে দেবো। কিন্তু তা হ'লো না; তোমার কোলে দিতে পার্‌লাম না। রাজা! রাজা! এ কোন্ পাপের ভীষণ দণ্ড প্রভু ? [এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান]

পুরূরবা ও বিদূষকের প্রবেশ।

পুরূরবা। বয়স্য ! বয়স্য ! দেখ্‌লে ? মুনির আশ্রম দেখ্‌লে ? পর্ণকুটির ভস্মস্তূপে পরিণত; পুণ্যক্ষেত্রে দানবের নর্ত্তন। আমি রাজা, ধর্ম্মের রক্ষক—পাপের শাসক, তা না হ'য়ে আমি রাজ্যনাশক হয়েছি। এই পাপে রাজ্য গেল, উর্ব্বশী গেল,—সেই চকিতের মত বালক এলো, কোথায় চ'লে গেল ! আমার সব শেষ ! সখা ! সখা ! এইবার আমায় শেষ হ'তে দাও। আমার সব গিয়েছে, কিছু নাই ; আমি আর কেন সখা ? আমার এখন স'রে যাওয়াই ভাল।

বিদূষক। মহারাজ ! আপনারই বাহুবলে, আপনারই শক্তিতে এ রাজ্য ত্রিদিবেরও গৌরবস্থল হয়েছিল। সেই শক্তি, সেই তেজ, সেই ইচ্ছা, সেই কল্পনা আবার ফিরিয়ে আনুন রাজা ! আবার আপনার সব হবে।

পুরূরবা। আর হয় না বয়স্য ! যা যায়, আর ফেরে না। সখা ! সখা ! কে একজন রমণী দাঁড়িয়ে আছে ? অতি দীনবেশা, অতি শোকভারাক্রান্তা। নিশ্চয় অভিযোগ আছে ; সে অভিযোগ আমারই কাছে। হয় তো সে দৈত্য দ্বারা উৎপীড়িতা, লাঞ্ছিতা, সর্ব্বস্বাপহৃতা ; এখনই বিচার প্রার্থনা করবে।

সুলক্ষণা। হ্যাঁ মহারাজ ! আমি বিচারপ্রার্থিনী।

পুরূরবা। ঐ শোন,—বিচার ; বিচার প্রার্থনা কর্‌ছে। কি

বিচার করবো ? নিজের উপর অবিচার করেছি, রাজ্যের উপর অবিচার করেছি, ব্রহ্মাণ্ডের উপর অবিচার করেছি ; আমিই এখন আমার অপরাধের বিচারক খুঁজ্‌ছি, বিচার প্রার্থনা করছি। আমার এ শান্তির রাজ্য, নিরীহ প্রজা আমার মুখের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত ছিল ; তপস্যা-নিরত ঋষিগণ তপস্যায় নিমগ্ন ছিল। সকলে আমার উপর নির্ভর করেছিল, সকলে আমায় বিশ্বাস করেছিল,—তারা তখন সুপ্ত—নিদ্রিত ছিল ; অবিশ্বাসী নরাধম রক্ষক আমি, আত্মসুখে উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌লাম ; প্রেম—প্রেম—প্রেমের বন্যায় ভেসে চ'ল্লাম। কোথায় চল্লাম, জানি না। প্রেম আমি জান্‌তাম না ; লালসাকে আমি প্রেম ব'লে আলিঙ্গন করলাম। যদি আমার প্রেম থাক্‌তো, কেমন ক'রে আমি এই জনমণ্ডলীর বিশুদ্ধ প্রেম বিস্মৃত হ'লাম ? কেমন ক'রে আমি এই বিরাট প্রেম ছিন্ন ক'রে নিজের সুখের জন্য সকলের সুখ বিসর্জ্জন দিলাম ? বিচার—বিচার ! আমিই অপরাধী, আমার বিচার তোমরা সকলে কর।

সুলক্ষণা। মহারাজ ! মহারাজ ! বড় অপরাধিনী ব'লে আমার কি অপরাধের বিচারও করবেন না ? বিচার আপনাকে করতেই হবে, বিচার আমি চাই। সে বিচার অন্যে করলে হবে না ; আমার বিচারক আপনি। আমার অপরাধের শাস্তি আপনাকেই দিতে হবে ; আমি একান্ত উপায়হীনা, একান্ত নিরুপায়া।

পুরূরবা। বিচার করতে হবে ? তোমরা আমার বিচার করবে না ? এত বড় অবিচার তোমরা ক'রো না। আমি তোমাদের রাজা, আমি তোমাদের পালক, আমি তোমাদের সেবক, তোমরা আমার বিচার না করলে আমি কার কাছে বিচারপ্রার্থী হবো ? আমি বিশ্বাসঘাতক ! তোমরা বিশ্বাস ক'রে আমার হাতে তোমাদের পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জীবন-মরণ নিঃসঙ্কোচে অর্পণ করেছিলে ; আমি সেই বিশ্বাস নষ্ট করেছি।

তোমরা আমার জন্য উৎপীড়িত—নিগৃহীত। দাও—দাও, তোমরা সবাই মিলে আমায় দণ্ড দাও; আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।

সুলক্ষণা। মহারাজ! মহারাজ! কঠোর হ'য়ো না—নিষ্ঠুর হ'য়ো না। শোন—শোন, তোমার সন্তান আমার কাছে গচ্ছিত ছিল।

পুরূরবা। আমার সন্তান?

সুলক্ষণা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, অতি সত্য কথা। মহর্ষি পুলস্ত্য বলেছেন, মিথ্যা হ'তে পারে না।

পুরূরবা। কি বল্‌লে? মহর্ষি পুলস্ত্য! পুলস্ত্য বলেছেন?

সুলক্ষণা। হ্যাঁ মহারাজ! মহর্ষি পুলস্ত্য বলেছেন, সে তোমার সন্তান। তুমি তাকে দেখ্‌লে অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না। তোমারই মত উন্নত ললাট, তোমারই মত অমনি সৌম্য সুন্দর বীরত্ব-মহিমামণ্ডিত মুখমণ্ডল। তবে সে শিশু, কিন্তু সে ঠিক তোমারই অনুরূপ,—যেন তুমিই শিশু হ'য়ে আয়ু নাম গ্রহণ করেছিলে।

পুরূরবা। রমণি! রমণি! কে তুমি? সখা! সখা! আমায় ধর—আমায় ধর। সেই—সেই সে বালক। সে আমারই সন্তান—আমারই সন্তান—আমারই কাছে এসেছিল। আমি তাকে ধ'রে রাখ্‌তে পারিনি, আমি তাকে বুকে তুলে নিইনি। কি হ'লো? কোথা গেল?

সুলক্ষণা। মহারাজ! মহারাজ! কে?—কে? মহর্ষি বলেছিলেন, সে তোমারই ঔরসজাত উর্ব্বশীর গর্ভসম্ভূত সন্তান। উর্ব্বশী তার ব্যসন-প্রেমের বাধা মনে ক'রে সদ্যজাত শিশুকে ঋষি-আশ্রমে ত্যাগ করেছিল।

পুরূরবা। রাক্ষসী—পিশাচী সে!

সুলক্ষণা। মহারাজ! আমিও রাক্ষসী। আমি সেই বালককে শিশু-কাল থেকে এই বক্ষে লালন-পালন ক'রে শেষে একদিন তৃষ্ণায় নিজহস্তে তার মুখে বিষমিশ্রিত বারি দিয়েছি।

পুরূরবা। পিশাচি! রাক্ষসি! করেছিস্ কি? আর আমার নারী-বধে দ্বিধা নাই; আমি তোকে হত্যা কর্‌বো।

সুলক্ষণা। তাই কর মহারাজ! তাই কর; আমায় হত্যা কর। আমার ভীষণ ভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।

পুরূরবা। ভ্রম!—কিসের ভ্রম?

সুলক্ষণা। বাছা আমার তৃষ্ণায় কাতর, বারবার জল প্রার্থনা কর্‌ছিলো; আমি নিকটস্থ কূপ থেকে জল এনে বাছার মুখে দিলাম। কে জানে মহারাজ, সে জল বিষমিশ্রিত? পাপিষ্ঠ দৈত্যেরা জলে বিষ মিশ্রিত করেছিল। দণ্ড দাও মহারাজ! দণ্ড দাও—আমার ভীষণ ভ্রমের দণ্ড দাও।

পুরূরবা। দৈত্য!—দৈত্য!—আমি দৈত্যবংশ ধ্বংস কর্‌বো।

বিদূষক। মহারাজ! অধীর হবেন না। আমরা সেই শিশুকেই ইতিপূর্ব্বে দেখেছিলাম। নিঃসংশয়ে বল্‌তে পারি, সে শিশু মরে নাই—জীবিত।

সুলক্ষণা। শিশু জীবিত? সত্য বল, শিশু জীবিত?

বিদূষক। হাঁ জননি! আমি ব্রাহ্মণ, আমার বাক্য প্রত্যয় কর, তোমার বালক জীবিত।

পুরূরবা। বয়স্য! বয়স্য! চল—চল, আর বিলম্ব ক'রো না; তাকে খুঁজিগে চল। তুমি সঙ্গে এসো রমণি! সে মা মা ক'রে ব্যাকুল হয়েছিল, নিষ্ঠুর কঠোর পিতা আমি, আমার কথা তো সে শুন্‌বে না—আমার কথায় তো সে ফির্‌বে না; তোমার পুত্র তুমি ফিরিয়ে আনো। যেখানে সে থাক্, তাকে খুঁজে বা'র কর্‌বো। আর সেই সঙ্গে যারা কূপ সরোবরের জলে বিষ মিশ্রিত ক'রে নিষ্ঠুরভাবে নিরীহ প্রাণী-সংহার কর্‌ছে, গ্রাম নগর ধ্বংস কর্‌ছে, নিঃসহায়া অবলার প্রতি অবৈধ অত্যা-

চার কর্‌ছে, সেই সব নৃশংস পশুদের এমনভাবে দণ্ড দেবো, যে তারা যুগ-যুগান্তর স্মরণ কর্‌বে, ক্ষত্রিয়ের অসি কত তীক্ষ্ণ—কত ভয়াবহ!

[সকলের প্রস্থান।

মৃত পুত্রস্কন্ধে কেশীধ্বজের প্রবেশ।

কেশীধ্বজ। অপূর্ব্ব স্বর্গসৃষ্টি! শ্মশানস্তূপের উপর আমি রাজা—আমার স্বর্গ। আমার স্বর্গে প্রেমময়ী পত্নীর স্থান নাই, স্নেহময়ী কন্যার স্থান নাই, অনুগত ভক্ত পুত্রের স্থান নাই। অপূর্ব্ব আমার মৌলিকতা! অপূর্ব্ব আমার সৃষ্টি! আমি প্রজারঞ্জক রাজা, কঠোর শাসনে প্রজার মুখ বন্ধ ক'রে তাদের অভাব-অভিযোগ প্রকাশের শক্তি রুদ্ধ ক'রে রেখেছি, ধনী দরিদ্র এক ক'রে দিয়েছি। সবাই দরিদ্র, সবাই উৎ-পীড়িত; কারুর প্রতি কারুর আর হিংসা-দ্বেষ নাই। রাজ্যটাকে প্রহরীবেষ্টিত বৃহৎ কারাগারে পরিণত করেছি। এমন নইলে রাজ্য-শাসন! এমন নইলে প্রজাপালন! এতেও আমার মৌলিকতার অভাব নাই। আমি অত্যাচারে ভয়-ভক্তি আকর্ষণ কর্‌বো। দয়া, অনুকম্পা আমার রাজ্যের অভিধান হ'তে তুলে দিয়েছি। কেমন আমার রাজ্য—কেমন আমি রাজা! আমার রাজ্যে কেউ হাসে না, হাসা নিষেধ—শুধু কান্না। মেঘ বরিষণের আবশ্যক হয় না, অশ্রুজলে ধরিত্রী সর্ব্বদা সিক্ত। আমি যেমন রাজ্যের রাজা, আমার অবস্থাও তদ্রূপ। নিজের অত্যাচারে নিজে উৎপীড়িত—ক্ষত-বিক্ষত! আমার হৃদয়ও শ্মশানে পরিণত হয়েছে। যে অগ্নি আমি গৃহে গৃহে জ্বেলেছি, সেই অগ্নি অহর্নিশি আমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত। আমার রাজ্যবাসীর হাহাকার আমার বুক জুড়ে হাহা-ধ্বনি কর্‌ছে। তবু তারা কেঁদে ধরিত্রী ভাসায়, কিন্তু আমার চোখে জল নাই; শুষ্ক—শুষ্ক, মরুর মত শুষ্ক।

আমার শরীরের সমস্ত রক্ত বোধ হয় শুকিয়ে গেছে ; নতুবা এক ফোঁটাও কেন চোখ দিয়ে জল হ'য়ে বেরোয় না ?

সুচিতা ও অপর্ণার প্রবেশ।

সুচিতা। প্রভু! স্বামিন্!

কেশীধ্বজ। ওই প্রভু! শুধু প্রভুত্ব—শুধু প্রভুত্ব, প্রভুত্বই ক'রে আস্‌ছি। সে প্রভুত্বে প্রেম নাই, অনুকম্পা নাই, সহানুভূতি নাই, প্রভুত্বের কর্ত্তব্য বিন্দুমাত্র নাই ; আছে শুধু শাসন—আছে শুধু উৎপীড়ন।

সুচিতা। নাথ! কেন এত কাতর হ'চ্ছো ? তোমার স্নেহ, তোমার অনুকম্পা, তোমার প্রেম যে এখনও আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে কোন্ দিন তোমার দাসীর নাম জগৎ হ'তে মুছে যেতো। তুমি তোমাকে এত প্রেমহীন স্নেহহীন মনে কর্‌ছো কেন ?

কেশীধ্বজ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! নূতন কথা শোনালে রাণি! নূতন কথা শোনালে। আমার অনুকম্পা ছিল—প্রেম ছিল—স্নেহ ছিল—দয়া ছিল ? ঐ চেয়ে দেখ রাণি! গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর জনশূন্য—গৃহ ভস্মীভূত—অট্টালিকা বিচূর্ণিত। নিরীহ প্রজাগণ তাড়িত পশুর মত প্রাণের ভয়ে, মানের ভয়ে বন হ'তে বনান্তরে পলায়ন কর্‌ছে। তাদের সম্মুখে বিভীষিকা, পশ্চাতে বিভীষিকা ; শ্রান্তিতে বিশ্রামের অবকাশ নাই। ছুট্‌ছে—ছুট্‌ছে—অনন্তের পথ ধ'রে ছুট্‌ছে। আমি তো তাদেরই রাজা, আমারও শ্রান্তিতে বিশ্রামের অবসর নাই। ছুটেছি —ছুটেছি—আমার কীর্ত্তি বুকে ক'রে ছুটেছি,—জগতের চোখের অন্তরাল দিয়ে ছুটেছি ; কতদূর ছুট্‌বো, কে জানে ?

সুচিতা। মহারাজ! অতীত একটা স্বপ্নের মত চ'লে গেছে ; সে দুঃস্বপ্ন বিস্মৃত হোন্।

কেশীধ্বজ। স্বপ্ন! কি ভয়াবহ স্বপ্ন রাণি! কি ভীষণ স্বপ্ন! তোমার মত প্রেমময়ী পত্নীকে ভুলেছি, স্নেহময়ী কন্যাকে ভুলেছি, বংশধর পুত্রকে ভুলেছি,—স্বর্গের স্বপ্ন, স্বর্গ নিয়ে ছিলাম। নিজের শক্তিতে নিজে বিভোর হ'য়ে উঠেছিলাম, দম্ভে শক্তির সঞ্চারককে ভুলে গিয়েছিলাম, সে তার শক্তি বিকাশ করেছে। আমার সব শক্তি সিক্ত কর্দ্দমের মত প্রখর কিরণে শুকিয়ে ধুলো হ'য়ে ঝ'রে প'ড়ে গেছে।

সুচিতা। মহারাজ! অনুতাপে পাপ ক্ষয় হয়। এই অনুতাপেই আপনার সমস্ত পাপ ক্ষয় হবে।

কেশীধ্বজ। আমার পাপের ক্ষয় নাই। শোন—শোন রাণি! ঐ আর্ত্তস্বর শোন। ঐ লাঞ্ছিতা পতিতার তপ্ত নিশ্বাস নরকের বিষাক্ত বায়ুর মত আমাকে পুড়িয়ে মার্‌তে আস্‌ছে! ঐ দেখ—দেখ, নিরীহ প্রজার তপ্ত রক্তের ঢেউ প্রবল বন্যার মত হুহুঙ্কার রবে আমাকে প্লাবিত কর্‌তে আস্‌ছে! গৃহহীন নগ্ন প্রজাগণ সেই ঢেউয়ের উপর তাণ্ডব নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে মুখ ব্যাদান ক'রে আমায় গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে। যাও—যাও রাণি! গৃহে যাও, ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে ঐ বুভুক্ষিতদের মুখে অন্ন দাও, গৃহহীনদের আশ্রয় দাও, আর্ত্তদের অভয় দাও, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। সহধর্ম্মিণী তুমি, তোমার ধর্ম্মে আমায় রক্ষা কর,—নইলে আমার নিস্তার নাই।

[প্রস্থান।

সুচিতা। মহারাজ! মহারাজ!

অপর্ণা। শান্ত হও মা! পিতার আদেশ শুন্‌লে,—তিনি তোমাকে ক্ষুধার্ত্তদের আহার দিতে বল্‌লেন, আর্ত্তদের অভয় দিতে বল্‌লেন; এখন তাঁর পশ্চাতে উন্মাদিনীর মত ছোট্‌বার তোমার অবসর নাই মা! ঐ দলে দলে গৃহহীন প্রজাগণ নিরাশ্রয় অবস্থায় অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ কর্‌ছে, কৃষি-

কার্য্যের অভাবে দেশ দুর্ভিক্ষপীড়িত, উচ্ছৃঙ্খল রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা নারীগণ উৎপীড়িতা ; তাদের দিকে চাও মা ! তাদের রক্ষা কর মা !

সুচিতা। মা অপর্ণা ! আমার উন্মাদ স্বামী মৃত পুত্র বক্ষে ক'রে উন্মাদের মত ছুটে চল্লেন, কেউ তাঁর সঙ্গে নাই ; কে ক্ষুধার সময় আহার দেবে ? কে তাঁর বিশ্রামের সময় পদসেবা কর্‌বে ? রাজ্যেশ্বর পথের ভিখারী হ'য়ে গেলেন, এ দেখে আমি কেমন ক'রে স্থির হবো মা ?

অপর্ণা। তোমায় স্থির হ'তে হবে ; তোমার যে স্বামীর আদেশ। তুমি তাঁর সহধর্ম্মিণী, তাই তোমার করে তাঁর অনাথ উৎপীড়িত প্রজাদের রক্ষাভার অর্পণ ক'রে তিনি তাঁর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে গেলেন। তুমি তাঁর ধর্ম্মসঙ্গিনী, তাঁর ধর্ম্মের সহায় হও মা !

সুচিতা। বাছা ! সব বুঝি ; তবু আমি হৃদয়বেগ নিবারণ কর্‌তে পার্‌ছি না। চক্ষের সম্মুখে পুত্রের মৃতদেহ দেখেছি, মহারাজের দুঃখ দেখে সে দুঃখও সহ্য করেছিলাম ; কিন্তু রাজেশ্বরের এ দশা দেখ্‌তে পারি না।

অপর্ণা। মা ! তুমি শুধু তোমার স্বামীর দুঃখ দেখে কাতর হ'চ্ছো ; কিন্তু তোমার রাজ্যে তোমারই অমাত্যদের অত্যাচারে কত সতীর পতি এমনি পথের ভিখারী হয়েছে, কত জননীর পুত্র বিনা অপরাধে জল্লাদ কুঠারে প্রাণ দিয়েছে। কত সতী সতীত্ব হারিয়ে আত্মহত্যা ক'রেও শান্তিলাভ কর্‌তে পারেনি। মহারাজের অবিদ্যমানে এ রাজ্যে সে অত্যাচার আরও প্রবলভাবে চল্‌বে। তা নিবারণ করা যে মা তোমার প্রধান কর্ত্তব্য ! কর্ত্তব্যে অচলা হও ; চঞ্চলা হ'য়ে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে এনো না মা ! স্বামীর কর্ত্তব্যে প্রতিষ্ঠিতা হও—ধৈর্য্য ধর।

সুচিতা। ঠিক্ বলেছিস্ মা ! আমার স্বামীর আদেশ আমায় পালন কর্‌তেই হবে। হৃদয় ছিন্ন ক'রেও সে আদেশ পালন কর্‌তে হবে,

নইলে তাঁর শান্তি হবে না। আমি এই লাঞ্ছিত উৎপীড়িত প্রজাদিগকে সন্তানের স্নেহে বুকে তুলে নেবো; তাদের সমস্ত অভাব সমস্ত দৈন্য দূর কর্‌বো।

অপর্ণা। এই তো মা, মায়ের মত কথা। তুমি দুর্গার মত দশ-ভূজারূপে তাদের সকল দুঃখ সকল দৈন্য মুছে ফেলে দাও; দুর্ব্বৃত্ত অসুর নিধন কর, রাজ্যে শান্তি আন। সকলে সমস্বরে প্রাণে মনে দৈত্যপতির মঙ্গল কামনা করুক। তাঁর সমস্ত ক্লেশ, সমস্ত অশান্তি দূর হবে; প্রজার আশীর্ব্বাদ পুষ্পবৃষ্টির মত তাঁর মনের সমস্ত ক্লেশ নাশ কর্‌বে।

সুচিতা। চল মা! চল, আগে আমি আমার স্বামীর আদেশ পালন কর্‌ব চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ।

কুম্ভকক্ষে গ্রাম্যরমণীগণের প্রবেশ।

গ্রাম্যরমণীগণ।—

গীত।

শান্তি এসেছে দেশে।
পতি পুত্র নিয়ে আবার ঘর কর্‌বো হেসে॥
নাইক কোন ভীতি আর,
নারীর প্রতি অত্যাচার,
দৈত্যরাণীর কৃপায় মোদের সকল দুঃখ গেছে ভেসে।

নিয়েছিল যা, দিচ্ছে ফিরে,
ধান পেয়েছি গোলা ভ'রে,
সুখে থাকুক্ রাণী মাতা স্বামী পুত্র নিয়ে এসে।

[প্রস্থান ।

সসৈন্য পুরূরবা, বিদূষক ও সুলক্ষণার প্রবেশ।

বিদূষক। বালকের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে পথে অনেকেই বল্‌লে, আমাদেরই মত সেই বালককে তারা দেখেছে। সে তার মাকে খুঁজ্‌ছে, এই পথেই সে গিয়েছে। আমরা বালকের সন্ধান নিশ্চয় পাবো।

সুলক্ষণা। ব্রাহ্মণ! আপনার কথা সত্য হোক্; আমার বাছাকে যেন ফিরে পাই।

বিদূষক। চিন্তা কর্‌বেন না জননি! বালক যেখানেই থাক্, নিশ্চয়ই আমরা তাকে খুঁজে বার কর্‌তে পারবো।

পুরূরবা। বয়স্য! একটা বিষয় আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আস্‌তে আস্‌তে দেখলাম, আমার অধিকারস্থ সমস্ত গ্রামে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ হয়েছে, বহু সরোবর খনন হ'চ্ছে, সমস্ত দেশ সুজলা সুফলা, রাজ্য শান্তি-ময়; দৈত্য অত্যাচারের কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। নাগরিকাগণ তেমনি নিঃসঙ্কোচে পথে ঘাটে পরিভ্রমণ কর্‌ছে; হাহাকার দৈন্য কিছু-মাত্র নাই।

বিদূষক। আমিও মহারাজ! দেখে আশ্চর্য্য হয়েছি, এ পরিবর্ত্তন হঠাৎ কেমন করে হ'লো? অদূরে ঋষিপল্লী হ'তে যজ্ঞধূম উত্থিত হ'চ্ছে, সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। সমস্ত শান্তিপূর্ণ, দৈত্য-অত্যাচারের কোনও লক্ষণই দেখ্‌ছি না।

পুরূরবা। আমি কিছু বুঝতে পার্ছি না বয়স্য, আমরা কার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর্ছি? দেশ তো শান্তিময়; অরাজকতা অত্যাচারের চিহ্ন-মাত্র নাই। সকলই আমার বিচিত্র ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

রুদ্রসিংহের প্রবেশ।

রুদ্র। মহারাজ! বাস্তবিকই বিচিত্র ব্যাপার! আমরা যাচ্ছি দৈত্য-দের শাসন কর্তে, কিন্তু তারাই দেশের শ্রী ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি নগরমধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রজাদের মুখে শুন্লাম, দৈত্যরাণীর কৃপাতেই আজ দেশ অদৈন্য এবং রাজ্যে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি না কি বিরাট রকমের দান-ধ্যান ব্রাহ্মণভোজনাদি আরম্ভ করেছেন। যাদের যা লুণ্ঠিত হয়েছিল, তা ফিরিয়ে দিচ্ছেন; যে সকল গৃহ দৈত্য-অত্যাচারে ধ্বংস হয়েছিল, তাহা পুনর্নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেছেন।

পুরূরবা। বটে! তা হ'লে নারীকুল-শিরোমণি, সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর তাঁর মঙ্গল বিধান করুন। চল এখন, আমরা বালকের সন্ধানে যাই। জীবনব্যাপী যদি অনুসন্ধান কর্তে হয়, তাও আমি কর্বো। রাজপুত্র ভিখারীর মত পরিচয়বিহীন হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে ফিরিয়ে আন্তে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য ।

বদরিকাশ্রম ।

সম্বরের মৃতদেহস্কন্ধে কেশীধ্বজের প্রবেশ ।

কেশীধ্বজ । [উপবেশনান্তর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন ।]
জটাকটাহ সম্ভ্রম ভ্রমন্নিলিম্প নির্ঝরী-
বিলোল বীচিবল্লরী বিরাজমান মূর্দ্ধণি ।
ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বল ল্ললাট পট্টপাবকে,
কিশোর চন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম ॥
ধরা ধরেন্দ্রনন্দিনী বিলাস বন্ধু বন্ধুর-
স্ফুরদ্ দৃগন্ত সন্ততি প্রমোদমান মানসে ।
কৃপাকটাক্ষ ধোরণী নিরুদ্ধ দুর্দ্ধরাপদি,
কচিচ্চিদম্বরে মনো বিনোদমেতু বস্তুনি ॥
জটাভুজঙ্গ পিঙ্গল স্ফুরৎ ফণামণি-
প্রভাকর কদম্ব কুঙ্কুম দ্রব প্রলিপ্ত দিগ্বধূমুখে ।
মদান্ধ সিন্ধুর স্ফুরত্ব গুত্তরীয় মেদুরে,
মনো বিনোদমদ্ভুতং বিভর্ত্তু ভূতভর্ত্তরি ॥
সহস্র লোচন প্রভৃত্য শেষ লেখ শেখর,
প্রসূন ধূনি ধোরণী বিধূ সরাজ্ঘ্রি পীঠভূঃ ।
ভূজঙ্গরাজমালয়া নিবদ্ধ জাটজূটকঃ,
শ্রিয়ৈ চিরায় জায়তাং চশের বন্ধু শেখরঃ ॥

মহাদেবের আবির্ভাব।

মহাদেব। তুষ্ট আমি তপে বৎস!
পূর্ণ হোক্ মনস্কাম তব।
লহ এই সমস্তক মণি,
ইহার প্রভাবে বাঞ্ছা অনুযায়ী
একটি প্রার্থনা তব হইবে পূরণ।
যাহা চাও একবার,
একটি প্রার্থনা মাত্র হইবে পূরণ—
শকতি ইহার।
কিন্তু জেনো বৎস!
দ্বিতীয় বাসনা পূর্ণ হবে না ইহাতে।

[অন্তর্দ্ধান।

কেশীধ্বজ। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু মহেশ্বর! অধমের প্রতি তোমার অপার করুণা! আজ তোমার কৃপায় আমার মৃত পুত্র জীবন লাভ করবে। এই মণি প্রভাবে একটি বাঞ্ছা পূর্ণ হবে। আমারও দ্বিতীয় বাঞ্ছা নাই প্রভু! মাত্র একটি বাঞ্ছা, সত্বর পুনর্জ্জীবিত হোক্; তারপর আমি আজীবন আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

সুচিতার প্রবেশ।

সুচিতা। এই যে—এই যে, এইখানে আমার প্রভু—

কেশীধ্বজ। এই যে—এই যে, রাণী এসেছ! ঠিক সময়েই এসেছ। আজ বাবা মহেশ্বরের কৃপায় তোমার মৃত পুত্র নবজীবন লাভ করবে। আমার সাধনা সফল হয়েছে, মহেশ্বর কৃপা করেছেন।

সুচিতা। প্রভু! প্রভু! মহেশ্বর! তোমার অপার করুণা।

কেশীধ্বজ। এস রাণি! এইবার সম্বরের দেহের বন্ধন মুক্ত কর। মহেশ্বর আমাকে এই মণি দান করেছেন, এই মণি স্পর্শ করলেই সে জীবিত হবে।

[সুচিতা মণি লইয়া সম্বরের দেহে স্পর্শ করাইতে উদ্যত হইলেন।]

লতাবেষ্টিতা উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উর্ব্বশী। [প্রবেশ করিতে করিতে] আর কতকাল প্রভু! এ লাঞ্ছিতার কি লাঞ্ছনার সীমা নাই? প্রতি অঙ্গ লতাবেষ্টিত; লতিকার আকৃতিতে অতি কষ্টে পরিভ্রমণ, আহার অন্বেষণ, এতেও কি মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই প্রভু? হীন কামনার মোহে অপার দুঃখ বরণ করেছি, অপার দুঃখ ভোগ করছি, আর কত সহ্য হয়? শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী অধিনীর অপরাধ ক্ষমা কর—ক্ষমা কর।

কেশীধ্বজ। ওকি—ওকি করুণ কণ্ঠ! কে—কে তুমি লতিকার আকারে মনুষ্যের কণ্ঠে কাতর অনুশোচনা করছো?

উর্ব্বশী। কে?—কে? তুমি না সেই কেশী দৈত্যরাজ? আর তো আমার সে রূপ নাই, তুমি তো চিনতে পারবে না। তোমাকেও আর আমার কোন আতঙ্ক নাই। তুমি—তুমিই আমার এই দুঃখের হেতু।

কেশীধ্বজ। আমি—আমি তোমার দুঃখের হেতু? লতিকা! একি প্রহেলিকা বলছো?

উর্ব্বশী। প্রহেলিকা নয় দৈত্যরাজ। অতি সত্য, কঠোর সত্য। তোমার উর্ব্বশীকে মনে পড়ে?

কেশীধ্বজ। উর্ব্বশী? সেই—সেই তো আমার সর্ব্বনাশের হেতু।

উর্ব্বশী। উপযুক্ত কথাই বলেছ দৈত্যরাজ! স্বভাবোচিত বাক্যই

প্রকাশ করেছ। অত্যাচারী লম্পট! আজ তোমারই জন্য আমি এই মহাতাপ ভোগ করছি।

কেশীধ্বজ। আমার জন্য?

উর্ব্বশী। হ্যাঁ—হ্যাঁ দৈত্যরাজ! তোমার জন্য। তোমার উৎপীড়ন ভয়ে আমি ব্যাকুল হ'য়ে আত্মরক্ষার জন্য নরলোকের সাহায্য গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারিনি, আত্মহত্যা করেছি। যাও—যাও, তুমি আমার সম্মুখ হ'তে যাও। ভীষণ স্মৃতি শত বৃশ্চিকের বিষাক্ত দংশনের মত আমার অন্তর নিপীড়িত করছে।

কেশীধ্বজ। ঠিক—ঠিক বলেছ সুন্দরি! আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি আজ রাজ্যহারা, পুত্রহারা; তথাপি আমার প্রায়শ্চিত্তের শেষ হয় নাই। নতুবা তোমায় এ মূর্ত্তিতে দেখবো কেন? শত শত যন্ত্রণা! অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হ'য়ে গেল! কোথায় যাবো? কি করবো? কেমন ক'রে এ তাপ হ'তে নিস্তার পাবো?

উর্ব্বশী। নিস্তার? নিস্তার নাই কেশীধ্বজ! দেখছো না, পাপের কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত! আমি নিসর্গ-সুন্দরী, আজ স্বর্গচ্যুতা হ'য়ে লতার আকারে বনে বনে পরিভ্রমণ করছি। সুধা যার খাদ্য, পারিজাত যার অঙ্গশোভা, দেবগণ যার স্তাবক, সে আজ প্রান্তরে প্রান্তরে নিজের নিঃশ্বাসের কুজ্ঝটিকায় নিজে আচ্ছন্ন হ'য়ে শ্বাসরোধ হ'য়ে মরছে! নিস্তার নাই—নিস্তার নাই।

সুচিতা। জননি! যদি কোন প্রতিকার থাকে, বল; সে যতই ভীষণ হোক, আমার স্বামীর হ'য়ে আমি তা করতে প্রস্তুত। তোমার এ অন্তর্দ্দাহ নিবারিত না হ'লে আমার স্বামীর শান্তি কখনো ফিরবে না।

উর্ব্বশী। সে বুঝি হয় না জননি! শঙ্কর-পাদসম্ভূত সমন্তক মণি

যদি এ দেহে কখাও স্পর্শ হয়, তবেই এ দেহের পরিবর্ত্তন হ'য়ে আমার মুক্তি হবে; নতুবা আমার মুক্তি নাই। তা অসম্ভব—তা অসম্ভব!

কেশীধ্বজ। সমস্তক মণি!—

উর্ব্বশী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেই দেব-দুর্ল্লভ মণি! কোথায় আছে? কেমন ক'রে তা এ দেহে স্পর্শ হবে? উঃ, কি কঠোর অভিশাপ!

কেশীধ্বজ। আছে—আছে অভিশপ্তা রমণি! তা আমার কাছে আছে।

উর্ব্বশী। তবে দাও—দাও, স্পর্শ করি! উঃ, বড় যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা! কৃপা কর—কৃপা কর, মণি আমায় স্পর্শ করতে দাও,—আমার অভিসম্পাত মোচন হোক্।

কেশীধ্বজ। কিন্তু—কিন্তু—

উর্ব্বশী। ইতস্ততঃ ক'চ্ছো—ইতস্ততঃ ক'চ্ছো? দেখ—দেখ, কত তাপিতা আমি! ত্রিদিববাসিনীর এ অপেক্ষা আর কি লাঞ্ছনা দেখ্তে চাও? দাও, কোন দ্বিধা ক'রো না; তোমারও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে, আমিও মুক্ত হবো।

সুচিতা। দাও নাথ! দাও, মণি একে দান কর; তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।

কেশীধ্বজ। রাণি! রাণি! বড় সঙ্কট—বড় সঙ্কট! না—না, আমি পার্‌বো না। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর উর্ব্বশী! তুমি আমায় কৃপা কর। তোমার দু'টি চরণে ধ'রে মিনতি করছি, মণি আমায় ভিক্ষা দাও; আমার সর্ব্বস্ব নাও, মণি তুমি প্রার্থনা ক'রো না।

সুচিতা। কেন—কেন এত অধীর হ'চ্ছো নাথ?

কেশীধ্বজ। কেন—কেন অধীর হ'চ্ছি রাণি? তোমার ঐ মৃত পুত্রের দিকে চেয়ে দেখ। শিবের বরে এই মণির প্রভাবে আমার একটি

মাত্র প্রার্থনা পূর্ণ হবে, তারপর মণির আর কোন গুণ থাকবে না। আমি যে এই মণিস্পর্শে আমার পুত্রকে বাঁচাবো; সেই মণি আমি কোন্ প্রাণে অন্যকে প্রদান করবো রাণি?

সুচিতা। উঃ—উঃ! কি কঠোর সমস্যা; একদিকে পুত্রের জীবন, অন্যদিকে লাঞ্ছিতা রমণীর শাপবিমোচন। কোন্‌টি কর্ত্তব্য—কোন্‌টি কর্ত্তব্য? স্মৃতি! স্মৃতি! বিচারশক্তি বিলুপ্ত হও।

কেশীধ্বজ। না—না নিস্বর্গ সুন্দরি! আমি এ মণি দিতে পারবো না। মহাপাপী আমি, বুঝেছি—আমার পাপের শাস্তি নাই; নতুবা এ সময়ে এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে কেন? ভগবান! কি কঠোর সমস্যায় আমায় ফেল্‌লে প্রভু? না—না, আমি মণি দিতে পারবো না। আমি আজীবন প্রায়শ্চিত্ত ক'রে বেড়াবো, মৃত্যুর পর অনন্ত নরকে অনন্ত কাল ধ'রে অনন্ত দুঃখ ভোগ করবো, তবু সম্বরকে আমার বাঁচাতে হবে। এই মণিই আমার সম্বরের পরমায়ু। উর্ব্বশি! উর্ব্বশি! আমার অবস্থা তুমি বোঝ; তুমিই বল, আমি কি করবো?

উর্ব্বশী। বুঝেছি—বুঝেছি রাজা! আমার মুক্তি নাই। এই—এই লাঞ্ছিত জীবন নিয়ে মরণবিহীন অপ্সরী আমি, যুগ-যুগান্তর ধ'রে কেঁদে কেঁদে ধরিত্রীর বুক সিক্ত ক'রে বেড়াবো; এ পরিভ্রমণের বিরাম নাই—শান্তি নাই। [প্রস্থানোদ্যত]

কেশীধ্বজ। রাণি! রাণি! পারলাম না—পারলাম না! উঃ, কি কাতর ধ্বনি! অসহ্য! অসহ্য! ফের—ফের নিসর্গ সুন্দরি! ফিরে এস; তুমি মণি গ্রহণ কর, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।

সুচিতা। তাই কর প্রভু! তাই কর; প্রায়শ্চিত্ত কর। সর্ব্বস্ব যাক্, তবু সত্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হোক্।

উর্ব্বশী। কে মহান্ দম্পতি? এত উদার, এত উচ্চ, এত ধর্ম্মপ্রাণ!

যাও রাজা-রাণি ! আমি সম্পূর্ণরূপে তোমাদিগে মার্জ্জনা কর্‌লাম। সমস্ত মনের ক্লেশ আমার দূর হয়েছে। মৃত পুত্রকে মণিস্পর্শে পুনর্জ্জীবিত ক'রে তোমরা সুখে সংসার করগে। আমি আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত যুগ-যুগান্তর ধ'রে কর্‌বো।

কেশীধ্বজ। না—না ত্রিদিববাসিনি ! কৃপা কর—কৃপা কর ; আমায় প্রায়শ্চিত্তের অবসর দাও। এই নাও, এই মণি স্পর্শ কর, তোমার পূর্ব্ব-রূপ ফিরে আসুক্ ; শাপমুক্তা হ'য়ে স্বর্গচারিণি ! স্বর্গে গমন কর। [উর্ব্বশীকে মণি প্রদান।]

উর্ব্বশী। মহান্ ! মহান্ ! অতি মহান্ ! [মণি-গ্রহণ ও পূর্ব্ব-রূপ প্রাপ্ত হওন]

কেশীধ্বজ। আর কেন রাণি ! সব আশাই তো ফুরিয়ে গেল ! চল এখন, মৃত পুত্র বক্ষে ক'রে অদূরে ঐ নদীবক্ষে জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে এ জ্বালা নিবারণ করিগে। [তথাকরণে উদ্যত]

সহসা বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। নদী-বক্ষে জীবন বিসর্জ্জন দেবে কেশীধ্বজ ! আর তোমার পুত্র সম্বরকে সিংহাসনে বসিয়ে আনন্দ লাভ কর্‌বে না ? উঠ সম্বর ! উঠ বৎস ! তুমি নব কলেবরে পুনর্জ্জীবন লাভ ক'রে পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন কর। যে নিজের জীবন দিয়ে পরের জীবন রক্ষা করে, তার কখনও মৃত্যু হয় না। [সম্বরের মৃতদেহ স্পর্শকরণ ও সম্বরের পুনর্জ্জীবনলাভ]

সম্বর। মা ! মা ! পিতা ! পিতা !—

সুচিতা। আয়—আয় বাপ ! জীবনসর্ব্বস্ব ধন আমার ! একবার বুকে আয় বাবা—[সম্বরকে বক্ষে ধারণ]

কেশীধ্বজ। ধন্য, ধন্য প্রভু তোমার লীলা!

উর্ব্বশী। ভগবান্! ভগবান্! ন্যায় বিচারক! ধর্ম্মরক্ষক! তোমার বিচার সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম, বোধাতিগম্য। তুমিই সত্য, তোমার বিচার সত্য।

শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।

শুক্রাচার্য্য। ধন্য কেশীধ্বজ! তোমাদের কার্য্য দেখে আজ আমি পরম সন্তোষ লাভ কর্‌লাম। আমি তোমাদের জন্য মৃতসঞ্জীবনী-সুধা লাভ করেছি; কিন্তু তোমরা আজ যে মৃতসঞ্জীবনী-সুধা প্রাপ্ত হয়েছ, তার কাছে এ তুচ্ছ !

বিষ্ণু। কেশীধ্বজ! তুমি আমার বৈকুণ্ঠ-পারিষদ উদ্ধব। শাপ-ভ্রষ্ট হ'য়ে কিছুকালের জন্য মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলে। তোমার কার্য্য পূর্ণ হয়েছে; অচিরে তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হবে।

[প্রস্থান।

পুরূরবার প্রবেশ।

পুরূরবা। কোথাও, কোথাও পুত্রকে পেলাম না। সে বোধ হয় জীবিত নাই। একি!—এই যে উর্ব্বশী! পাপীয়সি! সন্তানহন্ত্রি! আমার হস্তে তোর নিস্তার নাই; আজ তোকে হত্যা কর্‌বো।

উর্ব্বশী। তাই কর রাজা! তাই কর; হত্যাই আমায় কর। সত্যই আমি তোমার সন্তানহন্ত্রী। আমি প্রেমিকা নই, পিশাচিনী—পুত্র-হত্যাকারিণী রাক্ষসী।

পুরূরবা। পিশাচি! রাক্ষসি! আমি তোকে হত্যা কর্‌বো—[অসি উত্তোলন]

গীতকণ্ঠে আয়ু সহ জ্ঞানের প্রবেশ ।

জ্ঞান ।—

গীত ।

কর কি করছো কি এ মায়ার ধরা মায়াভরা,
মায়ার ঘোরে ফের ঘোর মায়ায় আছ দিশেহারা ।
কেবা পুত্র কেবা পিতা সবই মহামায়ার খেলা,
রঙ্গময়ী রঙ্গ করে ভাঙ্গে ঢেলা দিয়ে ঢেলা,
এ সাধের স্বপন স্বপ্ন-মেলা স্বপন দিয়ে জীবন ঘেরা ।

[গীতান্তে আয়ুকে রাখিয়া প্রস্থান ।

পুরূরবা । এই যে, এই যে সে বালক ! পুত্র ! পুত্র ! [আয়ুকে বক্ষে ধারণ]

সুলক্ষণার প্রবেশ ।

সুলক্ষণা । কই—কই, আমার আয়ু কই ?

পুরূরবা । এই নাও রমণি ! তোমার পুত্র নাও ।

আয়ু । মা ! মা !

সুলক্ষণা । বাপ্ আমার, অন্ধের নয়ন-মণি ! বুকে আয় বাপ্ ! [আয়ুকে ক্রোড়ে ধারণ]

উর্ব্বশী । মহারাজ ! এই প্রাণহীনা স্বর্গ-অপ্সরীর সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন । এই মহিয়সী রমণীই আপনার প্রণয়ের যোগ্যা ; আপনি এঁকে গ্রহণ ক'রে এঁর মর্য্যাদা রক্ষা করুন ।

পুলস্ত্যের প্রবেশ ।

পুলস্ত্য । এই যে সুলক্ষণা মা আমার, তুমি এখানে ? এই যে

আয়ু উপস্থিত রয়েছে। আমি সর্ব্বত্র তোমাদের অনুসন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি। মহারাজ পুরূরবা! এই বালক তোমার ঔরসসম্ভূত উর্ব্বশীর গর্ভজাত পরিত্যক্ত পুত্র। এতদিন এর প্রতিপালনের ভার আমাদের উপর ছিল; আজ তোমার পুত্র তুমি গ্রহণ কর। আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্বসুখে সুখী হও।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূষক। আমিও মহাভাগের বাক্য সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। মহাভাগ যখন "সর্ব্বসুখে সুখী হও" ব'লে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করেছেন, তখন সে আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হবে না। মহিষী ব্যতীত রাজার সর্ব্বসুখ কোন সময়েই সম্ভবে না। মহাভাগের পালিতা কন্যা এই মহিমময়ী রমণীকে মহারাজের মহিষীরূপে প্রদান ক'রে মহারাজের সর্ব্বসুখ বিধান করুন।

পুলস্ত্য। আপনি উপযুক্ত কথাই বলেছেন ব্রাহ্মণ! আমার এই ক্ষত্রিয়কুমারী মহারাজের পরিত্যক্ত পুত্রের পালিতা মাতা। মহারাজ! এ কন্যা সর্ব্বাংশে তোমার মহিষী হবার উপযুক্তা। একে গ্রহণ ক'রে রাজধর্ম্মের গৌরব রক্ষা কর।

শুক্রাচার্য্য। সাধু! সাধু! [সুলক্ষণাকে পুরূরবার হস্তে প্রদান]

[পুরূরবা ও সুলক্ষণা ঋষিদ্বয়কে প্রণাম করিলেন।]

ভরত ও ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। বন্ধুবর রাজা পুরূরবা! তোমার এ আনন্দে আমিও সানন্দে যোগদান করতে এসেছি।

পুরূরবা। আসুন দেবরাজ!

ভরত। মহারাজ পুরূরবা! আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তোমরা দীর্ঘজীবী হ'য়ে সুশাসনে প্রজা-প্রীতি লাভ ক'রে ধরাধামে যশস্বী রাজেন্দ্র-বর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হও। উর্ব্বশি! তুমি বহু ক্লেশ পেয়েছ, এখন তুমি অভিশাপমুক্তা। চল বৎসে! তোমাকে আমি স্বয়ং স্বর্গে ল'য়ে যাওয়ার জন্য এসেছি।

উর্ব্বশী। চলুন গুরুদেব! চলুন, কন্যার প্রতি আপনার স্নেহের সীমা নাই। আপনার কৃপায় আমি লালসার তাপ অবগত হ'য়েছি। আশীর্ব্বাদ করুন, আর যেন আমার ভ্রম উপস্থিত না হয়। মহারাজ পুরূরবা! আমাকে আপনি সর্ব্বান্তঃকরণে মার্জ্জনা করবেন। প্রাণ-হীনা বারাঙ্গনার সংস্পর্শে কারো কখন শান্তি হয় না; একমাত্র প্রেম-ময়ী প্রাণময়ী ধর্ম্মপত্নীই সংসারী জীবের কল্যাণপ্রদায়িনী। চলুন দেবরাজ! মর্ত্ত্যের স্থূল বায়ুর মধ্যে আর আমি মুহূর্ত্তকাল তিষ্ঠিতে পারছি না; আমার শ্বাসরোধ হ'য়ে আসছে।

ইন্দ্র। অদূরে ঐ আমার রথ অবস্থান করছে। চল সখি! আর এখানে বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই।

[ইন্দ্র, ভরত ও উর্ব্বশীর প্রস্থান।

কেশীধ্বজ। মহানুভব রাজা পুরূরবা! আপনার মহত্ত্বের সীমা নাই। আপনি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার নিকট আমার একটি প্রার্থনা, আমি আমার পুত্র সম্বরকে আমার রাজ্য প্রদান করলাম। সম্বর বালক, আপনি এর অভিভাবক স্বরূপে এর শুভাশুভের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। আর গুরুদেব! আপনিই দৈত্যকুলের রক্ষক। আপনার স্নেহ-দৃষ্টি যেন দৈত্যগণের প্রতি সর্ব্বদা সমভাবে থাকে। আর আমার সংসারে স্পৃহা নাই; আমি আমার পত্নীকে ল'য়ে দূর অরণ্যে বাণপ্রস্থে গমন করবো।

পুরূরবা। ক্ষুব্ধ হবেন না মহারাজ! আপনার প্রতি আমার আর কোন বিদ্বেষ ভাব নাই। আজ হ'তে আপনি আমার পরম মিত্র। আমার পুত্র আয়ু যেমন আমার প্রিয়, আপনার পুত্র সম্বরও আমার নিকট ঠিক সেইরূপ। আসুন দৈত্যেশ্বর! আমায় আলিঙ্গন দিয়ে ধন্য করুন। [উভয়ের আলিঙ্গন]

পুলস্ত্য। সাধু রাজা পুরূরবা! সত্যই তুমি মহান্, সন্দেহ নাই।

শুক্রাচার্য্য। যাও কেশীধ্বজ! যাও বৎস! নিশ্চিন্তমনে এখন অভিলষিত কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হও; নিশ্চয় তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

সুচিতা। আশীর্ব্বাদ করুন গুরুদেব! আমার স্বামী যেন পাপ-মুক্ত হ'য়ে শান্তিলাভ করেন।

শুক্রাচার্য্য। দৈত্যকুলজননি! তুমি সাধ্বী সতী; তোমারই মহিমায় তোমার স্বামীর এই পরিবর্ত্তন। তোমারই পুণ্যে আজ দৈত্যকুল ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা পেয়েছে। তুমি যার সহায়, তার এই দুস্তর ভব-সাগরে কোন ভয় নাই। মা! যে গৃহে সাধ্বী বাস করেন, সে গৃহে লক্ষ্মী-নারায়ণ নিত্য বিরাজমান।

বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

বিষ্ণু। সত্য ঋষি! সে গৃহে আমরা নিত্য বিরাজমান। যে গৃহে সাধ্বী বাস করেন, সেই স্বর্গ—সেই বৈকুণ্ঠধাম।

লক্ষ্মী। সতী ছাড়া আমি থাক্‌তে পারি না; সতীগৃহ গোলোক অপেক্ষাও আমার প্রিয়।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। ধন্য, ধন্য কেশীধ্বজ! ধন্য পুরূরবা! তোমরা আজ

যথার্থই মর্ত্ত্যলোককে স্বর্গে পরিণত করেছ। দৈত্যরাজ! তোমার স্বর্গ সৃষ্টি সফল হয়েছে। যে স্থানে লক্ষ্মী নারায়ণের পুণ্য পাদস্পর্শ হয়, সেই স্বর্গধাম।

নারায়ণের প্রবেশ

নারায়ণ। বাঃ, চমৎকার খেলা আরম্ভ করেছ! লীলাময়! তোমার খেলা তুমিই জান। তোমার লীলা তুমিই বোঝ। এখন একবার ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান! ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ কর প্রভু!

[লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর যুগলরূপে অবস্থান।]

গীতকণ্ঠে দেবগণ ও ঋষিপত্নীগণের প্রবেশ।

গীত।

দেবগণ।— নবীন নীরদ জিনিয়া বরণ শ্যাম কলেবর,
গঠন সুঠাম জিনি কোটিকাম রূপ মনোহর।

ঋষিপত্নীগণ।— দশন কুন্দ কুসুমরাশি, অধর-বিম্বে মধুর হাসি,
কিরীট কুন্তলে শোভিত সুন্দর গলে বনফুলহার।

দেবগণ।— জিনি কোকনদ চরণ-রাতুল, মধুলোভে ভ্রমে ভ্রমর আকুল,
শঙ্খ চক্র গদা অম্বুজ শ্রীকরে কেশব পীতাম্বর।

ঋষিপত্নীগণ।— চন্দন কর্পূর অঙ্গে বিলেপিত, নখরনিকরে তারকা খচিত,
(বামে) কনক-নলিনী জলদে দামিনী, মরি কিবা শোভাকর।

সকলে। নবীন নীরদ ... ... ইত্যাদি।

যবনিকা।

সম্পূর্ণ।

সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক :

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। "ভাণ্ডারী-অপেরা"র যশের অভিনয়। ইহাতে দেখিবেন—স্ত্রৈণ রাজা ব্রহ্মদত্তের পরিণাম, মন্ত্রী কণ্ডরীকের রাজ্যের কল্যাণে স্বার্থত্যাগ, সর্পিণী রাণী মানসীর ভীষণ চক্রান্ত, পিতৃভক্ত-পুত্র বিষকসেনের নির্ব্বাসন, চণ্ডাল সত্যব্রতের মহাপ্রাণতা, পুত্রহারা পূজনীয়ার ভীষণ প্রতিহিংসা, কাম্পিল্যরাজ ও প্রতীপরাজের ভীষণ যুদ্ধ, শান্তনু ও গঙ্গার পরিণয় প্রভৃতি। (সচিত্র) মূল্য ১।॰ টাকা।

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মথুরানাথ সাহার যাত্রাপার্টিতে অভিনীত। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের পুণ্যময় জীবনের ঘটনাবলী লইয়াই এই মহানাটকের সৃষ্টি। শ্রীরামের বনগমনকালীন ভ্রাতৃবৎসল রামানুজের ভ্রাতৃ-অনুগমনই তাঁহার ভ্রাতৃ-প্রেমের প্রথম নিদর্শন—এইখানে সেই আদর্শচরিত্র সৌমিত্রির জীবন-নাটকের আরম্ভ এবং মহাপ্রস্থানেই পরিসমাপ্তি। মূল্য ১।॰ টাকা।

শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈলোক্যতারিণী নামীয় যাত্রাসম্প্রদায়ে অভিনীত। ইহাতে দেখিবেন, ভক্তবীর তুলসীদাসের স্ত্রীর প্রতি অতুলনীয় আকর্ষণ—স্ত্রীর ভৎর্সনায় গৃহত্যাগ—শ্রীরামচন্দ্রের করুণা লাভার্থ আকুল আকাঙ্ক্ষা—সাধনায় সিদ্ধিলাভ প্রভৃতি। আরও দেখিবেন—বৈরাম খাঁর ষড়যন্ত্র—সম্রাট আকবরের মহাপ্রাণতা—দস্যু ভগীরথসিংহের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন—মোহান্ত সত্যানন্দের লাম্পট্যলীলা—ঈশ্বরসিংহের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি। মূল্য ১।॰ টাকা।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বীণাপাণি নাট্য-সম্প্রদায়ে অভিনীত। ব্যাধপুত্র একলব্যের জীব-হিংসায় বিরাগ—জননীর তিরস্কারে গৃহত্যাগ—দ্রোণাচার্য্যের নিকট শিক্ষাপ্রার্থনা—প্রত্যাখ্যাত হইয়া কঠোর সাধনা—সাধনায় সিদ্ধিলাভ—দক্ষিণা স্বরূপ দ্রোণের অঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা,—আবার অন্য দিকে দ্রুপদ কর্ত্তৃক দ্রোণের বন্ধুত্ব অস্বীকার—সভামধ্যে দ্রোণের লাঞ্ছনা—দ্রোণের নীরব প্রতিহিংসা—একলব্যের সহিত কুরু-পাণ্ডবের ভীষণ রণ—দ্রুপদের দর্পচূর্ণ প্রভৃতি। (সচিত্র) মূল্য ১।॰ টাকা।

প্রমীলার্জ্জুন

শ্রীসুরেশচন্দ্র দে প্রণীত। বেঙ্গল ন্যাশ-ন্যাল ও পারিজাত থিয়েটারে অভিনীত। নারী-রাজ্যেশ্বরী প্রমীলা কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের যজ্ঞাশ্ব ধৃতকরণ—অর্জ্জুনের সহিত প্রমীলার ভীষণ রণ—প্রমীলার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ প্রভৃতি বহু রোমাঞ্চকর ঘটনা সম্বলিত, এতদ্ব্যতীত সুচিত্রা, নিরাশ, তরলা, চপলা, পুণ্ডরীক, নলিনাক্ষ, নীলাম্বর প্রভৃতি প্রেমিক-প্রেমিকার রহস্যময় চরিত্র পাঠে মুগ্ধ হইবেন। অল্প লোকে অভিনয় হয়, মূল্য ১৲ টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক ঃ

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু মল্লিক প্রণীত। আর্য্য অপেরায় সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইতেছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ভীষণ দ্বন্দ্ব—অহিচ্ছত্রাধিপতি সুমদেবের বিরুদ্ধে ছন্দক ও বলাদিত্যের ভীষণ ষড়যন্ত্র—রাজভ্রাতা কুমদের বিদ্রোহ—বিশালার মোহে অশোকার প্রতি কুমদের উপেক্ষা—রাজমহিষী করুণার সারল্য—মঙ্গলের প্রভুভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। সেই বিরাম, লালস, সত্যসন্ধ, নন্দন, নির্ব্বন্ধ সবই আছে। অল্প লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ১।০ টাকা।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মালাকার প্রণীত—আর্য্য অপেরায় অভিনীত। উর্ব্বশীর জন্ম, নারায়ণ ঋষির অভিসম্পাতে মর্ত্ত্যে পুরূরবার সহিত বিবাহ—দৈত্য কেশীধ্বজ কর্ত্তৃক উর্ব্বশীর প্রতি অত্যাচার ও ভূস্বর্গ নির্ম্মাণ—রাজপুত্র আয়ুর হত্যাদণ্ড—অদ্ভুত উপায়ে প্রাণরক্ষা—দৈত্যপুত্র সম্বরের মহান আত্মত্যাগ—দৈত্যরাণী সুগৌতার মহাপ্রাণতা—স্যমন্তক মণিস্পর্শে উর্ব্বশীর শাপমোচন—পুরূরবার সহিত ঋষিকন্যা সুলক্ষণার বিবাহ প্রভৃতি। মূল্য ১।০ টাকা।

শ্রীফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাণ্ডারী-অপেরার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়। ইহাতে দেখিবেন সীতাহারা শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাকুল উন্মাদনা।—মাতৃহারা লব-কুশের হাহাকার—ছায়া-সীতার আকুল আহ্বান—মহাকালের তাণ্ডব নর্ত্তন—ষড়রিপুর সহিত পৃথিবীর যুদ্ধ—শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণবর্জ্জন—উর্ম্মিলার সকরুণ বিলাপ—গুহক চণ্ডালের দুর্জ্জয় অভিমান—লক্ষ্মণের সরযু-প্রয়াণ—বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণের মিলন প্রভৃতি। (সচিত্র) মূল্য ১।০ টাকা।

বা বজ্রসৃষ্টি। শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় কৃত, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত। বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক পৌলমীহরণ, দধীচির নির্য্যাতন, বৃত্রাসুর-পুত্র রুদ্রপীড়ের মহত্ব—রাজপুত্রবধূ ইন্দুমতীর পরার্থপরতা, শনির চক্রান্তে রুদ্রপীড়ের নির্ব্বাসন—দৈত্যরাণী ঐন্দ্রিলার প্রতিহিংসাসাধন—ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের ভীষণ যুদ্ধ—বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক দধীচির অস্থিতে বজ্রনির্ম্মাণ, বৃত্রাসুর বধ প্রভৃতি। মূল্য ১।০ টাকা।

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ভাণ্ডারী অপেরার মহা যশের অভিনয়। পৌণ্ড্রাসুর কর্ত্তৃক সত্যভামা-হরণ, পৌণ্ড্রাসুরের প্রচ্ছন্ন প্রেম-ভক্তি-অনুরাগ—বলরামের গভীর কৃষ্ণ-প্রেম—সাত্যকির গুরুভক্তি—সদাশিবের পৌরহিত্য—মাধবের নির্ভীক দেবসেবা—পিশাচ ঘণ্টাকর্ণের অদ্ভুত কার্য্য-কলাপ—ত্রিপানীর অতুলনীয় রাজভক্তি—দক্ষিণার বিরাট আত্মত্যাগ প্রভৃতি। ইহা ছাড়া মন্তরাম, দণ্ডপাণি, বাটুল, নাগরী প্রভৃতি চরিত্র পাঠে হাসিয়া লুটোপুটি খাইবেন। ফটোচিত্র সহ, মূল্য ১।০ টাকা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত—

"গণেশ-অপেরা"র নুতন নুতন নাটক॥

কনোজরাজ বীরসিংহের সহিত বঙ্গগৌরব আদিশূরের যুদ্ধ, বৌদ্ধ-কবল হইতে হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থান, অগ্নিকাণ্ডে বৌদ্ধমেলাধ্বংস, রাজপুত্রের সর্পাঘাত, রাজভ্রাতা অনাদিসেনের নির্ম্মম প্রাণদণ্ড, মালব-রাজমাতা অপরাজিতার প্রতিহিংসা, রাজকুমারী লক্ষ্মীর অদ্ভুত আত্ম-ত্যাগ, মুরলীর প্রেমোন্মাদনা, প্রেম-প্রত্যাখ্যাত কীর্ত্তনের লোমহর্ষণ হত্যা, আর সেই কুট রাজনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ তক্ষশীলের ভীষণ কার্য্য-কলাপে বিস্মিত হইবেন। মূল্য ১।• টাকা।

বরাহরূপী নারায়ণের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরকের আশ্চর্য্য উৎপত্তি, নারায়ণ সকাশে নরকের জন্য পৃথিবীর অভয়প্রার্থনা, শিশি-রায়ণ ও শঙ্খনাদের অদ্ভুত আত্মত্যাগ, কৌশলে দৈত্যরাজকুমারী স্বর্গের সহিত নরকের বিবাহ, নরকের মাতৃপূজা ও ষোড়শ সহস্র কুমারীহরণ, বিশ্বকর্ম্মার বন্দীত্ব ও দুর্গনির্ম্মাণ, সত্যভামারূপে পৃথিবীর জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নরকের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়, নরকধ্বংসের সম্মতিলাভ, নরকাসুরের মৃত্যু, স্বর্গের সহমরণ প্রভৃতি। মূল্য ১।• টাকা।

কংস কর্ত্তৃক বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ, দেবকীর ছয় পুত্র হত্যা, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, পুতনাবধ, রজকবধ, কংস কর্ত্তৃক ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন, কংসবধ প্রভৃতি। সেই রঙ্গ, মায়াসুর, গন্ধমাদন, উত্তম, আকিঞ্চন সবই আছে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকা ও যশোদার গানে মুগ্ধ হইবেন। মূল্য ১।• টাকা।

ঐতিহাসিক নাটক। ইহাতে দেখিবেন—রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর বাদশাহ মহম্মদ তোগলকের আদেশে ভারতব্যাপী হাহাকার—মহারাষ্ট্রীয় জোতির্ব্বিদ ব্রাহ্মণ পুত্রশোকাতুর গঙ্গুর আশ্চর্য্য প্রতিহিংসা—ক্রীতদাস জাফরের অসামান্য স্বার্থত্যাগ—সম্রাটনন্দিনী গর্ব্বিতা সাকিনার চমৎকার পরিবর্ত্তন—ব্রাহ্মণের ক্ষমা ও ত্যাগ। আরও দেখিবেন—বুকারায়, গায়ত্রী, হরিহর, মঞ্জুলা সায়নাচার্য্য প্রভৃতি চরিত্রের ক্রমবিকাশ, বাণী ও গুলনেয়ারের প্রাণমাতান সঙ্গীতের সুমধুর ঝঙ্কার। মূল্য ১।• টাকা।

মহিমময়ী গঙ্গার পবিত্র কাহিনী, সাধনা ও ত্যাগের অবতার জহ্নুর অমানুষিক কার্য্যকলাপ, পিতৃ-মাতৃ-ত্যক্ত সুঞ্জয়ের অপূর্ব্ব কাহিনী, সংকল্পের ভীষণ প্রতিহিংসা, পতিতা উপেক্ষিতা তরলার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, গঙ্গা ও মহাদেবের বিরোধ, আজমীর ও প্রয়াগের ভীষণ সংঘর্ষ। সেই গুরুমীর চৈতন্য, মদন মালী প্রভৃতি সবই আছে। (সচিত্র) মূল্য ১।• টাকা।

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক।

কালচক্র শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী কৃত। প্রসিদ্ধ "গণেশ-অপেরা-পার্টির" অভিনয়। ইহাতে সেই বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের প্রতিযোগিতা, সৌদাসের রাক্ষসত্বপ্রাপ্তি, বশিষ্ঠের শতপুত্র ধ্বংস, পরাশরের রক্ষসত্র, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ প্রভৃতি আছে। ৫ খানি চিত্রশোভিত। মূল্য ১।৹ টাকা।

পৃথিবী উক্ত ভোলানাথ বাবুর কৃত। "গণেশ-অপেরা-পার্টির" অভিনয়। প্রতিষ্ঠানপতি অঙ্গের বিরুদ্ধে মৃত্যুর ভীষণ ষড়যন্ত্র, পৃথিবীবক্ষে বেণের অবাধ স্বেচ্ছাচার, অঙ্গরাজের নির্ব্বাসন, অচলেন্দ্রের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বেণের বিরুদ্ধে অভিযান, পৃথু ও অর্চ্চির উৎপত্তি প্রভৃতি ঘটনার মহা সমাবেশ। ইহাতেই সেই অলকা, সুনীথা, প্রাণময়ী, চিন্তারাম, যোগময়, অঙ্গিরা প্রভৃতি আছে। (সচিত্র) মূল্য ১।৹ টাকা।

পঞ্চনদ শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। গণেশ অপেরা-পার্টিতে অভিনীত। সেই মামুদের ভারত আক্রমণ, দুর্জ্জয়পালের ষড়যন্ত্র, জয়পালের পরাজয়, সোমনাথের মন্দির আক্রমণ, সোমেশ্বরসিংহের অদ্ভুত কীর্ত্তি, দস্যুসর্দ্দার দয়ালের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, আর সেই অনঙ্গ, তরঙ্গ, রহমন, নেয়ামৎ, নীলিমা, ইব্রাহিম, কামবক্সকে মনে আছে তো? মূল্য ১।৹ টাকা।

তাম্রধ্বজ পণ্ডিত হারাধন রায় কৃত। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। বালক তাম্রধ্বজের নন্দদুলাল সাধনা, তেজচন্দ্র ও সমরসিংহের ষড়যন্ত্র, তাম্রধ্বজের করে ভীমার্জ্জুনের পরাজয়, শিখিধ্বজের দান পরীক্ষা প্রভৃতি ঘটনা সম্বলিত। অল্প লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ১।৹ টাকা।

অতিকায় শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু প্রণীত। শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলের অভিনয়। তরণীপতনে বিভীষণের হৃদয়ভেদী বিলাপ, অতিকায়ের রামভক্তি, মেঘনাদের তিরস্কার, সীতার কাতরোক্তি, অতিকায়ের ছিন্নমুণ্ডের রামনাম উচ্চারণ প্রভৃতি ঘটনাবলীতে পূর্ণ। (সচিত্র) মূল্য ১।৹ টাকা।

চিত্রাঙ্গদা শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। নিতাই-অপেরা ও ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে অভিনীত। মণিপুর-সেনাপতি চণ্ডসিংহের ভীষণ চক্রান্ত, অর্জ্জুনের প্রতি জাহ্নবীর জ্বালাময় অভিশাপ, বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের যজ্ঞাশ্ব ধৃত করণ ও লাঞ্ছনা, পিতা-পুত্রে মহাসমর, বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক পিতৃহত্যা, মণিস্পর্শে অর্জ্জুনের পুনর্জ্জীবন লাভ, শোভার আত্মত্যাগ প্রভৃতি আছে। মূল্য ১।৹ টাকা।

মাল্যবান শ্রীঅভয় চরণ দত্ত প্রণীত। ভূষণ চন্দ্র দাস ও শশীভূষণ হাজরার দলে অভিনীত। দেব-রাক্ষসের প্রলয় রণ, দেবগণের পরাজয়, মাল্যবানের স্বর্গাধিকার, মালীর ভক্তিযুদ্ধ, বসুদার সহিত নারায়ণের যুদ্ধ, মাল্যবানের পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি। সহজে অভিনয় উপযোগী। মূল্য ১।৹ টাকা।

শ্রীবৎসচিন্তা সুকবি শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রসিক চক্রবর্ত্তী ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের দলে অভিনীত। সেই শনি-লক্ষ্মীর বিবাদ, শনির পরাজয়, সৌতিরাজের সহিত যুদ্ধ, শ্রীবৎসের রাজ্যচ্যুতি, কাঠুরিয়া বেশে বনে বনে ভ্রমণ, দেবতাদের ষড়যন্ত্র, শিবদুর্গার যুদ্ধোদ্যোগ, ভদ্রাবতীর সহিত শ্রীবৎসের বিবাহ, রাজ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি। প্রত্যেক গানই মর্ম্মস্পর্শী। সহজে অভিনয় হয়। মূল্য ১।৹ টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক।

ভাগ্যদেবী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের থিয়েট্রিকেল যাত্রা-পার্টি কর্তৃক যশের সহিত অভিনীত। বরাহ, মিহির ও খনার অদ্ভুত জীবনী পাঠে মুগ্ধ হইবেন। সেই নেত্রবান,ইন্দুনাথ, গোলোকচাঁদ,বিক্রমাদিত্য, শান্তশীল, বাঁশরী, বিজলী. অলকা, লম্বাগোড়া সবই দেখিতে পাইবেন। বেতাল ও বাঁশরীর প্রত্যেক গানই মধুর। মূল্য ১॥০ টাকা।

দময়ন্তী প্রবীণ নাট্যকার শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। কলিকাতা ও মফঃস্বলের বহু প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রার দলে অভিনীত হইতেছে। ইহাতে সেই নল, পুষ্কর, কলি, রণজিৎ, গুণাকর, সুধাকর, বজ্রনাদ, ধনুর্দ্ধর, বাদল, সুনন্দ, মনোরমা, সুলোচনা প্রভৃতি সবই দেখিতে পাইবেন। বিশে পাগলা, মুরলী-ধর ও নিয়তির সুললিত সঙ্গীতে মুগ্ধ হইবেন। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

পাষাণী শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। সুবিখ্যাত সতীশ মুখার্জ্জীর যাত্রার "বিজয়-বৈজয়ন্তী"। স্বামী-দেবতার অভিশাপে অহল্যা কিরূপে পাষাণী হইলেন, আবার শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণস্পর্শে পাষাণী অহল্যা কেমন করিয়া মানবী হইলেন, তাহার জীবন্ত চিত্র দেখুন। অভিনয় দর্শনে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, পাঠ করিলে পাষাণ প্রাণও বিগলিত হয়। সহজে অভিনয় হয়। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

অজাদেবী শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। অযোধ্যার রাজপুত্র দণ্ডের ছদ্মবেশে শুক্রাচার্য্যের কন্যা অজার পাণিগ্রহণ, অজার পুত্রপ্রসব, শুক্রাচার্য্য কর্তৃক অভিশাপ প্রদান, পিতা-পুত্রীর দারুণ সংঘর্ষ, মন্ত্রী আশাগুপ্ত কর্তৃক রাজ্যাপহরণ, শুক্রা-চার্য্যের ভীষণপ্রতিহিংসা, অজার আত্মদান প্রভৃতি ঘটনায় পূর্ণ। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

রত্নাকর শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জীর যাত্রাদলে যশের অভিনয়। দস্যু রত্নাকর কিরূপে মহাকবি বাল্মিকী হইয়াছিলেন, সেই অপূর্ব্ব ঘটনাবলী পাঠ করুন। নিষ্ঠুরতার মধ্যে দয়া, অত্যা-চারের মধ্যে উদারতা, দস্যুতার মধ্যে অপার্থিব মহত্ত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। ইহাতেই সেই রতনদাস, সবিতা, তর্কানন্দ, সোণামণি, করুণাময়ী সবই আছে। মূল্য ১॥০ টাকা।

রাখীবন্ধন শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই ঐতিহাসিক নাটকখানি অভিনয় করিয়াই বীণাপাণি-নাট্যসম্প্রদায় নাট্যজগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। চিড়িমারপুত্র মন্নুলালের সহিত রাজপুত্রী লক্ষ্মীর বিবাহ, বিলাসী রাণার ঔদাসীন্যে মালবাধিপতি বাহাদুরসার মেবার আক্রমণ, মেবারের বিরুদ্ধে মন্নু-লালের যুদ্ধ, সূর্য্যমলের কুট অভিসন্ধি,সা-সুজার বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি। মূল্য ১॥০ টাকা।

রাজ্যশ্রী শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত। প্রসিদ্ধ মুখার্জ্জি-অপেরায় যশের সহিত অভিনীত হইতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভীষণ সংঘর্ষণ, বৌদ্ধ কাপালিকগণের ভীষণ অত্যাচার, বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে গৌড়াধি-পতি শশাঙ্কের বিপুল যুদ্ধায়োজন, শশাঙ্কের পত্নী অর্পণাদেবীর প্রবল সাম্রাজ্যলালসা, যুদ্ধে রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্ম্মার পতন ও রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ, হর্ষবর্দ্ধনের পলায়ন, ভৈরবানন্দের ভীষণ প্রতিহিংসা প্রভৃতি। মূল্য ১॥০ টাকা।